উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- লোহাগাড়া, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ। সারাবিশ্বে এই দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানাবিধ দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ দেশ সমূহের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশে দুর্যোগের মাত্রা এবং ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশে বড় আকারের দুর্যোগ যেমন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্লাবন, জলোচ্ছাস, খরা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ধ্বসের মত দুর্যোগগুলো পুনপৌনিকভাবে ঘটছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার দুর্যোগের বিষয়টি গুরুত্ব বিবেচনা করে 'সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী" নামে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। সেই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রস্তুতি এবং সাড়া দানের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার বিধান দুর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশ সমূহে বর্নিত আছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুকি হ্রাস করা ও অভিযোজন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসাবে চট্টগ্রাম জেলার ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য 'ঘরনী' নামক এনজিও কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

উক্ত এনজিও টি উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়েনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে এবং নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। বিশেষ করে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে এবং সকলের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হিসাবে একটি বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

আমি একাজে জড়িত সকল পক্ষ বিশেষ করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, 'ঘরনী' এনজিও এবং অন্যান্য সকল পক্ষকে এই জটিল কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি, অত্র উপজেলায় গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে অত্র উপজেলায় দুর্যোগের ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কার্যক্রম যথেষ্ট শক্তিশালী হবে।

তারিখঃ ০৮/০৯/২০১৪

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লোহাগাড়া উপজেলা, চট্টগ্রাম
(মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**পৃষ্ঠা নং -**
১.১ পটভূমি	৪
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৫
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৫
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৬
১.৩.২ আয়তন	৬
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৭
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা	৭
১.৪.১ অবকাঠামো	৭
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১৩
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	২৬
১.৪.৪ অন্যান্য	২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৩১
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ	৩২
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা	৩২
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৩৩
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৩৫
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ	৩৭
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	৪০
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৪১
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪২
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪৩
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৪৩
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৪৪
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৪৮
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৫০
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৫৭
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৬১
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৬২
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৬২
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৬৩
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৬৪
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৬৫
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৬৯
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৭২
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৭৩
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৭৪
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৭৪
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৭৪
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৭৪

৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৭৪
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৭৪
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৭৫
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৭৫
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৭৫
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৭৫
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৭৫
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৭৬
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৭৬
৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৭৬
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৭৮
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৭৯
৪.৬ অর্থায়ন	৮০
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৮৩
পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৮৪
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	৮৫
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৮৫
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	৮৫
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ	৮৬
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা	৮৬
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	৮৭
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৮৯
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা	৯০
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	৯৪
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা	৯৬
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী	৯৭

প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় পরিচিতি

১.১ পটভুমিঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি দুর্যোগ প্রবন দেশ হিসাবে পরিচিত । নানাবিক প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থান ও অন্যান্য কারনে দেশটি সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রায় প্রতি বছর নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন – অতিবৃষ্টি, বন্যা , ঘুর্ণিঝড়, খরা, শৈত্য প্রবাহ , ঘুর্ণিঝড় , টর্নেড়ো , জলোচ্ছাস লবনাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, কালবেশাখীর ঝড় আঘাত হানে। এসব প্রাকৃতিক দুর্য়োগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বেশ বেশী । জনসংখ্যার বিশাল ঘনত্ব, দারিদ্রতা, উজানে বিভিন্ন পাহাড় এবং বড় বড় নদীর ব-দ্বীপ এলাকা এসব কারনে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ও দেশটি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। । তাছাড়া দেশটির একটি বিশাল এলাকা সমুদ্র তীরবর্তী ।

বর্তমানে এ বিষয়ে কোন দিবমত নাই যে, জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে এবং মানব সৃষ্ট গ্রীন হাউজ গ্যস এসব পরিবর্তনের জন্য দায়ী । জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান ক্ষতিকারক দিক হল – বিশ্ব উষ্ণনায়ন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে সমুদ্র পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে তাতে বাংলাদেশের বিশাল এলাকা তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছ। তাতে প্রচুর জনগোষ্টির জলবায়ু শরনার্থী হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ প্রভুত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনেরনের ঝুঁকির মধ্যে বাংলাদেশের উপকুলীয় জেলাগুলি অধিকতর বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে। তন্মধ্যে চট্রগ্রাম জেলা তুলনামুলকেভাবে বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে এই পর্যন্ত যে সব ছোট ও বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানিয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই চট্রগ্রাম জেলায় বেশী পরিমানে আঘাত করেছে এবং ব্যাপক আকারে ধ্বংশযজ্ঞ চালিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘুর্নিঝড়ে এই জেলায় ব্যাপক আকারে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং সবকিছুই লন্ডভন্ড হয়ে যায় ।

তাছাড়া চট্রগ্রাম জেলার একটি উল্লেখযোগ্য এলাকা পাহাড়ী এলাকা বিধায় প্রায় প্রতিবছর বণ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত্র হয়। তাছাড়া প্রতি বছর কমবেশী নদী ভাংগনের শিকার হয় উল্লেখযোগ্য পরিমান এলাকা । তাছাড়া মানব সৃষ্ট অনেক আপদ যেমন- ব্যাপক হারে বন ধ্বংস, পাহাড় বিনষ্ট, বৃক্ষ নিধন ইত্যাদি দুর্যোগের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে ।

এই জেলার লোহাগাড়া উপজেলা নানা কারণে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলা। এই উপজেলাটি ৯ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই উপজেলায় প্রতিবছর বন্যা, খরা, নদী ভাংগন ও হাতীর আক্রমন চোখে পড়ার মত । তাতে জীবন এবং সম্পদের বেশ ক্ষতিসাধিত হয় । এই সব দুর্যোগ প্রায় প্রতি বৎসর সর্বসাধারনের জীবন এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে ।

এই উপজেলায় ইতিপূর্বে এসব দুর্যোগের প্রশমন ও হ্রাসের জন্য কোন সমন্বিত প্রচেষ্ট নেয়া হয়নি। তাই সার্বিক দুর্য়োগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর অংশ হিসাবে লোহাগাড়া উপজেলার জন্য এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে।

১.২. ডি, এম, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্দেশ্য-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বন্ধে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার, , সমাজ , , ইউনিয়ন, প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন, ত্রান ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকরী , আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও ও দাতা ইত্যাদির জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহন, কার্ষকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতিঃ

লোহাগাড়া উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান-

লোহাগাড়া উপজেলাটি বাংলাদেশের দক্ষিন পূর্ব এলাকার চট্রগ্রাম জেলার সর্বদক্ষিনের একটি উপজেলা। এটি ঢাকা চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার মহাসড়কের উপর আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। এর উত্তরে চট্রগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলা , পূর্বে বান্দরবন জেলার বান্দরবন সদর উপজেলা ও লামা উপজেলার কিয়দাংশ , দক্ষিনে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে চট্রগাম জেলার সাতকানিয়া ও কিয়দাংশ বাঁশখালী উপজেলা। এটি চট্রগ্রাম জেলা সদর হতে ৬৫ কিঃমিঃ দক্ষিন পূর্ব দিকে এবং পর্ষটন শহর কক্সবাজার শহর থেকে ৬২ কিঃ মিঃ উত্তর দিকে অবস্থিত । ভৌগলিক ভাবে এই উপজেলার অবস্থান ২১.৫৪ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯২.০০ ও ৯২.১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে । এই উপজেলাটি ঢাকা চট্রগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কটির উভয় পাশ্বে অবস্থিত । এই উপজেলাটি ১৯৮১ সালে থানায় উন্নীত হয় এবং ১৯৮৩ সালে উপজেলায় উন্নীত হয়।

জনশ্রুতি আছে যে, লোহাগাড়া উপজেলার মাটি লোহার মত শক্ত, তাই এই উপজেলার নামকরন লোহাগাডা হয়েছে ।

এই উপজেলাটির আয়তন পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে ২৫৮.৮৭ বর্গ কিলোমিটার । তন্মধ্যে পাহাড়ী এলাকার পরিমান ১৫% । এই উপজেলায় মোট ৯ টি ইউনিয়ন, ৪০ টি মৌজা, ৪৩ টি গ্রাম রয়েছে । ইউনিয়নগুলি হল- লোহাগাড়া সদর, আধুনগর, চুনতি, বড়হাতিয়া, পুটিবিলা, চরম্বা, পদুয়া, আমিরাবাদ ও কলাউজান ইউনিয়ন । উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ১০৮১ জন।

উপজেলায় প্রধান ৩ টি ছোট নদী পূর্বদিকের বান্দরবন পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে আড়াআড়িভাবে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। প্রধান নদী ডলু নদী, টংকাবতী নদী ও হাংগর নদী ।

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী এখানকার বেশীরভাগ মাটি এটেল ও দোঁয়াশ।

১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থা

লোহাগাড়া উপজেলাটি উত্তরে চট্রগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলা, পূর্বে বান্দরবন জেলার বান্দরবন সদর উপজেলা ও লামা উপজেলার কিয়দাংশ , দক্ষিনে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে চট্রগাম জেলার সাতকানিয়া ও কিয়দাংশ বাঁশখালী উপজেলা। এটি চট্রগ্রাম জেলা সদর হতে ৬৫ কিঃমিঃ দক্ষিন পূর্ব দিকে এবং পর্যটন শহর কক্সবাজার শহর থেকে ৬২ কিঃ মিঃ উত্তর দিকে অবস্থিত । উপজেলায় মোট ইউনিয়নের সংখ্যাঃ ০৯ টি ।

১.৩.২ আয়তনঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে চট্রগ্রাম জেলার সৃষ্টি হয় ১৯৬৬ সালে। যার আয়তন ৫২৮২.৯৮ ব:কি:। চট্রগ্রাম জেলায় ১৪টি উপজেলা রয়েছে, যার মধ্যে লোহাগাড়া উপজেলা ১টি। লোহাগাড়া উপজেলার আয়তন ২৫৮.৮৭ ব:কি:। লোহাগাড়া উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে মোট ৪০টি মৌজা রয়েছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম প্রদান করা হলঃ

ক্রঃ নং	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
১	চুনতি	চুনতি, সাতগড়, নারিচ্ছা, ফারাংগা, চান্দা, পান্তিরিসা ,
২	আমিরাবাদ	সুখছড়ি , মল্লিক চোবান, আমিরাবাদ ও হাজার ভিগ্রা
৩	বড়হাতিয়া	আমতলী, বড়হাতিয়া, চাকফিরানী, জঙ্গল বড়হাতিয়া
৪	কলাউজান	পূর্ব কলাউজান, উত্তর কলাউজান, পশ্চিম কলাউজান
৫	চরম্বা	বিবিরবিলা, চরম্বা, নোয়ারবিলা, রাজঘাটা, তেলিবিলা
৬	আধুনগর	হরিনা, আধুনগর, কুলপাগলী , রশিদেরঘোনা ও মসদিয়া
৭	পদুয়া	আন্ধারমানিক, ধলিবিলা, পদুয়া ও জঙ্গল পদুয়া
৮	পুটিবিলা	পুটিবিলা, পহরচাদা , গোরস্তান ও সরেয়া
৯	লোহাগাড়া	লোহাগাড়া, দক্ষিণ সুখছড়ি

৩.৩ জন সংখ্যাঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যা ৩৭২৩২৫ যার মধ্যে পুরুষ ১৮৫০৬৫ জন, মহিলা ১৮৭৭৬০ জন, শিশু ৯২১১৫ জন, বৃদ্ধ ৫১২৬৭ জন, প্রতিবন্ধি ২৩৫৩ জন । এই উপজেলায় পরিবারের সংখ্যা ৭৩২০৪ টি এবং ভোটারের সংখ্যা ১৭৫৩৬৯ জন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা দেখানো হলঃ

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতি বন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	মোট ভোটার
১	চুনতি	১৮০৬৭	১৭০২০	১২৮৭৩	৪৮৬৭	২০৮	৩৫০৮৭	৭৮৯০	১৬৫৬৭
২	আমিরাবাদ	৩৮৬৮০	৩৮৮৮০	১৪১৮৭	৮৫২৩	১৬০	৭৭৫৬০	১২৮৭০	৩৮৯৪০
৩	বড়হাতিয়া	২০২৫০	২২০৫০	৯৯৭৪	৪৪৩৯	২২৭	৪২৫০০	৭২৬৯	২৫৬৯০
৪	কলাউজান	১৯৬২৫	২০২২৫	৭৯৩৪	৪৮৬১	৩২৮	৩৯৮৫০	৯২৩০	১৬৩২২
৫	চরম্বা	১৬২৩৭	১৫৪৮২	৮৫৩৯	৪৮৯২	১৫২	৩১৭১৯	৮৬২৯	১৬৭০৯
৬	আধুনগর	১২১৪৮	১২২৩৯	৬৭৪২	৩৯৮৭	২৫৭	২৪০৮৭	৫৬১৪	৯৮০৫
৭	পদুয়া	২২৪১৫	২২৭১৫	১২৩৪২	৯২৬৪	৫৭০	৪৫২৩০	৯৭৫০	২৮৪৭০
৮	পুটিবিলা	১৭৮২৫	১৭৬২৫	৭৯৮০	৪৭৫৬	২৭৫	৩৫৪৫০	৫২১০	১৯৩২০
৯	লোহাগাড়া	১৯৮১৮	১৫৭৬২	১১৫৩৪	৫৬৭৮	১৭৬	৪০৮৪২	৬৭৪২	৩৫৪৬
	মোট	১৮৫০৬৫	১৮৭৭৬০	৯২১১৫	৫১২৬৭	২৩৫৩	৩৭২৩২৫	৭৩২০৪	১৭৫৩৬৯

খ) তথ্য প্রাপ্তির সূত্রঃ সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিব।

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

৪.১ অবকাঠামোঃ

ক) বাঁধ

- আমিরাবাদ ইউনিয়নে বেড়ীবাঁধ ২ টি। টংগাবতী বেড়ী বাঁধ ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ এবং উচ্চতা ৯ফিট ও ডলু বেড়ী বাঁধ ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ এবং উচ্চতা ৮ ফিট।
- চরম্বা ইউনিয়নে বেড়ীবাঁধ ১ টি। ৫ নং ওয়ার্ডে রাবার ড্রাম বেড়ীবাঁধ লম্বা প্রায় ৪০ ফুট।

খ) সুইচ গেইটঃ

- কলাউজান ইউনিয়নে কোন সুইচ গেইট নেই তবে ১ টি রবার ড্রাম রয়েছে ৩ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ।
- আধুনগর ইউনিয়নে ১ টি সুইচ গেইট রয়েছে যা ৬ নং ওয়ার্ডে হাতিয়া খালের উপর অবস্থিত ।

গ) ব্রীজঃ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট ৭৮ টি ব্রীজ আছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

- বড়হাতিয়া ইউনিয়নঃ

বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৮টি। ১ নং ওয়ার্ডে সোনাইছড়ি খালের উপর ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে হাজি পাড়া সড়কের উপর ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে হালিম মুক্তার পাড়া সড়কের উপর ২টি, ৪ নং পাহাড় পাড়া সড়কের উপর ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে দানে সিকদার পাড়া সড়কের উপর ২টি ও ঘোনার মোর সড়কের উপর ১ টি ও লস্করপাড়া সড়কের উপর ১ টি ব্রীজ রয়েছে।

- কলাউজান ইউনিয়নঃ

কলাউজান ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৮টি। ৩ নং ওয়ার্ডে টংঙ্গা বতি খালের উপর ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে জবর খালের উপর ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে করলিয়া খালের উপর ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে করলিয়া খালের উপর ১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে হওয়ার খালের উপর ১টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে টংঙ্গাবতি খালের উপর ১ টি ব্রীজ রয়েছে।

- আমিরাবাদ ইউনিয়নঃ

আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৮টি। ১ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপর ৫টি ও আরাকান সড়কের উপর ১ টি, ২ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপর ৪টি ও নন্দ খালের উপর ২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে কাটাখালি খালের উপর ৭টি ও বোয়ালিয়া খালের উপর ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ঘোনার পাড়া সড়করে উপর ২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে গুল্লাছড়ি খালের উপর ৪টি ও এবি উচ্চ বিদ্যালয়ের সড়কের উপর ১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে কানুহ সড়কের উপর ৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে স্কুল ছড়ি সড়কের উপর ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপর ২ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে বোয়ালিয়া খালের উপর ২ টি ব্রীজ রয়েছে।

- আধুনগর ইউনিয়নঃ

আধুনগর ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ১৯টি। ১ নং ওয়ার্ডে ডলু খালের উপর স্টীল ব্রীজ ১টি, ২ নং ওয়ার্ডে হাতিয়া খালের উপর ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে কোলপা কলি খালের উপর ৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে আরাকান সড়কের উপর ৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে হরিয়ানা সড়কের উপর ১টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে মরা ডলু খালের উপর ৪ টি ও জুরি খালের উপরে ১ এবং হরিয়ানা ফারেঙ্গা সড়কের উপরে ২ টি করে ব্রীজ রয়েছে।

- পদুয়া ইউনিয়নঃ

পদুয়া ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৯টি। ১ নং ওয়ার্ডে উত্তর পদুয়া সড়কের উপর ১টি, ২ নং ওয়ার্ডে কালি পাড়া সড়কের উপর ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে মালিপাড়া, সিটবাড়ী, মিপাড়া ও আলী পাড়া সড়কের উপর ৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে উত্তর পাড়া সড়কের উপর ১টি, ৭ নং ওয়ার্ডে হাঙ্গার খালের উপর ১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে হাঙ্গার খালের উপর ১টি করে ব্রীজ রয়েছে।

- পুটি বিলা ইউনিয়নঃ

পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৭টি। ১ নং ওয়ার্ডে সুখছড়ি খালের উপর ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে কনসননা খালের উপর ২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে সুখছড়ি খালের উপর ১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে সুখছড়ি খালের উপর ১টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে সরই খালের উপর ১টি করে ব্রীজ রয়েছে।

- চুনতি ইউনিয়নঃ

চুনতি ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ১০টি। ২ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৭ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে ব্রীজ রয়েছে।

- চরম্বা ইউনিয়নঃ

চরম্বা ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৫টি । ১ নং ওয়ার্ডে ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৫ নং ওয়ার্ডে ১টি করে ব্রীজ রয়েছে।

- লোহাগাড়া ইউনিয়নঃ

লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট ব্রীজের সংখ্যা ৪টি । ৩ নং ওয়ার্ডে চাম্বি খালের উপরে ১টি, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে বাতার খালের উপরে ১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে হাতিয়ার খালের উপরে ১টি ও ৫ নং ওয়ার্ডে মৌলভী খালের উপরে ১টি করে ব্রীজ রয়েছে।

ঘ) কালভার্টঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট ৩৩৯ টি কালভার্ট আছে। এই কালভার্ট গুলো রাস্তার নীচে পাহাড়ী ছড়া, উপ নদী বা শাখা নদী ও খালের পানি নিশ্কাশন বা প্রবাহে সহায়তা করে থাকে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্টের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

- বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৫৩টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৮ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৯ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৭ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৫ টি কালভার্ট রয়েছে।

- কলাউজান ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৭৩টি । ১ নং ওয়ার্ডে ১৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ১২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৮ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৭ টি কালভার্ট রয়েছে।

- আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩৬টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

- আধুনগর ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩৩টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২৩টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৫ টি কালভার্ট রয়েছে।

- পদুয়া ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৫২টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৭ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৫ টি কালভার্ট রয়েছে।

- পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৩২টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৩ টি কালভার্ট রয়েছে।

- চুনতি ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৪৭টি । ১ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৮ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৭ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৫ টি কালভার্ট রয়েছে।

- চরম্বা ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৮টি । ১ নং ওয়ার্ডে ২টি, ২ নং ওয়ার্ডে ২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি কালভার্ট রয়েছে।

- লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট কালভার্ট সংখ্যা ৪টি । ২ নং ওয়ার্ডে ১টি, ৩ নং ওয়ার্ডেসিপাহী পাড়ায় ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে সরকার পাড়ায় ১ টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে মৌলানা পাড়ায় ১ টি কালভার্ট রয়েছে।

ঙ) রাস্তাঃ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৪০৯.৫কি: মি: রাস্তা আছে। এর মধ্যে পাকা রাস্তা প্রায় ১০৯ কি:মি:, কাঁচা রাস্তা ১৫২.৫ কি:মি: এবং এইচ বি বি ১৪৮ কি:মি: । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলোঃ

১. বড়হাতিয়া ইউনিয়নঃ বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ১০ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪ ও ৬) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২৬ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ২, ৩, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ২৫ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে (১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৯) নং গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

২. কলাউজান ইউনিয়নঃ কলাউজান ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ৭ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১২ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ২, ৩, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ১৮ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৩. আমিরাবাদ ইউনিয়নঃ আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ১১ কিলোমিটার (১, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৭ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (২, ৩, ৫, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ২৮ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৪. আধুনগর ইউনিয়নঃ আধুনগর ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ১৪ কিলোমিটার (১, ২, ৪, ৬,৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২১ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৯) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ১৮.৫ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৫. পদুয়া ইউনিয়নঃ পদুয়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ১৬ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৭) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৮.৫ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ২, ৬ ও ৮) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ১৩ কিলোমিটার (১, ২, ৪, ৫, ৬ ও ৭) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৬. পুটি বিলা ইউনিয়নঃ পদুয়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ১৩ কিলোমিটার (২, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ২১.৫ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ২, ৫, ৬ ও ৮) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ২২ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৭. চুনতি ইউনিয়নঃ চুনতি ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ৯ কিলোমিটার (১, ২, ৪, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১১ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ৪, ৫, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ১২ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ।

৮. চরম্বা ইউনিয়নঃ চরম্বা ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ১০ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১১ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ৪, ৫, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ৭ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৯. লোহাগাড়া ইউনিয়নঃ লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট পাকা রাস্তা প্রায় ১৯ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তাগুলো (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এর মধ্যে (১, ৪, ৫, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ ও কাঁচা রাস্তা প্রায় ৯ কিলোমিটার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭) নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যার মধ্যে প্রায় সব গুলির রাস্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

চ) সেঁচ ব্যবস্থাঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ফসল উৎপাদনের জন্য নলকুপ ব্যবহার তেমন বেশী দেখা যায় না। গভীর নলকুপ গুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বসত বাড়ীর কাজে ব্যবহার হয় এবং কিছু ফসলি জমিতে ব্যবহার হয়। লোহাগাড়া উপজেলায় মোট নলকুপের সংখ্যা প্রায় ৬৮২৪৫ টি , এর মধ্যে গভীর নলকুপের সংখ্যা ২০৩ টি, অগভীর নলকুপ ৬৮২৪৫ টি, হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা ২২টি। নিম্নে নলকুপের বিবরণ প্রদান করা হল।

ক্র.নং	সেঁচের উৎস	সংখ্যা	সেঁচের আওতাভূক্ত জমির পরিমান	বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমান	বন্যা পরবর্তী অবস্থা
১	গভীর নলকুপ	২০৩ টি	প্রায় ২০৩০০ একর	প্রায় ১৩৩৯৫ একর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হয়	সরকারী সাহায্য সহযোগীতা পেলে বন্যা পরবর্তী দুরবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়া সহজ হবে।
২	অগভীর নলকুপ	৬৮২৪৫ টি	নাই	-	-
৩	হস্তচালিত নলকুপ	২২ টি	প্রায় ৩৪০০ একর	-	-
৪	স্যালো চালিত নলকুপ	নেই	-	-	-

ছ) হাট-বাজারঃ

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	হাট বাজারের নাম	হাট/বাজার দিন	বাজারের দোকানের সংখ্যা
১	বড়হাতিয়া	মনো ফকির হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৩০০ টি
		সেনের হাট	সপ্তাহে ২ দিন	২৪৫ টি
		বড়দিঘীর বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৭০ টি
		কুমিরা ঘোনা নতুন বাজার	প্রতিদিন	৭৬ টি
২	কলাউজান	হিন্দুর হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৯৬ টি
		বাংলা বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	১৫০ টি
		কানুরাম বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৩০০ টি
৩	আমিরাবাদ	মাষ্টার হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৪০ টি
		কালি বাড়ি হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৫২ টি
৪	আধুনগর	আধুনগর খান হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৪৫০ টি
		হাতিমার পোল হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৬৬ টি
৫	পদুয়া	পদুয়া তেওয়ারী হাট	সপ্তাহে ২ দিন	৪৫০ টি
		পূর্ব দোকান বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৫৫ টি
৬	পুটি বিলা	এমচর হাট	সপ্তাহে ২ দিন	২৩০ টি
		গোরস্থান বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৭০ টি
৭	চুনতি	চুনতি ডেপুটি বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	১০০ টি
		চুনতি মুন্সেফ বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৮৭ টি
		চুনতি বনপুকুর বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৫৩ টি
		সাতগড় মৌলভী বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৮০ টি
৮	চরম্বা	চরম্বা চৌমহনী বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৬৪ টি
		চরম্বা ধলিবিলা বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৭৬ টি
		চরম্বা মাইজবিলা বাজার	সপ্তাহে ২ দিন	৮২ টি
৯	লোহাগাড়া	দরবেশ হাট	সপ্তাহে ২ দিন	১৮৬ টি
		বটতলা হাট	সপ্তাহে ২ দিন	১০০ টি

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

(ক) ঘর-বড়ি

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	ঘর বাড়ীর সংখ্যা			সাধারণত কি কি মালামাল দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী হয় বিস্তারিত বিবরণ
		কাঁচা	পাকা	আধা পাকা	
১	বড়হাতিয়া	৪৩৩৯	৭৮০	২১৫০	কাঁচা ঘর মাটি বা বাঁশের বেড়া। উপরে শন বা টিন , আর পাকা বাড়ী ইট, বালু, সিমেন্ট ও রড দিয়ে তৈরী
২	কলাউজান	৬৩০৪	৮৯৩	২০৩৩	
৩	আমিরাবাদ	৮৫১৬	১০৯৬	৩২৫৮	
৪	আধুনগর	৩৬১৬	৫৬২	১৪৩৬	
৫	পদুয়া	৫২৫০	১৭২৬	২৬৭০	
৬	পুটি বিলা	২৩৭৮	১১৪০	১৬৯২	
৭	চুনতি	৫৪৯২	১০৯৮	১৩০০	
৮	চরম্বা	৫০০৯	৯১০	২৭১০	
৯	লোহাগাড়া	৩৩০০	২২০০	১৪০০	
	মোট	৪০৯০৪	৮২০৫	১৭২৪৯	

(ক) পানি

খাবার পানির উৎসগুলির কি কি নলকুপ কয়টিঃ ৬৮২৪৫ টি, ভালো কয়টিঃ ৬৬১৪৫ টি, অকেজো কয়টিঃ ২১০০টি, বন্যা লেভেলের উপরেঃ প্রায় ৬৫%, কত শতাংশ অধিবাসি নলকুপের পানি ব্যবহার করে ৯০%, বন্যার সময় খাবার পানির অভাব দেখা দেয় কিনাঃ হ্যাঁ

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ

স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা কয়টিঃ ৫৫৩২০, কত গুলো বন্যা লেভেলের উপরেঃ ৩৪৩৮০ টি, প্রায় ৬৬% টি, কত শতাংশ অধিবাসি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করেঃ প্রায় ৭০% ।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগারঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯ টি ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১২২ টি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৭৩ টি, রেজিঃপ্রাঃবিঃ ০৩ টি, কলেজ-৩টি, মাদ্রাসা-১৯টি, উচ্চ বিদ্যালয়-২৩টি ও জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ১টি । ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যাবলী নিম্নে দেয়াঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/ বেসরকারী/রেজি.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
কলেজ	বেসরকারী	মোস্তাফিজুর রহমান ডিগ্রী কলেজ	লোহাগাড়া	১১৪৭ জন	২২ জন
কলেজ	বেসরকারী	বার আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ	লোহাগাড়া	১১৯৪ জন	২৩ জন
কলেজ	বেসরকারী	চুনতি মহিলা কলেজ	চুনতি	১০২৮ জন	১৮ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলাম বাড়ী উচ্চ বিঃ	আমিরাবাদ	৯৭০ জন	১৯ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আমিরাবাদ এম. বি উচ্চ বিদ্যালয়	আমিরাবাদ	৬৫৮ জন	৮ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আমিরাবাদ জন কল্যান উচ্চ বিদ্যালয়	আমিরাবাদ	৭৪৪ জন	১০ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	সুখছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	আমিরাবাদ	৬৮৭ জন	১০ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	উত্তর আমিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	আমিরাবাদ	৮২০ জন	১৩ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	পদুয়া এ সি এম উচ্চ বিদ্যালয়	পদুয়া	১১৩২ জন	১৭ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	মোস্তফা বেগম গালর্স উচ্চ বিদ্যালয়	লোহাগাড়া	১০৭০ জন	১৬ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	হাজী মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	লোহাগাড়া	৮৪৬ জন	১২ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	এস আই চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	পদুয়া	৭৩৯ জন	১০ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	এম এইচ নুরুল আলম উচ্চ বিদ্যালয়	পদুয়া	৫৯০ জন	৮ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	উত্তর পদুয়া জুনিয়র হাই স্কুল	পদুয়া	২৩৭ জন	৪ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়	চুনতি	৯২১ জন	১৩ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	রশিদের ঘোনা উচ্চ বিদ্যালয়	চুনতি	৬৭০ জন	৯ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	চরম্বা উচ্চ বিদ্যালয়	চরম্বা	৮১১ জন	১০ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	বড়হাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বড়হাতিয়া	৭৯৩ জন	১২ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	বিজি সেনের হাট উচ্চ বিদ্যালয়	বড়হাতিয়া	৭৬৬ জন	১০ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	পুটি বিলা উচ্চ বিদ্যালয়	পুটি বিলা	৬৯০ জন	১০ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আধুনগর উচ্চ বিদ্যালয়	আধুনগর	৮২৪ জন	১২ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	আধুনগর গুল-এ-জার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	আধুনগর	৭৪৮ জন	১১ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	লোহাগাড়া সুখছড়ি উজির ভিটা উচ্চ বিদ্যালয়	লোহাগাড়া	৮২০ জন	১২ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	গৌড়স্থান উচ্চ বিদ্যালয়	লোহাগাড়া	৪৩৯ জন	৭ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/ বেসরকারী/রেজি.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কলাউজান ডাঃ এয়াকুব বজলুর রহমান শিকদার উচ্চ বিদ্যালয়	কলাউজান	৮৩৫ জন	১৩ জন
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারী	কলাউজান সুখছড়ি গৌরসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়	কলাউজান	৭৫৮ জন	১১ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বড়হাতিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	৫৫১ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সেনেরহাট সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	৬৭৮ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ভবানীপুর সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	৫৩৩ জন	৪ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আমতলী সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	৪২৬ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য বড়হাতিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	৭৬৬ জন	৮ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মল্লিক ছোয়াং সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	৫৩২ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর বড়হাতিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	৩৫৫ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	হাজার বিঘা সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	২৭৮ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্যম কলাউজান সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৫২২ জন	৮ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর কলাউজান সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৮১৫ জন	১০ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কলাউজান নিজ তালুকসরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৫৮৩ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কলাউজান হরিনা সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৪০০ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব কলাউজান সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৩৪৫ জন	৪ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পশ্চিম কলাউজান সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৫৯৫ জন	৯ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আধারচর সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৩২২ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কলাউজান খালাসিপাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	৪২০ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কলাউজান সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	২৬৫ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	৪২২ জন	৮ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	৩৩৭ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আমিরাবাদ জনক কল্যান সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	২৪৯ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সুখছড়ি সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	৬৯০ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ সুখছড়ি সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	২৮৪ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব সুখছড়ি সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	১৬০ জন	৪ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	৪৩০ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সুখছড়ি মৌলভী পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	৩৭৮ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	৩২২ জন	৫ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/ বেসরকারী/রেজি.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সুখছড়ি রহমানিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	৩০৮ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আমিরাবাদ নতুন বাজার সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	২৩৮ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আধুনগর সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৫৮৯ জন	৯ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর আধুনগর সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৩৪৯ জন	৪ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মছদিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৪১১ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর হরিনা সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৪৪৬ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আধুনগর ডামিরপুকুর সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৩২৬ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ হরিনা সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৩১৮ জন	৪ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রশিদের ঘোনা সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৬৫০ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দক্ষিণ আধুনগর সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	৫১০ জন	৮ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পদুয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৭৮৩ জন	৮ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উত্তর পদুয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৫১৪ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফরিয়াদের কুল সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৪২৫ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	তেওয়ারীখিল সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৩৩১ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাগমুয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৪৯৬ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ধুলিবিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৩৬৩ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	আধার মানিক সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	২৮৯ জন	৪ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চান্দা সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৩২১ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	জঙ্গল পদুয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	৩৫৪ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পদুয়া নাওয়াঘাট সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	২৩৪ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পদুয়া ওয়ার্ড বাড়ী সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	২৯৪ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	গৌড়স্থান সরকারী প্রাঃবিঃ	পুটি বিলা	৫৬৩ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পুটিবিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	পুটি বিলা	৩৯৫ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পূর্ব পুটি বিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	পুটি বিলা	৬৩০ জন	৮ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চুনতি হাকিমিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	৮১৩ জন	৯ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চুনতি সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	৫২৮ জন	৮ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	৪৭ নং নাদিম সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	৩৫০ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	সাতঘর সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	৫১১ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	ফারাংগা সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	৫০৩ জন	৬ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/ বেসরকারী/রেজি.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নারিশ্চা সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	৩৫৮ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চরম্বা সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৫৩১ জন	৭ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বাইয়ার পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৩৫৪ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	কুমার পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৫১৪ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মাইজবিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৪০৯ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	চরম্বা মজিদের পাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৩২০ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	বিবিবিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৩১৯ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	নোয়ারবিল সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৫১২ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রাজঘাটা সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	৩০৯ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	পদ্মশিথিল সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	২৫৩ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	লোহাগাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	৪৮০ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	উজির ভিটা সরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	৩৯৩ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	মধ্য লোহাগাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	৩৬৮ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	দঃসুখছড়ি শাহ সাহেব সরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	৩২১ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	সরকারী	রাজ্জাক চৌধুরী সরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	৩২৫ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	বেঃপ্রাঃবিঃ	বেগম জেবুন্নেছা বেসরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	৩২৪ জন	৬ জন
প্রাঃবিঃ	বেঃপ্রাঃবিঃ	হাজি শামসুল ইসলাম বেসরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	২১৪ জন	৫ জন
প্রাঃবিঃ	বেঃপ্রাঃবিঃ	মোস্তাফা বেগম বেসরকারী প্রাঃবিঃ	লোহাগাড়া	২১৯ জন	৪ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা	চুনতি	৭৩৯ জন	১৮
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	আধুনগর	৯২৫ জন	২০ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্রাসা	আধুনগর	৭৩৫ জন	১৩ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বড়হাতিয়া এশাখাতুন উলুম ফাজিল মাদ্রাসা	বড়হাতিয়া	৮৯০ জন	১৯ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	বড়হাতিয়া পুকুরিয়া শিাকাতুল উলুম মাদ্রাসা	বড়হাতিয়া	৭৮৮ জন	১৩ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	নোয়ারবিলা কাদেরিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	চরম্বা	৭৯২ জন	১২ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	ফাতেমা বতুল মহিলা আলিম মাদ্রাসা	চরম্বা	৯৩৬ জন	১৬ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	চরম্বা জামউল উলুম ইসলামিয়া দাখিল	চরম্বা	৭৪৩ জন	১৩ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সরকারী/ বেসরকারী/রেজি.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক/ শিক্ষিকা
		মাদ্রাসা			
মাদ্রাসা	বেসরকারী	লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	লোহাগাড়া	৯০৬ জন	১৭ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	মিশকাতুন্নবী (সাঃ) দাখিল মাদ্রাসা	লোহাগাড়া	৭৬৯ জন	১২ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	আমিরাবাদ সুফিয়া কামিল মাদ্রাসা	আমিরাবাদ	১০৪০ জন	২১ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	সুখছগি রহমানিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	আমিরাবাদ	৮৩০ জন	১২ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	দক্ষিণ সুখছড়ি আব্দুল মালেক শাহ আম্বিয়া হোছাইনিয়া হাফেজুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা	আমিরাবাদ	৯৬৩ জন	১৮ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	পদুয়া আইনুল দারুচ্ছন্নাহ ফাজিল মাদ্রাসা	পদুয়া	১০৫৮ জন	২৩ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	পুটি বিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	পুটি বিলা	৮৯০ জন	১৯ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কলাউজান শাহ মশিদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	কলাউজান	৭৮৮ জন	১৭ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	কলাউজান দারুচ্ছন্নাহ আলিম মাদ্রাসা	কলাউজান	৮৬৮ জন	১৬ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা	কলাউজান	৬৫৩ জন	৮ জন
মাদ্রাসা	বেসরকারী	পশ্চিম কলাউজান খতিবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	কলাউজান	৯২২ জন	১২ জন

(ঙ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় জামায়েত স্থান (ঈদ গাঁহ মাঠ)

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দির/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান
১	বড়হাতিয়া	মসজিদ	বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মসজিদ-১৩টি। ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে -১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি মসজিদ রয়েছে।
	বড়হাতিয়া	ঈদগাঁহ মাঠ	বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ঈদগাঁহ মাঠ ১টি। ৪ নং ওয়ার্ডে হাদুর পাড়া ঈদগাঁহ মাঠ ।
	বড়হাতিয়া	মন্দির	বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট ৮ টি মন্দির । ১ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে মন্দির রয়েছে।
২	কলাউজান	মসজিদ	কলাউজান ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা প্রায়-৪৭টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ৬টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ৪টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৪টি মসজিদ রয়েছে।
	কলাউজান	মন্দির	কলাউজান ইউনিয়নে মোট মন্দির-১২টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে- ১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে- ২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১টি করে মন্দির রয়েছে।
	কলাউজান	ঈদগাঁহ মাঠ	কলাউজান ইউনিয়নে সরকারীভাবে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
৩	আমিরাবাদ	মসজিদ	আমিরাবাদ ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-৪৪টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি করে মসজিদ রয়েছে।
	আমিরাবাদ	মন্দির	আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট মন্দির-৭টি । । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৮ নং ওয়ার্ডে- ১টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি করে মন্দির রয়েছে।
	আমিরাবাদ	ঈদগাঁহ মাঠ	আমিরাবাদ ইউনিয়নে সরকারী ভাবে কোন ঈদগাহ মাঠ নেই।
৪	আধুনগর	মসজিদ	আধুনগর ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-৩২টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৬ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-৪টি করে মসজিদ রয়েছে।
	আধুনগর	মন্দির	আধুনগর ইউনিয়নে মোট মন্দির-৫টি । । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে- ১টি করে মন্দির রয়েছে।
	আধুনগর	ঈদগাঁহ মাঠ	আধুনগর ইউনিয়নে ১ টি ঈদগাহ মাঠ রয়েছে ।
৫	পদুয়া	মসজিদ	পদুয়া ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-৩২টি । ১ নং ওয়ার্ডে-১১টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৯ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৯টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১০টি করে মসজিদ রয়েছে।
		মন্দির	পদুয়া ইউনিয়নে মোট মন্দির-১২টি । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে- ২টি করে মন্দির রয়েছে।
		ঈদগাঁহ মাঠ	পদুয়া ইউনিয়নে ১ টি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ রয়েছে ।
৬	পুটি বিলা	মসজিদ	পুটি বিলা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-৪০টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-৩টি করে মসজিদ রয়েছে।
		মন্দির	পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট মন্দির-১০টি । । ১ নং ওয়ার্ডে-২টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩ট ও , ৬ নং করে মন্দির রয়েছে।
		ঈদগাঁহ মাঠ	পুটি বিলা ইউনিয়নে সরকারী ভাবে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
৭	চুনতি	মসজিদ	চুনতি ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-৩১টি । ১ নং ওয়ার্ডে-১১টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৯ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৯টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১০ টি করে মসজিদ রয়েছে।
		মন্দির	চুনতি ইউনিয়নে মোট মন্দির-৪টি । । ২ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৭ নংওয়ার্ডে ১টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে মন্দির রয়েছে।

ক্র. নং	ইউনিয়নের নাম	মসজিদ/মন্দির/ঈদগাঁহ	কোথায় অবস্থান
		ঈদগাঁহ মাঠ	চুনতি ইউনিয়নে সরকারী ভাবে কোন ঈদগাঁহ মাঠ নেই ।
৮	চরম্বা	মসজিদ	চরম্বা ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-২৮টি । ১ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৯ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৫টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৬টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৬ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-৭ টি করে মসজিদ রয়েছে।
		মন্দির	চরম্বা ইউনিয়নে মোট মন্দির-৫টি । । ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৬ নংওয়ার্ডে ১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি করে মন্দির রয়েছে।
		ঈদগাঁহ মাঠ	চরম্বা ইউনিয়নে ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি ঈদগাঁহ মাঠ রয়েছে ।
৯	লোহাগাড়া	মসজিদ	লোহাগাড়া ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা-৩২টি । ১ নং ওয়ার্ডে-১১টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৯ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১২টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৯টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে-১০টি করে মসজিদ রয়েছে।
		মন্দির	লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট মন্দির-৬টি । ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে মন্দির রয়েছে।
		ঈদগাঁহ মাঠ	লোহাগাড়া ইউনিয়নে ১ টি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ রয়েছে ।

(চ) স্বাস্থ্যসেবাঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-৯টি। এর মধ্যে উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- ১টি , ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র আছে-৮টি, কমিউনিটি ক্লিনিক-৬টি এবং ইউনিয়নে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আছে-৪টি। এগুলোতে মোট ডাক্তার আছে-১২ জন। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার ছাড়াও অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা গুলোতে ডাক্তার ও অন্যান্য স্টাফ পর্যাপ্ত নয় বিশেষ করে স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে। ফলে সেবার মান খুব একটা সন্তোষজনক নয় । দুর্যোগের সময় বৃদ্ধ ও গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া অতিব জরুরী কিন্তু প্রয়োজন মাফিক ডাক্তার ও নার্স না থাকায় চিকিৎসা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে । তাই স্বাভাবিক ও দুর্যোগের সময় প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান ডাক্তার, নার্স ও ঔষধপত্র মজুত থাকা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	অবস্থান	প্রতিটি কেন্দ্রে ডাক্তার সংখ্যা	প্রতিটি কেন্দ্রের নার্সের সংখ্যা	সেবার মান
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	বড়হাতিয়া	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	কলাউজান	১ জন	নাই	খুব ভাল নয়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	আমিরাবাদ	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	আধুনগর	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	পদুয়া	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	পুটি বিলা	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	চুনতি	১ জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	চরম্বা	১জন	নাই	ভাল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	লোহাগাড়া	১জন	নাই	ভাল

দুর্যোগের সময় স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র গুলির স্বাস্থ্য সেবার মান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণঃ দুর্যোগের সময় প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমান ডাক্তার ও নার্স ও ঔষধপত্র মজুত থাকে না বিধায় দুর্যোগের সময় বৃদ্ধ ও গর্ভবতী মহিলাদের বিশেষ নজর দেয়া অতিব জরুরী কিন্তু প্রয়োজন মাফিক ডাক্তার ও নার্স না থাকায় চিকিৎসা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে । তাই উক্ত বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে নজর দেয়ার জন্য অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্রে ডাক্তার ও নার্স পর্যাপ্ত পরিমান রাখা অত্যন্ত জরুরী ।

(ছ) ব্যাংক/পোষ্ট অফিসঃ

ইউনিয়ন ওয়ারী বিভিন্ন ব্যাংক/পোষ্ট অফিসের তালিকা সংগ্রহ করণঃ

ব্যাংকের তালিকাঃ

ক্র.নং	ইউনিয়ন	ব্যাংকের নাম
১	বড়হাতিয়া	কোন ব্যাংক নেই
২	কলাউজান	১) ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ ও ২) গ্রামীন ব্যাংক লিঃ
৩	আমিরাবাদ	১) পূবালী ব্যাংক লি. ২) যমুনা ব্যাংক লি. ৩) সোসাল ইসলামী ব্যাংক লি. ৪) অগ্রনী ব্যাংক লি. ৫) রুপালী ব্যাংক লিঃ ৬) ওয়ান ব্যাংক লিঃ ৭) সিটি ব্যাংক লিঃ ৮) ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ ও ৯) সাউথইষ্ট ব্যাংক লিঃ
৪	আধুনগর	আধুনগর ইউনিয়নে কোন ব্যাংক নেই
৫	পদুয়া	১) গ্রামীন ব্যাংক লি. ২) পূবালী ব্যাংক লি. ৩) জনতা ব্যাংক লি. ৪) আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ
৬	পুটি বিলা	১) গ্রামীন ব্যাংক লি.
৭	চুনতি	কোন ব্যাংক নেই
৮	চরম্বা	কোন ব্যাংক নেই
৯	লোহাগাড়া	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, গ্রামীন ব্যাংক লিঃ ও সোনালী ব্যাংক লিঃ

পোষ্ট অফিসের তালিকাঃ

ক্র.নং	ইউনিয়ন	পোস্ট অফিসের নাম
১	বড়হাতিয়া	ভবানীপুর পোস্ট অফিস
২	কলাউজান	হিন্দুর হাট পোস্ট অফিস ও কানুরাম বাজার পোষ্ট অফিস
৩	আমিরাবাদ	সুখছড়ি পোস্ট অফিস, মাষ্টার হাট পোষ্ট অফিস ও জয়নাব ফকির একাডেমি পোষ্ট অফিস
৪	আধুনগর	আধুনগর পোষ্ট অফিস
৫	পদুয়া	পদুয়া পোস্ট অফিস
৬	পুটি বিলা	আমদুর হাট পোস্ট অফিস
৭	চুনতি	চুনতি পোস্ট অফিস
৮	চরম্বা	চরম্বা পোস্ট অফিস
৯	লোহাগাড়া	লোহাগাড়া পোস্ট অফিস

(জ) ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রঃ

ইউনিয়ন ওয়ারী ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তালিকা সংগ্রহ সহ সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা তার বিবরণঃ

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা
১	বড়হাতিয়া	উত্তর বড়হাতিয়া ইলেভেন স্টার ক্লাব	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহায়তা করে থাকে ।
		বিজিএস ফেন্ডস ক্লাব	
		মাইজ পাড়া যুব ঐক্য পরিষদ	
		বড়হাতিয়া আদর্শ ইয়ং জেনারেশন সংঘ	
		ইয়ং জেনারেশন সোসাইটি	
		বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংঘ	
২	কলাউজান	উত্তর কলাউজান ফাইভ ষ্টার সংঘ	
		পূর্ব কলাউজান নওজোয়ান ক্রিয়া সংঘ	
৩	আমিরাবাদ	রাসেল স্মৃতি সংসদ	
		চিরাতুল মোস্তাকি সংঘ	
		ইসলামি দিশারি সংঘ	
		আমিরাবাদ সুখছড়ি নবীন সংঘ	
৪	আধুনগর	আধুনগর সাংস্কৃতিক সংঘ	
৫	পদুয়া	সমাজ কল্যান পরিষদ	
		তেয়ারীখিল আদর্শ সমাজ সেবা সংঘ	
		বেপারী পাড়া প্রশমন সংঘ	
		পানজীরী ইসলামী ঐক্য পরিষদ	
		বাসুদেব একতা সংঘ	
৬	পুটি বিলা	ফুলকুঁড়ি আসর সংঘ	
৭	চুনতি	চুনতি ক্রিয়া সংঘ	
		রাসেল স্মৃতি সংঘ	
৮	চরম্বা	চরম্বা সমাজ কল্যান সংঘ	
৯	লোহাগাড়া	লোহাগাড়া শিক্ষা সামাজিক উন্নয়ন সংঘ	
		সূর্য্য তরুন সংঘ	

(ঝ) এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহঃ

ক্র. নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১	পিপিএস	সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩২৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
২	ওয়েব	স্বাস্থ্য , ক্ষুদ্র ঋণ	২৬৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৩	গ্রামীন শক্তি	সৌর বিদুৎ , ক্ষুদ্র ঋণ	২৭০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৪	মা ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্র ঋণ	১৯৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৫	ওডেব	স্বাস্থ্য ,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩১৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৬	ব্ল্যাস্ট	আইনি সহায়তা,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৪১৭ জন	৫ বছর মেয়াদী
৭	সিএমইএস	ক্ষুদ্র ঋণ	১৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৮	কোডেক	শিক্ষা, আইনি সহায়তা,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৪৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৯	আশা	শিক্ষা,ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৪১০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১০	ব্র্যাক	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা,ঝুকি হ্রাস, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৮৭০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১১	মমতা	স্বাস্থ,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১২	পল্লী প্রগতি	সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	২৭০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৩	পিসিএ	সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩১০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৪	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ	৬২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৫	টিএমএসএস	ক্ষুদ্র ঋণ	১৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৬	বুরো বাংলাদেশ	শিক্ষা, আইনি সহায়তা,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৪৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৭	ওয়ার্ল্ড ভিশন	শিক্ষা,ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৩২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৮	উদ্দিপন	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা,ঝুকি হ্রাস, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৪৩৮জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৯	কারিতাস	স্বাস্থ,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৪৫৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান

(ঞ) খেলার মাঠঃ

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	খেলার মাঠের অবস্থান	দুর্যোগের সময় কি কি কাজে লাগে
১	বড়হাতিয়া	মগদিঘীর পার খেলার মাঠ, পাঁচ কুনিয়া খেলার মাঠ, বড়হাতিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ও সেনের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	গবাদী পশু ও মানুষ আশ্রয় এর কাজে লাগে।
২	কলাউজান	কলাউজান ঘোষচন্দ স্কুলের মাঠ, বাংলা বাজার হাই স্কুলের মাঠ ও ইয়াকুব বজলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	ঐ
৩	আমিরাবাদ	বার আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠ ও গোলাম বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	ঐ
৪	আধুনগর	আধুনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ও রশিদের গোনা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ	ঐ
৫	পদুয়া	পদুয়া এসইএম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ, পদুয়া মডেল সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের মাঠ, আলী শিকদার পাড়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ও আধার মানিক সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ	ঐ
৬	পুটি বিলা	গোরস্থান আজু শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ, পুটি বিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ও হামেদিয়া ফাজিল মাদ্রাসার মাঠ	ঐ
৭	চুনতি	চুনতি সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ	ঐ
৮	চরম্বা	চরম্বা সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের মাঠ, কুমার পাড়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের মাঠ	ঐ
৯	লোহাগাড়া	লোহাগাড়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের মাঠ	ঐ

(ট) কবরস্থান/শ্মশানঘাটঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে বড়/ছোট মিলিয়ে মোট কবরস্থান প্রায় ৩২৯ টি । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ছোট বড়/উল্লেখযোগ্য কবরস্থানগুলির তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. বড়হাতিয়া ইউনিয়নঃ এই ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-২২টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি।

২. কলাউজান ইউনিয়নঃ কলাউজান ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৫৫টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ৬ নংওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৯ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৭টি করে কবরস্থান রয়েছে।

৩. আমিরাবাদ ইউনিয়নঃ আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৬০টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৭টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ৬ নংওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৯ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৭টি করে কবরস্থান রয়েছে।

৪. আধুনগর ইউনিয়নঃ আধুনগর ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৫২টি, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ৬ নংওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৯ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৭টি করে কবরস্থান রয়েছে।

৫. পদুয়া ইউনিয়নঃ পদুয়া ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৪৮টি, যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ৬ নংওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৯ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি করে কবরস্থান রয়েছে।

৬. পুটি বিলা ইউনিয়নঃ পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৬০টি, যথা যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৯টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৬টি, ৬ নংওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৯ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি করে কবরস্থান রয়েছে।

৭. চুনতি ইউনিয়নঃ চুনতি ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৪১, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৮টি, ৬ নংওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি করে কবরস্থান রয়েছে।

৮. চরম্বা ইউনিয়নঃ চরম্বা ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-৩১, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৫টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৬টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪টি, ৬ নংওয়ার্ডে ৭ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৫ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৫টি করে কবরস্থান রয়েছে।

৯. লোহাগাড়া ইউনিয়নঃ লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট কবরস্থান-২৮, যথা ১ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৪টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩টি, ৬ নংওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২টি করে কবরস্থান রয়েছে।

(ট) শ্মশানঘাটঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-২৫ টি। এছাড়াও ছোট ছোট পারিবারিভাবে ও মন্দিরের পাশে শস্মানঘাট রয়েছে। উল্লেখিত শস্মানঘাটগুলির ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. বড়হাতিয়া ইউনিয়নঃবড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-৩টি। যথা, ৫ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২টি শ্মশান ঘাট রয়েছে।

২. কলাউজান ইউনিয়নঃ কলাউজান ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-৩টি। যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৩. আমিরাবাদ ইউনিয়নঃ আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-৩টি। যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ২ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৪. আধুনগর ইউনিয়নঃ আধুনগর ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-২টি। যথা, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৫ নং ওয়ার্ডে ১টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৫. পদুয়া ইউনিয়নঃ পদুয়া ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-৫টি। যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৬. পুটি বিলা ইউনিয়নঃ পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-৪টি। যথা, ৩ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৭. চুনতি ইউনিয়নঃ চুনতি ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-২টি। যথা, ২ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৮. চরম্বা ইউনিয়নঃ চরম্বা ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-৩টি। যথা, ১ নং ওয়ার্ডে-১টি, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

৯. লোহাগাড়া ইউনিয়নঃ লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট শ্মশানঘাট রয়েছে-২টি। যথা, ৪ নং ওয়ার্ডে-১টি ও ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি করে শ্মশান ঘাট রয়েছে।

(ঠ) যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

উপজেলা হতে জেলার সাথে উন্নত মানের সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। এই রাস্তাটি চট্রগ্রাম রাংগামাটি ও চট্রগ্রাম খাগড়াছড়ি মুল সড়ক যা চট্রগ্রাম শহর থেকে ২০ কি: মি: উত্তরে অবস্থিত । এই রাস্তায় জনপরিবহন ও বেসরকারী পরিবহনের ভাল বাস সার্ভিস রয়েছে। তাছাড়া সিএনজি, মাইক্রোবাস, বাস, ট্রাক এবং রেল লাইন দ্বারাও উপজেলা সংযুক্ত । উপজেলায় কত ধরণের যানবাহন আছে, তার তালিকা প্রণয়নঃ রিক্সা প্রায় ২ ৯৭০ টি, সিএনজি প্রায় ৪১৪টি, ভ্যান প্রায় ২৯৮টি, বাইসাইকেল ১৩৪৬ ও মাইক্রোবাস প্রায় ১৩৮ টি ।

(ড) বন ও বনায়নঃ

চট্টগ্রাম জেলায় পাহাড়ী বনাঞ্চর রয়েছে প্রায় ৩৭৯৩০ একর। এর মধ্যে লোহাগাড়া উপজেলায় ৮টি ইউনিয়নে প্রায় ৮৩৪৪ একর বনাঞ্চল রয়েছে। এ উপজেলায় অনেক এলাকায় বনায়নের বিস্তার লক্ষ করা যায় । কিন্তু বতর্মানে মানবসৃষ্ট কারণ ও প্রাকৃতিক বিরুপতার কারণে এলাকায় কিছু বনায়ন অঞ্চল বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে পাহাড়ী বনাঞ্চল ছাড়াও এলাকায় বাঁধ/রাস্তার দুই পাশ দিয়ে সামাজিক বনায়ন রয়েছে। উল্লেখিত বনাঞ্চলে যে সকল গাছ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হলঃ গড়ান, আকাশ মনি, সেগুন, চাম্বল, রেন্ডী কড়ই, ইপিলইপিল, গর্জন, গামারী, নীম, জাম, আম, কাঠাল, আমরা, লেবু, পেয়ারা, আনারস, বাঁশ ও রাবার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের গাছ । এছাড়াও বসতবাড়ীতে কিছু গাছপালা দেখা যায় ।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

(ক) লোহাগাড়া উপজেলায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমান প্রায় একই । গত ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ৪, ৮, ৭, ৮.৫ এবং ৮.৫ মিঃমিঃ এর অধিক । কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার মাধমে জানা প্রয়োজন । বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার কারণে উৎপাদন ব্যয় বেশী হচ্ছে এবং উৎপাদনের পরিমান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে । সেই সাথে ফসলের রোগবালাই ও পোকার আক্রমনও অনেক বেশী হচ্ছে । অসময়ে বৃষ্টিপাত এর ফলে ফসল ও চাষাবাদ এ ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হচ্ছে এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ।

(খ) তাপমাত্রাঃ

লোহাগাড়া উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকা না হলেও কিছু কিছু ইউনিয়নগুলো পাহাড় অধ্যুসিত এবং স্থানীয়ভাবে গাছপালা কেটে ফেলার কারনে গাছপালা কমে যাওয়ায় এ এলাকায় তাপদাহের পরিমান দিন দিন বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে । এ অঞ্চলের বর্তমানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১.৫ ডিঃসেঃ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.৫ ডিঃসেঃ । বর্ষাকালে এই উপজেলায় গড় তাপমাত্রা থাকে ২৫.০ ডিঃ সেঃ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে, তবে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, এ তাপমাত্রা ক্রমশ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিশেষ করে গত ১০ বছরের গড় তাপমাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে । তাপমাত্রা অধিকতর অনুভূত হওয়ায়র অন্যতম কারণ হল বাতাসে আদ্রতার পরিমান বেড়ে যাওয়া । তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি চাষাবাদ প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে । এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকির পরিমান আরো বাড়বে । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয় । এ অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল ও মে মাসে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়, ফলে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা অনেকাংশ কমে যাচ্ছে । ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য এটি খুবই হুমকি স্বরুপ ।

(গ) ভূ-গর্ভস্থ স্তরঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে ২০০৩ সালে এই পানির স্তর গভীর নলকুপে ২৯০-৩০০ ফুট, অগভীর নলকুপে ১০০-১৫০ ফুট। ২০১৩ সালে গভীর নলকুপে ৫৮০-৫৯০ ফুট, অগভীর নলকুপে ১৬০-১৭০ ফুট । মে মাসে এই পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর দিন দিন কমে যাওয়ায় সুপেয় পানির প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ।

১.৪.৪ অন্যান্য

(ক) ভূমি ও ভূমির ব্যবহারঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট ভূমির পরিমান প্রায়ঃ ৩৯৫৪৫ একর । এক ফসলী জমির পরিমান ২৫৩৭৫ একর, দু'ফসলী ১১২২০ একর ও তিন ফসলী ২৯৫০ একর । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক ফসলি জমির তথ্যাবলী প্রদান করা হল।

- বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪০০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ২৫০০ একর, দু'ফসলী প্রায় ১০০০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৫০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- কলাউজান ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫৭০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৩২০০ একর, দু'ফসলী প্রায় ১০০০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ১৫০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭০০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৫০০০ একর, দু'ফসলী প্রায় ২০০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- আধুনগর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৩৭০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ২১০০ একর, দু'ফসলী প্রায় ১৩২০ একর ও তিন ফসলী প্রায় ৯৫০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- পদুয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৫০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী প্রায় ৩০০০ একর ও দু'ফসলী প্রায় ১৫০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭২৫ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমি প্রায় ৩৭২৫ একর ও দু'ফসলী জমি প্রায় ১০০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- চুনতি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪০৫০ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমি প্রায় ২৭৫০ একর ও দু'ফসলী জমি প্রায় ১৩০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- চরম্বা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৫০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমি প্রায় ২৫০০ একর ও দু'ফসলী জমি প্রায় ১০০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

- লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫২০০ একর এর মধ্যে এক ফসলী জমি প্রায় ৩১০০ একর ও দু'ফসলী জমি প্রায় ২১০০ একর জমি চাষাবাদ হয় ।

(খ) কৃষি ও খাদ্যঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় প্রধান অর্থকরী ফসল ধান, ও মাছ। এছাড়া আলু, ডাল, আখ, ভূট্টা, তরমুজ, পাহাড়ী পেয়ারা ,আনারস, বাঙ্গী, পেপে, জাম, আম, পাহাড়ী কাঁঠাল ইত্যাদি এলাকায় অর্থকারী ফসল হিসাবে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ী এলাকায় ও সমতল এলাকায় প্রচুর পরিমানে শাকসবজি উৎপাদিত হয়, যেমন: ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাকরোল, বরবটি, বেগুন, মিষ্টিকুমরা, পানিকুমরা ,ঢেরস, মুলা, মরিচ, গাজর, টমেটো, খিরা, শসা, করলা, পুইশাক, লালশাক, কচুশাক ইত্যাদি। লোহাগাড়া উপজেলায় ৮টি ইউনিয়নে উৎপাদিত মোট ফসলের পরিমান ৪১৪৬০ মেঃটন। এ উপজেলায় প্রধান খাদ্য সমূহ হলো ভাত, মাছ, ডাল, রুটি এবং এখানকার স্থানীয় লোকজনের খাদ্যাভাস হল, সকালে ১ বার , দুপরে ১ বার, ও রাতে ১ বার । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক উৎপাদিত ফসলের পরিমান দেখানো হল।

- বড়হাতিয়া ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১১২০০ মেঃটন।

- কলাউজান ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২০৬০০ মেঃটন।

- আমিরাবাদ ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ২৫২০০ মেঃটন।

- আধুনগর ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৪৯০ মেঃটন।

- পদুয়া ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৭৬০ মেঃটন।

- পুটি বিলা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৮০০ মেঃটন।

- চুনতি ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১২০০ মেঃটন।

- চরম্বা ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৮৭০ মেঃটন।

- লোহাগাড়া ইউনিয়নে বাৎসরিক উৎপাদিন ধান, মাছ, আলু, পাহাড়ী পেয়ারা , আনারস, পেপে, আম, পাহাড়ী বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ফল মুলের পরিমান আনুমানিক প্রায় ১৫৪০ মেঃটন।

খ.৩ ক্ষয়ক্ষতির তথ্যঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ফসলি জমির ইউনিয়ন ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেখানো হল।

- বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১২০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- কলাউজান ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৫৭০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৬৫০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৭০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ২৩৫০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- আধুনগর ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৩৭০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৫০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- পদুয়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৭৯০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪৭২৫ একর এর মধ্যে প্রায় ১৩৩০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- চুনতি ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৪০৫০ একর এর মধ্যে প্রায় ১১২০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- চরম্বা ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩৫০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১৪৩০ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

- লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট ফসলী জমির পরিমান প্রায়-৩০০০ একর এর মধ্যে প্রায় ১২৮৫ একর জমির ফসল বন্যা, কাল বৈশাখী ঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন আপদ এর মাধ্যমে ক্ষতি হয় ।

(গ) নদীঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় টংকাবতী ও হাঙ্গার নদী প্রবাহিত হয়েছে।

(ঘ) পুকুরঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯ টি ইউনিয়নে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২৭৩ টি । এছাড়াও পারিবারিকভাবে বেশ কিছু ছোট ছোট পুকুর রয়েছে। এলাকায় সাধারনত পুকুরে মাছ চাষ করা হয় । লোকজন গোসল করে থাকে, লোকজন কাপড় ধোওয়ায় পুকুরের পানি ব্যবহার করে । অনেক সময় পুকুরের পানি দিয়ে সবজী চাষের কাজ করে।

- বড়হাতিয়া ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২৭ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২০ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৮টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১০টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১৫টি ।

- কলাউজান ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১১৪ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৬ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১৪ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৯ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১১টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৩ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১২টি।

- আমিরাবাদ ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৩৩ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১২টি

- আধুনগর ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২২০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৭ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২২টি।

- পদুয়া ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২১২ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২৫ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১৯ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২২টি।

- পুটি বিলা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৩০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-২৫ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-২২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-২৫টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-২৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-২৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-২৪ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-২২টি।

- চুনতি ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২২ টি । ১ নং ওয়ার্ড-১৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-১৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-১৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-১৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-১৬ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-১৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-১২টি।

- চরম্বা ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ২৭৫ টি । ১ ১ নং ওয়ার্ড-২২ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৩১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৩০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-২৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩২টি।

- লোহাগাড়া ইউনিয়নটিতে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩২০ টি । ১ নং ওয়ার্ড-৩২ টি, ২ নং ওয়ার্ডে-৩২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে-৩৩ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে-৩৩টি, ৫ নং ওয়ার্ডে-৪১ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে-৩৫ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে-৪০ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে-৩৫টি এবং ৯ নং ওয়ার্ডে-৩২টি।

(ঙ) খালঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট ৩১ টি খাল রয়েছে, যাহা ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট ২ টি খাল রয়েছে । ১টি থমহম খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৪.৫ কিঃমিঃ । ১ টি কালার খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৭ ও ৮ ৯ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ২ কিঃমিঃ ।

- কলাউজান ইউনিয়নে মোট ২ টি খাল রয়েছে । ১টি বোয়ালিয়া খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১, ২ ও ৫ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ । ১টি কমলা জিরি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৮ কিঃমিঃ ।

- আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট ৬ টি খাল রয়েছে । ১) টংগাবতি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৮ কিঃমিঃ । ২) ডলু খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ২, ৪ ও ৮ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায়৪৮ কিঃমিঃ। ৩) বোয়ালিয়া খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১, ৩, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ১০ কিঃমিঃ। ৪) বাইখাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪, ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ । ৫) কাটাখালী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ। ৬) গুল্লাছড়ি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৬, ও ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ।

- আধুনগর ইউনিয়নে মোট ৪ টি খাল রয়েছে । ১) হাতিমার খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ । ২) ডলু খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ২, ৪ ও ৮ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৮ কিঃমিঃ। ৩) কোল পাকলি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ। ৪) জুরী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত যা লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ ।

- পদুয়া ইউনিয়নে মোট ৪ টি খাল রয়েছে । ১) টংগাবতী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৫ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ১ কিঃমিঃ । ২) হাঙ্গার খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১, ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৯ কিঃমিঃ।

- পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট ৪ টি খাল রয়েছে । ১) সুখছড়ি খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ১, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ১৪ কিঃমিঃ । ২) সরই খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ১২ কিঃমিঃ। ৩) কলো খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৯ নয় ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ। ৪) আন্দারী খাল নামে পরিচিত, অবস্থান ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে এবং লম্বা প্রায় ৮ কিঃমিঃ ।

- চুনতি ইউনিয়নে মোট ৪ টি খাল রয়েছে । ১) ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এবং লম্বা প্রায় ৫ কিঃমিঃ । ২) ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এবং লম্বা প্রায় ৪.৫ কিঃমিঃ।

- চরম্বা ইউনিয়নে মোট ৪টি খাল রয়েছে । ১) ২, ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডে হাঙ্গার খাল অবস্থিত এবং লম্বা প্রায় ৪ কিঃমিঃ । ২) ৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে আতিয়ার খাল অবস্থিত এবং লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ, চাম্বি খাল ও জামছাড় খাল রয়েছে যা লম্বা প্রায় ৩ কিঃমিঃ ।

- লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোট ৩টি খাল রয়েছে । ১) ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে চাম্বি খাল অবস্থিত । ২) ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে হাতিয়ার খাল অবস্থিত ও ৩) ১, ২, ৩, ৫ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বাতার খাল অবস্থিত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাসঃ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাটি দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে একটি । প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন হয় এই উপজেলাটি। পাহাড়ী ঢল, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, খরা, শৈত্য প্রবাহ, হাতির আক্রমনসহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় । ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৭ ও ২০০৭ সালে লোহাগাড়া উপজেলার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, কালবৈশাখী ঝড় প্রবল গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল । এই ঝড়ে পৌরসভাসহ সকল ইউনিয়নই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধন হয়েছিল । জলোচ্ছাসের গতি বেগ ছিল ঘন্টায় ২২০-২৪০ কিঃমিঃ । এই ঝড়ে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অনেক লোক মরা গিয়েছিল এবং কৃষি, মৎস্য, পশু-পাখি, গাছ-পালা,পয়নিস্কাশন এবং অবকাঠামোর ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল । এসময় সরকারী, বেসরকারী, বিদেশী বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান সহযোগীতায় এগিয়ে এসেছিল । তাছাড়া এলাকায় উদ্ধার কাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, শুকনা খাবার বিতরণ, পুর্ণবাসন ও অন্যান্য সহযোগীতা সহ আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছিল ।

২০১২ সালে এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলা প্রবাহিত হয়েছিল । এই ঝড়ে এলাকায় লোকজন মারা না গেলেও ফসলি জমির সিংহ ভাগ ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল । এছাড়া এলাকায় কাঁচা ঘরবাড়ি, দোকানপাট, গাছপালা, গবাদি পশু, অবকাঠামো, পুকুর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ।

২০১৩ সালে এই উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় মহাসেন আংশিকভাবে আঘাত করেছিল । এই ঝড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতি না হলেও কিছু কিছু এলাকায় আংশিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল ।

দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাত সমূহ

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
১. পাহাড়ী ঢল	প্রতি বছর	বেশী	কৃষি ফসল, মানব সম্পদ, গবাদিপশু,মৎস্য ও অবকাঠামো
২. বন্যা	প্রতি বছর	বেশী	কৃষি ফসল, ঘর-বাড়ী, মাছ, গবাদি পশু,রাস্থাঘাট,মানব সম্পদ
৩. নদী ভাঙ্গন	প্রতি বছর	বেশী	কৃষি জমি/ফসল,ঘরবাড়ি, রাস্থাঘাট
৪. কাল বৈশাখী ঝড়	প্রতিনিয়ত	বেশী	কৃষি ফসল,মৎস্য,গবাদীপশু,ঘরবাড়ী,গাছপালা
৫.খরা	প্রতিনিয়ত	বেশী	কৃষিখাত, মৎসখাত,স্বাস্থ্য
৬. জলাবদ্ধতা	প্রতি বছর	বেশী	কৃষিখাত, মানবদেহের ক্ষতি,ফলজ গাছপালার ক্ষতি,চারা গাছের ক্ষতি
৭.লবনাক্ততা	প্রতি বছর	অল্প	কৃষি ফসলের ক্ষতি,ক্ষতি,গাছপালার ক্ষতি,মৎস্য,গবাদীপশুর ক্ষতি,খাবার পানির অভাব
৮.আর্সেনিক দূষণ	প্রতিনিয়ত	অল্প	সুপেয় খাবার পানির অভাব,মানব দেহের ক্ষতি

২.২ উপজেলার আপদ সমূহ চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকারকরণঃ

ক্র.নং	দুর্যোগের নাম	ক্র.নং	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূর্যোগ
১	নদীভাঙ্গন	১	বন্যা
২	বন্যা	২	পাহাড়ী ঢল
৩	খরা	৩	কাল বৈশাখী ঝড়
৪	কালবৈশাখী	৪	নদী ভাঙ্গন
৫	পাহাড়ী ঢল	৫	অতিবৃষ্টি/খরা
৬	জলাবদ্ধতা	৬	জলাবদ্ধতা

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বর্ননাঃ

১. বন্যাঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়ে থাকে । এই উপজেলায় বন্যায় প্রায় ২০০-২৫০ টি ঘরবাড়ি, প্রায় ৬৭৫০ একর ফসলী জমি, প্রায় ২২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, প্রায় ২৮০ টি নলকুপ, প্রায় ১৫০ টি পুকুরের মাছ প্লাবিত হয়ে ব্যাপক পরিমান ক্ষতি হয়ে থাকে । এছাড়াও গবাদি পশূসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । অদূর ভবিষ্যতে বন্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন না করলে বিশাল জলরাশি/বন্যা দ্বারা লোহাগাড়া উপজেলায় অপরিসীম ক্ষতির সম্মুখিন হবে ।

২. পাহাড়ী ঢলঃ

লোহাগাড়া উপজেলাটি পাহাড় বেষ্টিত এলাকা হিসাবে পরিচিত । লোহাগাড়া প্রায় সকল ইউনিয়নেই পাহাড় রয়েছে । লোহাগাড়া উপজেলায় ৮টি ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ৫,৮৯০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির ক্ষতি, প্রায় ৩৮৮৪ টি কাঁচা পায়খানা, প্রায় ৩৫টি কবর স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রায় ৮টি মসজিদের ক্ষতি হয়, প্রায় ৬৭৫টি নলকুপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রায় ৪,২৭০ একর ফসলি জমির ফসলের ক্ষতি, প্রায় ২৫,৬০০ টি গাছ-পালার ক্ষতি, প্রায় ১২৫ কি: মি: কাঁচা রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে । এমনকি অতিবৃষ্টি কালিন সময়ে পাহাড় ধ্বসে গিয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই সরকারী/বেসরকারী ভাবে অতিবৃষ্টিকালীন সময়ের পূর্বেই অন্য স্থানে মানুষজনের জন্য পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করতে না পারলে পাহাড় ধ্বসে ক্ষতির পরিমান আরো তীব্র আকার ধারণ করতে পারে ।

৩. কালবৈশাখীঃ

সাধারনত বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসের দিকে এই উপজেলায় কাল বৈশাখী ঝড় দেখা যায় । তাতে প্রতি বছর প্রায় ১১০-১৫০ টি ঘরবাড়ী আংশিক এবং ৫০ থেকে ১০০ টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় । আনুমানিক ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয় । প্রায় ২০০- ৩৫০ টি গুরু, ছাগল, হাঁসমুরগী মারা যায় । তাছাড়া প্রায় ৪০০ থেকে ৬০০ হেক্টর জমির রবি ফসল বিনষ্ট হয় । তাই কাল বৈশাখী ঝড় মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে কালা বৈশাখীর তান্ডবে সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিবে ।

৪. নদী ভাঙ্গনঃ

বর্ষা কালে প্রচুর পানি উজান থেকে নেমে আসায় এবং টংগাবতী নদীর উভয় পার্শ্বে ভূপ্রকৃতি বালুময় হওয়ায় মাঝারি থেকে তীব্র ভাংগের সম্মুখিন হয় । এই নদী ভাংগন বর্ষা কালে বেশী হয়ে থাকে । তবে ভাদ্র, আশ্বীন মাসেও অল্প কিছু কিছু এলাকায় নদী ভাংগন দখা দেয় । পূর্বে নদী ভাংগের তীব্রতা কম ছিল, বর্তমানে ভাংগনের তীব্রতা বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে ।

বর্ত্যমানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবহিত করা হলেও তাদের কোন রকম পদক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই । ভবিষ্যতে এই ইউনিয়ন গুলো নদী ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে বিশাল এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে ।

৫. অনাবৃষ্টি /খরাঃ

এই উপজেলায় টংগাবতী নদী আছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বর্ষা কালে প্রচুর বৃষ্টি হলে নদীর উভয় পাশ প্লাবিত হয়ে বর্ষা কালে প্রচুর পনি উজান থেকে নেমে আসে এবং তখন কোন প্রকার খরার সম্মুখিন হতে হয় না । বর্ষা মৌসুম ছাড়া শুস্ক মৌসুমে নদীতে পানি না থাকায় প্রচন্ড তাপদাহে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। লোহাগাড়া উপজেলার এই অনাবৃষ্টি/খরার কারণে ফসলী জমি বিনষ্ট হয়।

৬. জলাবদ্ধতাঃ

লোহাগাড়া উপজেলাটি টংগাবতী নদী নিকট বতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে থাকে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রাদূর্ভাব দেখা দেয় এবং এলাকায় প্রায় ৪৩০৫ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয়। জলবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করে ভবিষ্যতে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া জরুরী।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাঃ

(ক) বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যামান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করতে জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে।

(খ) সক্ষমতা বলতে প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ ইত্যাদি সমন্বয় সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থা সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবংদুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।

কোন কোন এলাকার কি কি কারণে কি ভাবে বিপদাপন্নতা পয়েন্ট আকারে নিম্নের ছকে দেখাতে হবেঃ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
১. বন্যা	• বন্যায় প্রতিবছর কমবেশী উপজেলার ৫-৬ টি ইউনিয়ন (চুনতি, আধুনগর, বড়হাতিয়া, কলাউজান, পুটিবিলা , আমিরাবাদ ও চরম্বা) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে যায়। • বাড়ীঘর ও লোকালয়ে পানি ঢুকে সম্পদের ক্ষতি করে। • রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্টান ও অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • নানাবিধ পানিবাহিত রোগের প্রার্দুভাব দেখা দেয়। • সুপেয় পানির উৎস বিনষ্ট হয়। • পুর্বদিকের পাহাড় থেকে নেমে আসা ৩ টি মুল নদীর নাব্যতা না থাকা এবং পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া। • কোন কোন জায়গায় বেড়ীবাধ না থাকা • কিছু জায়গায় বেড়ী বাঁধ থাকলেও তা মধ্যে মধ্যে ভেংগে যাওয়ায়। • বাঁধ নিয়মিত সংস্কার না করায়।	• বর্তমানে উপজেলার কিছু কিছু এলাকায় বালু তোলার অনুমতি দেয়ায় নাব্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। • নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ডেজিং করা • প্রয়োজনীয় মেরামত করে বেড়ীবাধ মজবুত ও উচু করা যায়। • নতুন করে বেড়ীবাধ নির্মান করা
২. পাহাড়ী ঢল	• পাহাড় থেকে ণির্ধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান না করা • ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মান করা • লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে সচেতন না থাকা • ঘরবাড়ি গুলি দূর্যোগ সহনশীল করে নির্মান না করা	• পাহাড় থেকে নির্ধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান • ঘরবাড়ি গুলি দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা • পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা। • ঘরবাড়ি পাহাড়ের পাদদেশে নির্মান না করা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
৩. কাল বৈশাখী ঝড়	• বড় বড় গাছপালা না থাকা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা • এলাকায় কাঁচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্বল ভাবে নির্মান • গবাদি পশুর আবাস্থল দুর্বল ভাবে নির্মান • প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর না থাকা • দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না করা	• প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা • দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা • বেশী পরিমানে গাছ রোপন করা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা রোপন করা • কাঁচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা • গবাদি পশূর আবাস্থল দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা
৪. নদীভাঙ্গন	• ইউনিয়নে বেড়ী বাঁধ না থাকা • বেড়ী বাধ নিয়মিত সংস্কার না করা। • নদীর পাড়গুলি ব্লক দিয়ে না আটকানো • নদীর ধারে ঘন বনায়ন না থাকা। • মাটি দো আশ ও পলি মাটি না হওয়া।	• উপকূলীয় এলাকায় নির্ধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান করা • বাঁধ মেরামতসহ বেশী করে গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে যা মাটিকে শক্ত করতে সাহায্য করবে • রাস্তার দুধারে গাছ রোপণ করা
৫. অনাবৃষ্টি/খরা	• পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকা ও নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন • পুকুর, খাল, বিল ভরাট হয়ে যাওয়া এবং পানির উৎসসমুহ নষ্ট করা • জনসংখ্যা দ্রত বৃদ্ধির ফলে অধিকহারে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার, পাহাড়ে অধিকহারে বসতবাড়ী নির্মানের ফলে বৃক্ষ শুন্য পাহাড়। চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকা • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিস্টেম ফিল্টার না থাকা	• বেশী পরিমানে গাছ-পালা রোপন ও বনায়ন সৃষ্টি করা • সরকারী/বেসরকারী ভাবে গভীর নলকুপ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা • খরা সহনশীল ফসলের চাষাবাদ করা • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারবেস্টিং সিস্টেম ফিল্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা
৬. জলাবদ্ধতা	• ভারি বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে • খাল ও ছড়া ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে • জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়	• দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা • খাল ও ছড়া খননের উদ্যোগ গ্রহন করা

বিপদাপন্নতাঃ- বিশেষ করে বন্যার সময় ব্যাপকহারে ফসলের ক্ষতি হয় । বন্যার সময় বয়স্ক, শিশু, গর্ভবতী ও প্রতিবন্ধি ঝুঁকিতে থাকে ইত্যাদি ।

সক্ষমতাঃ কোন ইউনিয়নে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নেই ।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকাঃ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
বন্যা	• বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ৬, ৭, ও ৯ নং ওয়ার্ড। • কলাউজান ইউনিয়নে ৩, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ড। • আমিরাবাদ ইউনিয়নে ২, ৪, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • আধুনগর ইউনিয়নে ১, ৩ ও ৬ নং ওয়ার্ড। • পদুয়া ইউনিয়নে ৫, ৬, ও ৭ নং ওয়ার্ড। • পুটি বিলা ইউনিয়নে ৩, ৪ ও ৮ নং ওয়ার্ড • চুনতি ইউনিয়নে ৩, ৪ ও ৮ নং ওয়ার্ড • চরম্বা ইউনিয়নে ৩, ৪ ও ৮ নং ওয়ার্ড	• নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা • চাহিদার তুলনায় কম ও দুর্বল বাঁধ • বাঁধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকা • দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ী নির্মান না করা	• পরিবার সংখ্যা প্রায় ৯৫৪০ পরিবার
পাহাড়ী ঢল	• বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড। • কলাউজান ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ নং ওয়ার্ড। • আমিরাবাদ ইউনিয়নে ১,২,৪,৯ নং ওয়ার্ড। • আধনগর ইউনিয়নে ১,২,৩,৯ নং ওয়ার্ডে। • পদুয়া ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ নং ওয়ার্ডে নং ওয়ার্ড। • পুটি বিলা ইউনিয়নে ১,২,৩,৫,৬,৭,৮ • চুনতি ইউনিয়নে ৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড। • চরম্বা ইউনিয়নে ২,৩,৪,৫ নং ওয়াড	• পাহাড় থেকে নির্ধারিত দূরত্বে ঘরবাড়ি নির্মান না করা • ঘরবাড়িগুলি পাহাড়ী পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মান করা • লোকজন পাহাড়ী ঢল সম্পর্কে সচেতন না থাকা • ঘরবাড়ি গুলি দূর্যোগ সহনশীল করে নির্মান না করা	• ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫৪৩৭ টি
কাল বৈশাখী ঝড়	• বড়হাতিয়া ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড। • কলাউজান ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড। • আমিরাবাদ ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড। • আধুনগর ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ডে। • পদুয়া ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ডে	• দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মান না করা • দুর্যোগ সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা • গাছ-পালা অতিমাত্রায় কেটে ফেলা • বসত-বাড়ীর চারপাশে ঝোঁপ-ঝাঁড় জাতীয় গাছপালা না থাকা • এলাকায় কাঁচা ল্যাট্রিনগুলো দুর্বল ভাবে নির্মান • গবাদি পশুর আবাস্থল দুর্বল ভাবে নির্মান • প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী/বেসরকারী	• ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১২৪৯৫

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	• পুটি বিলা ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড • চুনতি ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড • চরম্বা ইউনিয়নে সকল ওয়ার্ড	ভাবে আশ্রয় কেন্দ্রর পরিমান কম থাকা	
নদী ভাঙ্গন	• বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ নং ওয়ার্ড। • পদুয়া ইউনিয়নে ১,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড • পুটি বিলা ইউনিয়নে ১,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড • চুনতি ইউনিয়নে ১,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড • চরম্বা ইউনিয়নে ১,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড	• নদীর পাড়গুলি ব্লক দিয়ে না আটকানো • দুর্বল বাঁধ • নদীর ধারে ব্যাপকভাবে উপকূলীয় বনায়ন না থাকা • যেখানে বাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা	• ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪৬৯০ টি
অনাবৃষ্টি / খরা	• বড়হাতিয়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • কলাউজান ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • আমিরাবাদ ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • আধুনগর ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • পদুয়া ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • পুটি বিলা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • চুনতি ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড • চরম্বা ইউনিয়নে প্রায় সকল ওয়ার্ড	• পর্যাপ্ত পরিমানে গাছ-পালা ও বনায়ন না থাকা • চাষাবাদের জন্য গভীর নলকুপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকা • সুপেয় খাবার পানির জন্য রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং সিস্টেম ফিল্টার না থাকা • ফিল্টার না থাকা	• ক্ষতি গ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১০৩০০ টি
জলাবদ্ধতা	• বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ১,২,৩,৪ নং ওয়ার্ড। • কলাউজান ইউনিয়নে ৩,৪,৫,৬,৭ নং ওয়ার্ডে। • আমিরাবাদ ইউনিয়নে ১,২,৩,৬,৭,৮,৯নং ওয়ার্ডে নং ওয়ার্ড। • আধুনগর ইউনিয়নে ৪, ৫ ৭,৮ নং ওয়ার্ড • পদুয়া ইউনিয়নে ১,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড • পুটি বিলা ইউনিয়নে ১,২,৮,৯	• ভারি বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে • খাল গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে • জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়	• প্রায় ৪৩৯০ টি পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্নতা এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	নং ওয়ার্ড ● চুনতি ইউনিয়নে ১,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড ● চরম্বা ইউনিয়নে ১,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড		

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহঃ

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
১। কৃষি	● উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট কৃষি জমির পরিমান ৩৯৫৪৫ একর। এখানে প্রায় প্রতিনিয়তই পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ২২০০ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে ● এই উপজেলাতে ১৯৯১,১৯৯৭ সালের মত বন্যা/ জলোচ্ছাস হলে বা আঘত হানলে প্রায় ৩৯৫৪৫ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায় ২১৯০ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । ● এই উপজেলায় খাল/নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১০০০-১১০০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে । ● এই উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড় হলে এলাকায় প্রায় ২৩০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ● উপজেলাটি প্রায় প্রতি বছরেই খরার কবলে পড়ে থাকে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে প্রায় ১৪৫০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে । ● এই উপজেলায় প্রায় প্রতিবছর ভারি বর্ষনের ফলে জলাবদ্ধতা দেখা যায়। এখানে জলাবদ্ধতার ফলে প্রায় প্রতি বছর ২০৭০ একর ফসলি জমির জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।	● বেড়ীবাঁধ মেরামত করে শক্ত বা মজবুত করা ● পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা ● আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার ● জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা ● খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা ● খাড়া ধান গাছ গুলি মাটিতে চেপে দেয়ার ব্যবস্থা করা
২। মৎস্য সম্পদ	● লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২৭৩টি । এখানে ২০০৭ ও ২০১০ সালের মত পাহাড়ী ঢল ছোট বড় ২৯৪ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যেতে পারে। ● এই উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই কম বেশী বন্যা হয়ে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ৩৫০ টি পুকুরের মাছ বন্যায় ভেসে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে । ● নদী ভাঙ্গনে খাল/নদী সংলগ্ন হওয়ায় প্রায় ৬০-৭০ টি পুকুরের ক্ষতি হয়ে থাকে । ● এখোনে প্রায় প্রতিবছর অনাবৃষ্টি হয়ে থাকে। অনাবৃষ্টি/খরা	● পুকুরের গভীরতা বৃদ্ধি করা ● বাঁধ মেরামত ও মজবুত করতে হবে ● মৎস্য চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে ● তিন স্তর বিশিষ্ট মৎস চাষ করা ● বন্যার সময় জাল বেষ্টিত রাখা ● ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্য চাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা ● মাছের বাজার জাত উন্নতকরণ

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	হলে প্রায় ৬০-৬৫ টি পুকুরের মাছের ক্ষতি হয়ে থাকে ।	
৩। পশু সম্পদ	• লোহাগাড়া উপজেলায় বন্যা হলে ৫৪৩৮৬ টি গরুর মধ্যে প্রায় ১১২৭০টি গরু, ২০৪৩০ টি ছাগলের মধ্যে প্রায় ৯৪৩০ টি ছাগল, ১১০টি ভেড়ার মধ্যে ২৮টি ভেড়া, ১,৪৫,৩২৫টি মুরগীর মধ্যে ৫২৭১০ টি মুরগী, ১২৫২৬ টি হাঁসের মধ্যে প্রায় ২৯৭০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । • লোহাগাড়া উপজেলায় ১৯৯১, ১৯৯৭ সালের মত জলোচ্ছাস/কালবৈশাখী ঝড় হলে এলাকায় প্রায় ২৬০০ টি গরু, প্রায় ৩২১০ টি ছাগল, প্রায় ২৮ টি ভেড়া, প্রায় ৪৪৭৬০ টি মুরগী, প্রায় ১৮৭০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।	• মাটির কিল্লা নির্মান করা • সরকারী পতিত/খাস জমিতে গবাদি পশুর চারণ ভূমি তৈরী করা • আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখী চাষে উদ্বুদ্ধ করা • পশুর টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা • গবাদী পশুর আবাস্থল দুর্যোগ সহনশীল করে তৈরী করা • গবাদী পশুর রোগ ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা • গবাদী পশুর খাদ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা
৪। স্বাস্থ্য	• লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ইউনিয়নেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় বন্যা হলে এলাকায় আবর্জনা ও ডোবা/নিচু জমিতে কিছু পানি জমে থাকে এবং রোগ জীবানুর সৃস্টি হয়ে প্রায় ৭৫৪০ টি পরিবারের লোকজনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। • লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতিবছর খরা হয়ে থাকে। খরা হলে প্রায় ৭৫০০টি পরিবারে বিভিন্ন রোগে আকান্ত এবং প্রায় ১২৫০০টি পরিবারের সুপেয় খাবার পানির সমস্যা সৃস্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	• স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা • দুর্যোগে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিষয়ে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা • ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা • বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা • দূর্যোগের সমসয় পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা • পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা • স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র গুলিতে প্রয়োজন মোতাবেক ডাক্তার ও নার্সের পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করা
৫। জীবিকা	• লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে বন্যার কারনে প্রায় ৩৪৭৫ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে প্রায় ৪৫৫০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • খরার কারণে প্রায় ১০৪০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • কাল বৈশাখীর ঝড়ের কারণে প্রায় ১৭৩৫০ কৃষিজীবি ও প্রায় ১২৭০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । • বন্যার কারণে প্রায় ১২৬০০ কৃষিজীবি ও প্রায় ১০৩০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় ।	• টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডের উপরে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা • মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীরতে আয়ের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা • স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা • বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী/বেসরকারীভাবে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা • ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা • সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা
৭। ঘরবাড়ি ও	• লোহাগাড়া উপজেলায় পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ৫৮ কি:মি: কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৬২ কিঃমিঃ এবং প্রায় ১২৬৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, প্রায় ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায়	• রাস্তা উঁচু ও পাকা করা • প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মান করা

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
অবকাঠামো	১৬ টি মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ● এই উপজেলায় ১৯৯১, ১৯৯৭ সালে মত কালবৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস হলে প্রায় ৫০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৪৮ কিঃমিঃ এবং প্রায় ১৩২০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, প্রায় ২৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় ৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়া কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ৫৫-৬০ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ● বন্যায় হলে এলাকায় প্রায় ৩২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৭৩ কিঃমিঃ প্রায় ১০৪০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, প্রায় ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় ৭টি হাটবাজার প্লাবিত, প্রায় ৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ● লোহাগাড়া উপজেলায় ২০১২-২০১৪ সালের মত অতিবৃষ্টি ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ১০০০-১২০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল ।	● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেন্টার নির্মান করা ● অবকাঠামো স্থাপনার চারদিকে, রাস্তা ও খাল সমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপন করা ● আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা ● নতুন অবকাঠামো দুযোগ সহনশীল করে নিমান করা ● ঘরবাড়ি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা ● বাড়ির আশেপাশে বেশী বেশী গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ

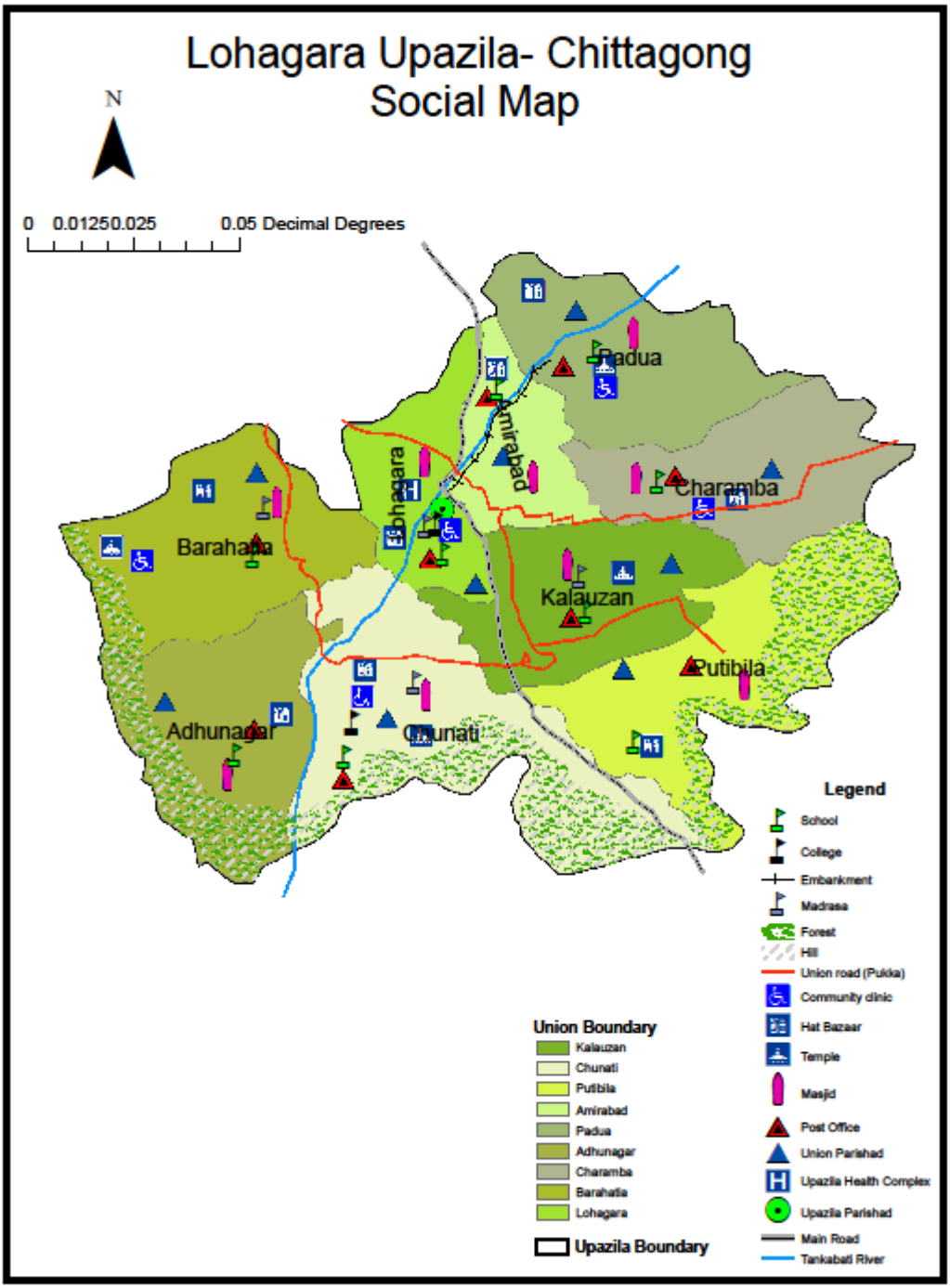

২.৮ আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্রঃ

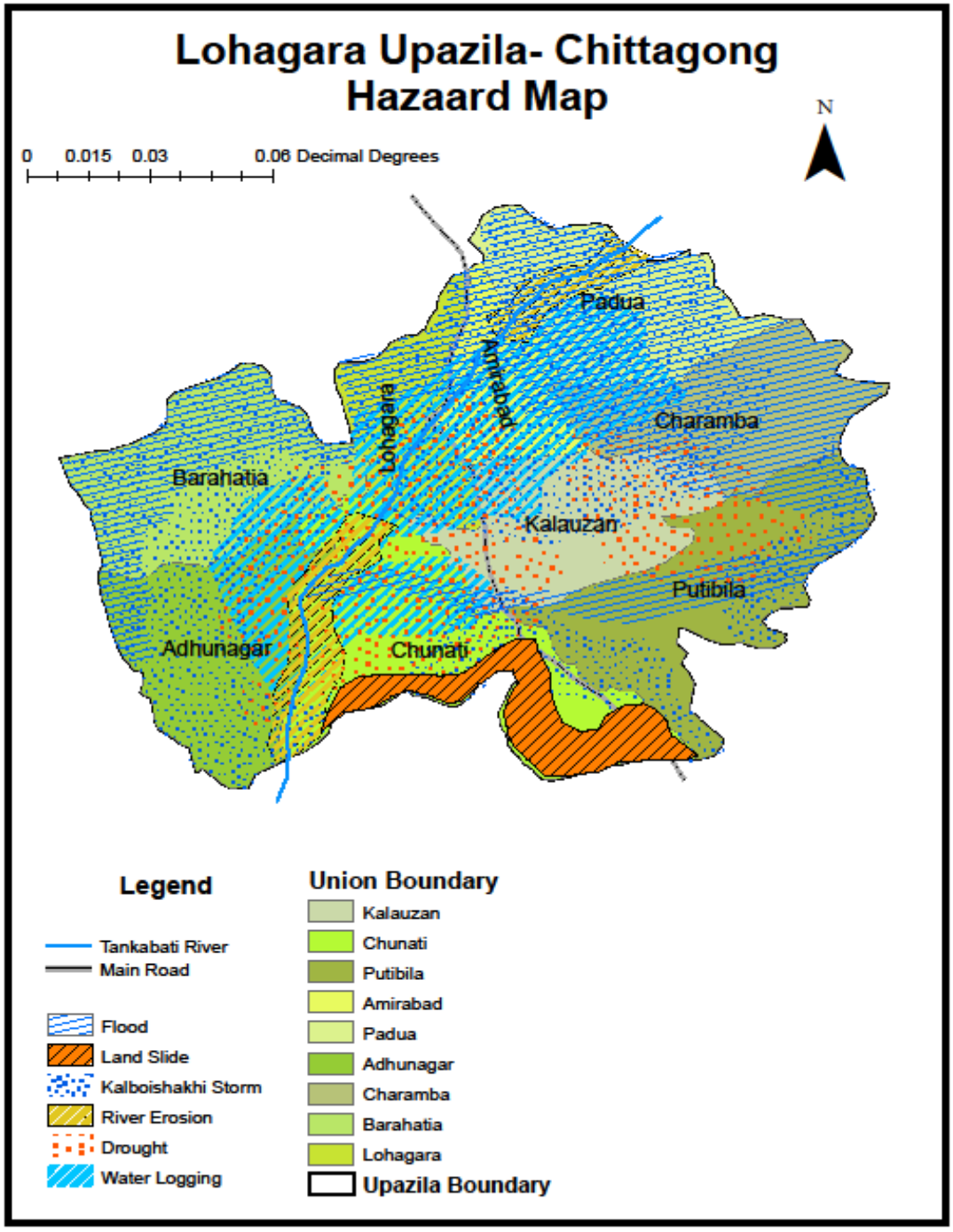

২.৯ আপদ মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্র.নং	আপদ সমূহ	মাসের নাম											
		বৈশাখী	জৈষ্ঠ্য	আষাড়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বন্যা												
২	পাহাড়ী ঢল												
৩	কালবৈশাখী												
৪	নদী ভাঙ্গন												
৫	খরা												
৬	জলাবদ্ধতা												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণঃ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাটি একটি দুর্যোগ প্রবন এলাকা হিসাবে পরিচিত । এই উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলাকালে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এলাকায় বন্যা, পাহাড়ী ঢল, কাল বৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন, খরা ও জলাবদ্ধতা আপদ বিদ্যমান রয়েছে । উপরে রেখা চিত্রের (দিনপঞ্জি) মাধ্যমে আপদ গুলির ঘটার সময় দেখানো হয়েছে । রেখা চিত্রের আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলঃ

- বন্যাঃ লোহাগাড়া উপজেলাটি টংকাবতী নদীর তীরবর্তী ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা ঘটে থাকে। এখানে আপদ গুলির মধ্যে বন্যা অন্যতম । সাধারনত আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বন্যা হয়ে থাকে ।
- পাহাড়ী ঢলঃ এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উপজেলাটির কিছু ইউনিয়নে পাহাড়ী এলাকা রয়েছে । এই এলকাকায় বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে এবং এলাকার ক্ষতি সাধন করে থাকে । সাধারনত আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এলাকায় পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি করে থাকে ।
- কাল বৈশাখী ঝড়ঃ স্থানীয় লোকজনের সংঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, কাল বৈশাখী ঝড় একটি প্রাকৃতিক আপদ, যাহা প্রায় প্রতি বছর এলাকায় হয়ে থাকে । ফলে এলাকায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতি সাধন হয় । এটি সাধারনত বৈশাখ থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত কাল বৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে ।
- নদী ভাঙ্গনঃ লোহাগাড়া বেশ কিছু ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন একটি বড় প্রাকৃতিক আপদ হিসাবে পরিচিত । এটি প্রতি বছর বসতবাড়ি ও ফসলী জমি ভেঙ্গে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । এটি সাধারনত আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত অবকাঠামোসহ ক্ষতি সাধন করে থাকে ।
- খরাঃ এলাকা থেকে জানা য়ায় যে, এলাকায় শুস্ক মৌসুমে খরা একটি আপদ যাহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি । প্রতি বছর এই এলাকায় খরা ফসলী জমি সহ অন্যান্য জমির প্রচুর পরিমানে ফসলের ক্ষতিসহ সুপেয় খাবার পানির সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে । খরা সাধারনত চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে ।
- জলাবদ্ধতাঃ এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, উপজেলাটির অনেকাংশে ইউনিয়নগুলো নিচু হওয়ায় জলাবদ্ধতার সম্মুখিন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় যে সব খাল ও ছড়া রয়েছে সে গুলো প্রায় ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী ঢলের ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই ক্ষতি সাধারণত আষাঢ় হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ক্ষতি করে থাকে ।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

উপজেলা জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্র. নং	জীবিকা	মাসের নাম											
		বৈশাখী	জৈষ্ঠ্য	আষাড়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষক												
২	মৎস্যজীবি												
৩	পশুপালনকারী												
৪	ব্যবসায়ী												
৫	ভটভটি, ভ্যান চালক												
৬	দিন মজুর												

২.১১ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতাঃ

প্রধান জীবিকা সমূহ এবং আপদ/দুর্যোগ সমূহে কি কি সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলঃ

ক্রঃনং	জীবিকিাসমুহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ					
		বন্যা	পাহাড়ী ঢল	কালবৈশাখী ঝড়	নদীভাঙ্গন	খরা	জলাবদ্ধতা
১	কৃষি						
৩	প্রানী সম্পদ						
৪	ব্যবসায়ী						
২	মৎস্য						
৬	দিন মজুর						
৫	ভটভটি,ভ্যান চালক						

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননাঃ

লোহাগাড়া উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিপদাপন্ন খাত এবং এলাকাসমূহ নির্ধারণের পর আপদসমূহের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করণ ও তালিকা প্রস্তুতসহ বর্ননা নেয়া হয়েছে। কৃষক, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী এই তিনটি গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে তিনটি দলে (প্রতি দলে ছয় জন করে) মোট ১৮ জন প্রতিনিধি নিয়ে পৃথকভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকিসমূহের ওপর ভোটাভুটির মাধ্যমে ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ করা হয়েছে। তিনটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহকে একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ নিম্নে দেখানো হয়েছে।

(ক) লোহাগাড়া উপজেলার চিহ্নিত আপদ দ্বারা কোন কোন খাত সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার বিবরণঃ

আপদ সমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ					
	ফসল	মৎস সম্পদ	অবকাঠামো	গাছপালা	পয়ঃনিস্কাশন	স্বাস্থ্য
বন্যা						
পাহাড়ী ঢল						
কাল বৈশাখী ঝড়						
নদী ভাঙ্গন						
খরা						
জলাবদ্ধতা						

খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননাঃ

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যা বা ১৯৮৭ বা ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে বড়হাতিয়া ইউনিয়নে প্রায় ২৪৫৭ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফরে ২৬৩৫ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । চুনতি ইউনিয়নে মোট ১৮৭৬ একর জমির আমন, এবং ১২৮ একর জমির রবিশস্য এবং ২৩৯ একর জমির জমির শাকসবজী চাষের ক্ষতি হতে পারে । এর ফলে ১৩৪৯ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। পদুয়া ইউনিয়নের ৫ টি ওর্য়াডের ২১৪৭ একর জমির ফসল, ৩২৪ একর জমির শাকসবজী ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এর ফলে মোট ২৬৫৪ টি পরিবার আংশিক বা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাছাড়া আধুনগর ইউনিয়নের ১৬৪৩ একর জমির আমন চাষ , ২১৫ একর জমির শাকসবজী ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এর ফলে ৯৮৩ টি পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং ২৬৪৫ জন মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কলাউজান ইউনিয়নে চাষযোগ্য ৬৯২০ একর জমির মধ্যে প্রায় ১২৯৮ একর জমির আমন ফসল, ৩২৭ একর জমির শাকসবজী ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। চরম্বা ইউনিয়নের মোট ১০২৩ একর জমির ফসলের, ২৪৫ একর জমির শাকসবজী ক্ষেত এর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । তারফলে এই ইউনিয়নের প্রায় ৬৪৩ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। পুটিবিলা ইউনিয়নের ৫২১ একর জমির ফসল , ২৫৪ একর জমির আমন ও বোরো এবং সবজি ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এরফলে প্রায় ২১৮ টি পরিবার এবং ১৫৪৮ মানুষজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য সম্পদ	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় ভয়াবহ বন্যা হলে চুনতি ইউনিয়নে প্রায় ৩৪৫ টি গরু, প্রায় ৪৩০ টি ছাগল, প্রায় ২১০০ টি মুরগী, প্রায় ৪০০ টি হাঁস, প্রায় ৩০ টি ভেড়া, প্রায় ২২ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । আধুনগর ইউনিয়নে প্রায় ২৯০ টি গরু, প্রায় ৩৩২ টি ছাগল, প্রায় ২২০০ টি

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		মুরগী, প্রায় ২৬০ টি হাঁস, প্রায় ১৯ টি ভেড়া, প্রায় ১৪ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । চরম্বা ইউনিয়নে প্রায় ২০৪ টি গরু, প্রায় ১৭৮ টি ছাগল, প্রায় ২৫০০ টি মুরগী, প্রায় ২৫০ টি হাঁস, প্রায় ২২ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । আমিরাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ২০০ টি গরু, প্রায় ১৭০ টি ছাগল, প্রায় ২৬০০ টি মুরগী, প্রায় ৩৫০ টি হাঁস, প্রায় ২৮ টি ভেড়া, প্রায় ১০ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নে প্রায় ১০০ টি গরু, প্রায় ১৫০ টি ছাগল, প্রায় ১০০০ টি মুরগী, প্রায় ১০০ টি হাঁস, প্রায় ২৫ টি ভেড়া, প্রায় ২০ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বড়হাতিয়া ইউনিয়নে প্রায় ২৩০ টি গরু, প্রায় ২৫০ টি ছাগল, প্রায় ২৩০০ টি মুরগী, প্রায় ২৪২ টি হাঁস, প্রায় ৩০ টি ভেড়া, প্রায় ২৫ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । কলাউজান ইউনিয়নে প্রায় ৪০০ টি গরু, প্রায় ৫৫০ টি ছাগল, প্রায় ১৫৪০ টি মুরগী, প্রায় ৫০০ টি হাঁস, প্রায় ২২ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । পুটিবিলা ইউনিয়নে প্রায় ২৩০ টি গরু, প্রায় ৪৫০ টি ছাগল, প্রায় ২৩০০ টি মুরগী, প্রায় ২২০ টি হাঁস, প্রায় ৩২ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । পদুয়া ইউনিয়নে প্রায় ২৩৮ টি গরু, প্রায় ২৮০ টি ছাগল, প্রায় ১৯৫০ টি মুরগী, প্রায় ৩৭০ টি হাঁস, প্রায় ২৫ টি মহিষ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে ফলে এলাকার অনেক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ।
অবকাঠামো	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় বড় আকারের বন্যা হলে এলাকায় প্রায় ২২ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি প্রায় ১৮ কিঃমিঃ, প্রায় ১৬ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, প্রায় ২৩৪৯ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রায় ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রায় ৫ টি হাটবাজার প্লাবিত ও প্রায় ৩ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবকাঠমো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
গাছপালা	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় বন্যার কারনে চুনতি ইউনিয়নের ৩২১ টি বনজ গাছ, ১৫২৩ টি ফলজ গাছ, এবং ১২৩ টি ওষধি গাছের , পদুয়া ইউনিয়নের ২১৬ টি বনজ , ৩২৮৭ টি ফলজ, এবং ৩৪১ টি ওষধি গাছের, আধুনগর ইউনিয়নের ১৪৫ টি বনজ, ১৯৮৭ টি ফলজ, এবং ১৭৫ টি ওষধি গাছের, কলাউজান ইউনিয়নের ১৪৮ টি বনজ, ২৫৬৩ টি ফলজ, ২৩৬ টি ওষধি গাছের , বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ৪৩২ টি বনজ, ৩৪২৭ টি ফলজ, ৩৮৭ টি ওষধি গাছের , চরম্বা ইউনিয়নের ৪২১ টি বনজ, ১৭৫৩ টি ফলজ, ২৩৫ টি ওষধি গাছের, পুটিবিলা ইউনিয়নের ২৩৪ টি বনজ, ১৩৭৮ টি ফলজ, ১৩৪ টি ওষধি গাছের, আমিরাবাদ ইউনিয়নের ১২৪ টি বনজ, ২৪৫৮ টি ফলজ এবং ১৬৩ টি ওষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে । এর ফলে এসব ইউনিয়নগুলির প্রায় ১২৩৬ টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
পয়ঃনিস্কাশন	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায় ৯১৬০০ টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানা প্রায়-৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা পায়খানা প্রায়-৫৬৫২৪ টি। মাঠ পর্যায়ের তথ্য মতে ইউনিয়নগুলোতে কাঁচা ও আধা পাকা পায়খানা গুলো বেশী পরিমানে বিভিন্ন দূর্যোগের সময়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।
স্বাস্থ্য	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় বন্যা হলে ইউনিয়ন গুলোর স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র গুলোর বেশি পরিমানে ক্ষতি করে থাকে এবং পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে উক্ত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সেবার কেন্দ্রগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধিত হয় ।
ফসল	পাহাড়ী ঢল	লোহাগাড়া উপজেলায় বর্ষা মৌসুমে বড় ধরণের পাহাড়ী ঢল হলে বড়হাতিয়া ইউনিয়ন প্রায় ৭১০ একর ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয় । কলাউজান ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৩২০ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয়ে থাকে । আমিরাবাদ ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৪৯৬০ একর ফসলী জমি ক্ষতি হয়ে থাকে । আধুনগর ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৪৮ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । পদুয়া ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৫০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে । পুটি বিলা ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৪৫ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাক । চুনতি ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৯০ একর জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ও চরম্বা ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৬৪২ একর জমির ফসল পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	পাহাড়ী ঢল	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে মৎস্য সম্পদের ক্ষতি করে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ২৬৩০. টি পরিবারের ৬৯৭ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৪৩০ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে ।কলাউজান ইউনিয়নে ৪১২০ টি পরিবারের ১২০৯ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৬৫৮. জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । আমিরাবাদ ইউনিয়নে ৮৫৯৭ টি পরিবারের ১৫৪৮ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৮৩২ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । আধুনগর ইউনিয়নে ৯৪৪৫ টি পরিবারের ১৮৬৬ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫৪৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । পদুয়া ইউনিয়নে ৩৯২১ টি পরিবারে ৯৮০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে ৩৩২ জন মৎস্যজীবির

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বড়উঠান ইউনিয়নে ৬৯৩০ টি পরিবারের ১২৪৬ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৯২০ জন মৎস্যজীবির পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। পুটি বিলা ইউনিয়নে ৫০৫৭টি পরিবারের ১৬৫০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৪৫৫ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। চুনতি ইউনিয়নে ৫৭৪০টি পরিবারের ৯৭৬ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৪৩১ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। চরম্বা ইউনিয়নে ৪০৬০টি পরিবারের ৭৬০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৩২৮ জন মৎস্যজীবি বন্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
অবকাঠামো	পাহাড়ী ঢল	লোহাগাড়া উপজেলায় পাহাড় বিশিষ্ট উপজেলা না হলে কিছু কিছু ইউনিয়নে পাহাড় রয়েছে যা বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ১৫৫০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে। অতিবৃষ্টির ফলে পাহাড় ধ্বসে গাছপালা, দোকান, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।
কৃষি	কাল বৈশাখী ঝড়	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই কাল বৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। কাল বৈশাখী ঝড়ে চুনতি ইউনিয়নে প্রায় ১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নে প্রায় ৯০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। আমিরাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ১২৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। বড়হাতিয়া ইউনিয়নে প্রায় ১২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। কলাউজান ইউনিয়নে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। চরম্বা ইউনিয়নে প্রায় ১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। আধুনগর ইউনিয়নে প্রায় ১০৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। পদুয়া ইউনিয়নে প্রায় ৯৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। পুটিবিলা ইউনিয়নে প্রায় ১১০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে। ফলে উক্ত ইউনিয়নগুলোর পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।
কৃষি	নদী ভাঙ্গন	লোহাগাড়া উপজেলাতে নদী ভাঙ্গন হলে চুনতি ইউনিয়নে প্রায় ১৮০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ৩৫ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ১৮৬ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নে প্রায় ১৩০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২২ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ১২০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। আমিরাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ১৪২ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২০ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। বড়হাতিয়া ইউনিয়নে প্রায় ১৩৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় ২৪ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৪১ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। কলাউজান ইউনিয়নে প্রায় ১৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে এবং প্রায় ১৮ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৩৩ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। চরম্বা ইউনিয়নে প্রায় ১৭০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে এবং প্রায় ২০ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। আধুনগর ইউনিয়নে প্রায় ১৪২ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে এবং প্রায় ১৫ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ২৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। পদুয়া ইউনিয়নে প্রায় ১৩৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে এবং প্রায় ২০ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৩৫ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। পুটিবিলা ইউনিয়নে প্রায় ১২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে এবং প্রায় ১৫ একর জমি নদী গভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে প্রায় ৩০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য	নদী ভাঙ্গন	লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নের কিছু ইউনিয়নগুলোতে প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে প্রায় ১২৫০ টি মৎস্য খামারে মৎস্য চাষীদের নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে। তাই মৎস্য সম্পদকে রক্ষা

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা অতিব জরুরী ।
অবকাঠামো	নদী ভাঙ্গন	লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নের কিছু ইউনিয়নগুলোতে বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গানের ফলে প্রায় ১৫৫০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাহাড়ী ঢলে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গানের ফলে নদীর তীর সংলগ্ন গাছপালা, দোকান, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে ।
কৃষি	খরা	লোহাগাড়া উপজেলাতে খরার কারনে চুনতি ইউনিয়নের প্রায় ৮৭৩ একর, আধুনগর ইউনিয়নের প্রায় ৫৪৩ একর, চরম্বা ইউনিয়নের প্রায় ৮৭৩ একর, আমিরাবাদ ইউনিয়নের প্রায় ৭৯৪ একর, লোহাগাড়া ইউনিয়নের প্রায় ৪৮০ একর, বড়হাতিয়া ইউনিয়নের প্রায় ১৩২৮ একর, কলাউজান ইউনিয়নের প্রায় ১৭৩২ একর, চরম্বা ইউনিয়নের প্রায় ৭৫৯ একর, পুটিবিলা ইউনিয়নের প্রায় ৫৩৯ একর , পদুয়া ইউনিয়নের প্রায় ১৬২৩ একর ফসলী জমির আমন ও রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
গাছপালা	খরা	লোহাগাড়া উপজেলাতে খরার কারনে চুনতি ইউনিয়নের প্রায় ১৫০০ টি ফলজ ও বনজ গাছ, আধুনগর ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ টি ফলজ ও বনজ গাছ, চরম্বা ইউনিয়নের প্রায় ১২০০ ফলজ ও বনজ গাছ, আমিরাবাদ ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ ফলজ ও বনজ গাছ, লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নের প্রায় ১৫০০ টি ফলজ ও বনজ গাছ, বড়হাতিয়া ইউনিয়নের প্রায় ১৩০০ টি ফলজ ও বনজ গাছ, কলাউজান ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ টি ফলজ ও বনজ গাছ, চরম্বা ইউনিয়নের প্রায় ১১০-০ টি ফলজ ও বনজ গাছ, পুটিবিলা ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ টি ফলজ ও বনজ গাছ ও পদুয়া ইউনিয়নের প্রায় ১২০০ টি ফলজ ও বনজ গাছের ক্ষতি হতে পারে । এতে করে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।
কৃষি	জলাবদ্ধতা	লোহাগাড়া উপজেলাতে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় চুনতি ইউনিয়নে প্রায় ৯৬ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। আমিরাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ৭২ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে। বড়হাতিয়া ইউনিয়নে প্রায় ১০৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে । কলাউজান ইউনিয়নে প্রায় ৭৫ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । চরম্বা ইউনিয়নে প্রায় ১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । আধুনগর ইউনিয়নে প্রায় ৬২ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । পদুয়া ইউনিয়নে প্রায় ১০০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে । পুটিবিলা ইউনিয়নে প্রায় ১২০ একর জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা, তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে ।
মৎস্য সম্পদ	জলাবদ্ধতা	লোহাগাড়া উপজেলাটি টংগাবতী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতার ফলে বড়হাতিয়া ইউনিয়নে মোট ১২৭টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৬৫ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । কলাউজান ইউনিয়নে মোট ১১৪ পুকুরের মধ্যে প্রায় ৫৫ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । আমিরাবাদ ইউনিয়নে মোট ১৩৩টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৫৮ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । আধুনগর ইউনিয়নে মোট ২২০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৫৬ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । পদুয়া ইউনিয়নে মোট ২১২টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭০ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । পুটি বিলা ইউনিয়নে মোট ২৩০টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭০ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে । চুনতি ইউনিয়নে প্রায় ৬৫টি পুকুর জলাবদ্ধতায় ক্ষতি করে থাকে ও চরম্বা ইউনিয়নে প্রায় ৬০ টি পুকুর জলাবদ্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

সম্ভাব্য খাত সমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায় । বন্যা হলে লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় ১৫৪০০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ৬৭৩টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ১৪৫০ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।
অবকাঠামো	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪০৯০৪ টি ও আধা পাকা পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৭২৪৯ টি । বন্যা হলে রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আংশিক ক্ষতি করে থাকে ।
গাছপালা	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে । লোহাগাড়া উপজেলায় ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৭ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ১২৬০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৩১ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । নদী ও খালের নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়ায় এবং উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান আরও বেড়ে যেতে পারে ।
পয়ঃনিস্কাশন	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৯৭৫০০টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা পায়খানা ৫৬৫২৪ টি । কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
স্বাস্থ্য	বন্যা	লোহাগাড়া উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ৪ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় ।
কৃষি	পাহাড়ী ঢল	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৮৯০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	পাহাড়ী ঢল	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২১২০ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে ।
অবকাঠামো	পাহাড়ী ঢল	লোহাগাড়া উপজেলাতে প্রতি বছরই পাহাড়ী ঢলে অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে এছাড়াও রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আংশিক ক্ষতি করে থাকে ।
কৃষি	কাল বৈশাখী	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতি করে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৬৫০০ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে ।
কৃষি	নদী ভাঙ্গন	লোহাগাড়া উপজেলায় বষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়নগুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনের কবলে প্রায় ৪৯৮০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয় ।
মৎস্য সম্পদ	নদী ভাঙ্গন	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১২৫০০ টি পরিবারের প্রায় ১১৮০ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।
অবকাঠামো	নদী ভাঙ্গন	লোহাগাড়া উপজেলাতে বর্ষা মৌসুমে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন দেখা দেয় । নদী ভাঙ্গনের ফলে ঘরবাড়ির, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আংশিক ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে থাকে ।
কৃষি	খরা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ৭৩০০ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে ।

সম্ভাব্য খাত সমূহ	আপদ	বর্ণনা
গাছপালা	খরা	লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছরেই খরা হয়ে থাকে । লোহাগাড়া উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহের ফলে প্রায় ৫১০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৭ নার্সারী খরায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । নদী ও খালের নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়ার ফলে খরার প্রখরতা বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান আরও বেড়ে যেতে পারে ।
কৃষি	জলাবদ্ধতা	লোহাগাড়া উপজেলাটি টংগাবতী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ৫২০০ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।
মৎস্য সম্পদ	জলাবদ্ধতা	লোহাগাড়া উপজেলাটি টগাবতী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ৫৩৩ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণ সমুহ চিহ্নিতকরণঃ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
খাতঃ কৃষি আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যার কারণে আধুনগর ইউনিয়নের হিন্দুপাড়া, সাচিনিয়াপাড়া, নয়াপাড়া, হাজির পাড়া, পন্ডিতের পাড়া, রুস্তমের পাড়া, ফেটনপাড়া, কাজিরপাড়া, নাপিতপাড়া, পালপাড়া, শিকদারপাড়া, গর্জ্যনিয়াপাড়া, বিলনিয়াপাড়া, সদ্দনীয়াপাড়া, দক্ষিণ বড়ুয়াপাড়া ও বেপারী পাড়া আনুমানিক ২৭৫১ একর জমির আমন, প্রায় ৩১২ একর জমির রবি শস্য ও প্রায় ৩০ এক জমির শাক-সবজী চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । আমিরাবাদ ইউনিয়নের রাজঘাট, টরমুখ, খাজারবিঘা পর্য্যন্ত আনুমানিক ১৬৮৩ একর জমির আমন, প্রায় ২৮৬ একর জমির শাক-সবজী চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । বড়হাতিয়া ইউনিয়নের বড়ুয়াপাড়া, লস্করপাড়া, ছড়ারফুল, গজারিয়া বেপারী পাড়া, দানী শিকদার পাড়া, হাসান বলির পাড়া, মাইজ পাড়া, বিবি শিকদার পাড়া, আবু আলী শিকদার পাড়া, এনায়েতপাড়া, সরিষার পাড়া হাজি পাড়া, পচারপাড়া এবং সেনারহাট বাজারসহ এসব এলাকার আনুমানিক ১২৭০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে । চুনতি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের রহমানিয়া পাড়া, হাতিয়ারহাল ও চাম্বিরহাল সংলগ্ন এলাকা সমূহ ওর্যাড নং ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের পানত্রিশা ও নারিচ্ছা প্রায় ৭০০-৯০০ একর জমির আমন ধান ও প্রায় ২৬০ জমির শাক-সবজির ক্ষেত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে । পুটিবিলা ইউনিয়নের নাছির মোহাম্মদপাড়া, দক্ষিণ সুখ ছড়ি, এমছরহাট এলাকায় আনুমানিক ৪০০-৬০০ একর জমির আমন ফসল ও প্রায় ২৯০ একর জমির শাক-সবজি ক্ষেত বন্যার ফলে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । তাছাড়া লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নের সাতগড়িয়াপাড়া, ইকিলপাড়া, বিল্লীয়াপাড়া, জমিদার পাড়া প্রভৃতি এলাকার ৪০০-৬০০ একর জমির আউষ ধান এবং প্রায় ২০০-৪০০ একর জমির শাক-সবজির ক্ষেত বন্যায় বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । কলাউজান ইউনিয়নের ৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের গ্রাম গুলিতে টংগাবতি খালের পাহাড়ী ঢলের বন্যায় প্রায় ১০০০-১২০০ একর জমির ধান বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে । চরম্বা ইউনিয়নের হাঙ্গার ও টংগাবতির খালের উভয় পাশে গ্রাম গুলির ৫০০-৭০০ হেক্টর জমির ধান এবং প্রায় ২০০-৩০০ একর জমির শাক-সবজির ক্ষেত বিনষ্ট হয়ে যেতে	→ নদী গুলির উপরে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা না থাকা কারণে → নির্বিচারে পাহাড়ের বৃক্ষ সমূহ নিধন করার কারণে → অতি বৃষ্টির কারণে → পানি দ্রুত নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে	→ পাহাড় থেকে পলি এসে খাল ও ছড়া গুলি ভারাট হয়ে যাওয়ার কারণে → সুইচ গেইট না থাকার কারণে → বেড়ী বাঁধ না থাকার কারণে	→নাব্যতা রক্ষায় দীর্ঘ্য মেয়াদী উদ্যোগ না থাকায় →সরকারী ভাবে চুড়ান্ত কোন পদক্ষেপ না থাকায় → বন্যা মোকাবেলায় কোন পূব প্রস্তুতি না থাকায় বা থাকলেই সেটা পর্যাপ্ত নয় → জণগনের মধ্যে সচেতনতার অভাব

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
পারে । পদুয়া ইউনিয়নের হাঙ্গর খালের পাহাড়ী ঢলের বন্যায় ১, ২, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে গ্রাম গুলির লাটিয়ারপাড়া, নাথপাড়া, কুমারপাড়া, বল্লারপাড়া, মালিপাড়া, শিকদার পাড়া, গিরি শিকদার পাড়া ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডের বড়ুয়া পাড়া, ফরিদয়াদিরকুল ও উত্তর পদুয়া গ্রামের আনুমানিক ১৩০০-১৫০০ একর জমির ধান বিনষ্ট/ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে যেতে পারে এবং এই সব এলাকার প্রায় ৪০০-৬০০ একর জমির শাক-সবজির বিশেষ করে তরমুজ, বাঙ্গি ও শসার ক্ষেত বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে ।			
খাতঃ গাছপালা আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছর বন্যার কারণে চুনতি ইউনিয়নের মোট ২৪৮০ টি ফলজ গাছ, ১৪৫০ বনজ গাছ এবং ৭৭০ ঔষধি গাছসহ ১৫৪২ চারা গাছের, পদুয়া ইউনিয়নের ১৫৮০ টি ফলজ গাছ, ১৭৫০ বনজ গাছ এবং ৫৭০ ঔষধি গাছসহ ১১৬০ চারা গাছের, কলাইজান ইউনিয়নের ১১২০ টি ফলজ গাছ, ১৩৮০ বনজ গাছ এবং ৯২০ ঔষধি গাছসহ ১৩৯০ চারা গাছের, চরম্বা ইউনিয়নের ১৮০৮ টি ফলজ গাছ, ১০৫০ বনজ গাছ এবং ৭৬০ ঔষধি গাছসহ ১২৯০ চারা গাছের, বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ১৫০৮ টি ফলজ গাছ, ১২০০ বনজ গাছ এবং ৯৯০ ঔষধি গাছসহ ১৫৫০ চারা গাছের, পুটিবিলা ইউনিয়নের ১০০০ টিফলজ গাছ, ১২৮০ বনজ গাছ এবং ৯৭০ ঔষধি গাছসহ ১৭৬০ চারা গাছের।	→ গাছপালা গুলির পানি ধারণ করতে পারে না পারা → পানি দ্রুত নেমে যেতে না পারা → বেরী বাঁধ না থাকা → নিচু এলাকায় গাছপালা রোপন করা	→ বন্যা সহনশীল গাছপালা রোপন না করা → বন্যা পরবর্তী গাছপালা রক্ষা করা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ না থাকা	→ সরকারী ভাবে খাল ও ছাড়া গুলির নাব্যতা রক্ষা করার ব্যবস্থা না করা → গাছপালা রোপনে সরকারী নীতিমালার অভাব
খাতঃ পশু সম্পদ আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যার কারণে চুনতী ইউনিয়নের প্রায় ৫৭০ টি গরু, প্রায় ১২৬০ টি ছাগল, প্রায় ১৩৫ টি মহিষ এবং প্রায় ১২০০-১৪০০ টি হাঁস-মুরগী, আধুনগর ইউনিয়নে প্রায় ৩৪০ টি গরু, প্রায় ৮৭০ টি ছাগল, প্রায় ২২ টি মহিষ এবং প্রায় ১০০০-১১০০ টি হাঁস-মুরগী, বড়হাতিয়া ইউনিয়নে প্রায় ৯২০ টি গরু, প্রায় ১৫৬০ টি ছাগল, প্রায় ৭৬ টি মহিষ এবং প্রায় ১২০০-১৫০০ টি হাঁস-মুরগী, কলাউজান ইউনিয়নে প্রায় ৮২০ টি গরু, প্রায় ৯১৩ টি ছাগল, প্রায় ৪২ টি মহিষ এবং প্রায় ১১০০-১২০০ টি হাঁস-মুরগী, পুটিবিলা ইউনিয়নে প্রায় ৯৬০ টি গরু, প্রায় ৮৯০ টি ছাগল, প্রায় ৩৭০ টি মহিষ এবং প্রায় ১৩০০-১৪০০ টি হাঁস-মুরগী, পদুয়া ইউনিয়নে প্রায় ৭৬৮ টি গরু, প্রায় ৬২৮ টি ছাগল, প্রায় ৩৮ টি মহিষ এবং প্রায় ১১০০-১২০০ টি হাঁস-মুরগী, লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নে প্রায় ১০০০ টি গরু, প্রায় ৯৭৮ টি ছাগল, প্রায় ৩৭ টি মহিষ এবং ১৩০০-১৫০০ টি হাঁস-মুরগী, আমিরাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ৯৩০ টি গরু, প্রায় ৮৬২ টি ছাগল, প্রায় ২৬ টি মহিষ এবং প্রায় ১০০০-১১০০ টি হাঁস-মুরগী ও চরম্বা ইউনিয়নে প্রায় ১০০০ টি গরু, ৮৯৬ টি ছাগল, ৫৩ টি মহিষ এবং ১৩০০-১৪০০ টি হাঁস-মুরগী খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । গোখাদ্য সংকটের কারণে পশুপালন ব্যাহত হতে পারে এবং পরোক্ষভাবে মানুষ পুষ্টিহীনতা ভুগতে পারে তাছাড়া কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে পরিবারের লোকজন প্রত্যক্ষ বা	→ গৃহপালিত পশুর জন্য উচু আশ্রয়স্থল না থাকা → গৃহপালিত প্রানী গুলির আবাস্থল উঁচু না থাকা → দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা	→ জনগণের সচেতনতার অভাব	→ বন্যা থেকে প্রানী সম্পদ রক্ষা করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ।			
খাতঃ স্বাস্থ্য আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যার কারণে চুনতি ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১০% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত, ৪% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ২%, আধুনগর ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৯% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাসজনিত, ২% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ২%, বড়হাতিয়া ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৮% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৪% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% লোক চর্ম্যরোগে, কলাউজান ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৭% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৪% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ১%, পুটিবিলা ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৬% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৪% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ১%, পদুয়া ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৪% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৩% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ১%, লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৫% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৩% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ১%, আমিরাবাদ ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৬% লোক ডায়রিয়া, ৪% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৩% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ১%, চরম্বা ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৫% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৩% লোক ভাইরাসজনিত এবং ১% লোক চর্ম্যরোগে এবং অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ১% আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে ।	→লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন না হওয়া →নলকুপিগুলি অধিকাংশই নিচু এলাকায়	→ আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা →লোকজন রোব্যাধি সম্পর্কে সচেতন না থাকা বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে না জানা	→ স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি করা → পর্যাপ্ত সেবা কেন্দ্র ও ডাক্তাররের ব্যবস্থা না থাকা
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যার কারণে চুনতি ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ২০%-৩০% পুকুর, আধুনগর ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ২০%-২৫%	→ অপরিকল্পিত ভাবে পুকুর তৈরী করা →পুকুরের পাড় উচু না করা → নদীতে বেরী বাঁধ না থাকা	→ নদীর পাশে বেড়িবাঁধ না থাকা → পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা	→ দীঘমেয়াদী সরকারী কোন পদক্ষেপ না নেয়া → মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র না থাকা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
পুকুর, বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ১৫%-২০% পুকুর, কলাউজান ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ১০%-১৫% পুকুর, পুটবিলা ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ১০%-১২% পুকুর, পদুয়া ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ৮%-১০% পুকুর, লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ৫%-৮% পুকুর, আমিরাবাদ ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ৮%-১০% পুকুর, চরম্বা ইউনিয়নের ছোট-মাঝাড়ি-বড় আকারের প্রায় ৬%-৮% পুকুর বন্যার পানিতে ডুবে গিয়ে মাছ চাষে বিনষ্ট/ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । বড়হাতিয়া ইউনিয়নের প্রায় ১০-১৪% পুকুর বন্যার পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।			
খাতঃ অবকাঠামো আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যার কারণে চুনতি ইউনিয়নের প্রায় ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ৭ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ১ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১০ টি কালর্ভাট, ২ টি ব্রীজ, ৩ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, আধুনগর ইউনিয়নের ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ৮ টি কালর্ভাট, ৩ টি ব্রীজ, ২ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ১১ টি কালর্ভাট, ১ টি ব্রীজ, ৪ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৬ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, কলাউজান ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ১ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ৭ টি কালর্ভাট, ১ টি ব্রীজ, ৫ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৪ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, পুটিবিলা ইউনিয়নের ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ৬ টি মসজিদ, ৯ টি কালর্ভাট, ২ টি ব্রীজ, ৪ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, পদুয়া ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ৮ টি কালর্ভাট, ১ টি ব্রীজ, ৮ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৯ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, লোহাগাড়া সদর ইউনিয়নের ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ৪ টি মসজিদ, ৪ টি কালর্ভাট, ১ টি ব্রীজ, ৪ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, আমিরাবাদ ইউনিয়নের ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ৬ টি মসজিদ, ১ টি মন্দির, ১ টি আশ্রয় কেন্দ্র, ১৩ টি কালর্ভাট, ৩ টি ব্রীজ, ৭ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৯ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, চরম্বা ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসজিদ, ৯ টি কালর্ভাট, ২ টি ব্রীজ, ৬ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৮ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ্য বিনষ্ট হতে পারে ফলে শিক্ষা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে ।	→ হঠাৎ পানির চাপ বৃদ্ধি → রাস্তাগুলো অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়া →শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরী করা	→সুইচ গেইট না থাকার কারণে →খাল ও ছড়া ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে → বিপদ সংকেত গুলোকে গুরুত্বের সাথে না নেওয়া	→ সরকারীভাবে খাল ও ছড়া খননে কোন উদ্যোগ না নেওয়া → বন্যা মোকাবেলায় পূব প্রস্তুতি না থাকা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
খাতঃ কৃষি আপদঃ পাহাড়ী ঢল লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৮৯০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।	→ ফসলী জমি গুলো পাহাড় ঘেসে হওয়া → পাহাড়ী ঢল সম্পকে এলাকাবসী সচেতন না থাকা → পাহাড় ধ্বসে যাওয়া সম্পকে এলাকাবাসী সচেতন না হওয়া → পাহাড় থেকে বেশী বেশী গাছ কাটা।	→ পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ না থাকা → কৃষকদের প্রশিক্ষণ না থাকা →পাহাড়ে সরকারী/বেসরকারীভাবে বেশী বেশী গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা ।	→ পানি সহনমীল ফসলের চাষাবাদ করা → কৃষকদের কে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা → পাহাড় কাটা সম্পকে সরকারী নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন ।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ পাহাড়ী ঢল লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২১২০ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে ।	→ পুকুরগুলির পাড়গুলি উচু না করা → জনগন সচেতন না থাকা	→ জনগন সচেতন না থাকা → নিচু পাড়েরর উপরে দিয়ে জালের ব্যবস্থা না থাকা।	→ পুকুর গুলি পাহাড় থেকে নির্ধারিত দুরত্বে অবস্থান না থাকা → পুকুরগুলির গভীরতা কম থাকা
খাতঃ অবকাঠামো আপদঃ পাহাড়ী ঢল লোহাগাড়া উপজেলাতে প্রতি বছরই পাহাড়ী ঢলে অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে এছাড়াও রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আংশিক ক্ষতি করে থাকে ।	১. পাহাড়ের ঘরবাড়ি গুলো মজবুত করে তৈরী না করা	১. পাহাড় ধস সম্পর্কে পাহাড়ী বসবাসরত জনগণকে সচেতন না হওয়া	১. বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ে বসবাসরত লোকদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর না করা ২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে সক্রিয় না থাকা
খাতঃ কৃষি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতি করে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৬৫০০ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে ।	→ সমুদ্র উপকুলে নিম্নচাপের প্রভাব → বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি → গ্রীন হাইজ ইফেক্টের → প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া → জলবায়ু পরিবর্তন	→ পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার → সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকা → কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে। → কালবৈশাখীর পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে	→ কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা → কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকায় → কৃষকদের প্রশিক্ষণের অভাব। → সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।
খাতঃ কৃষি	→ বেড়ীবাঁধ গুলো দুর্বল হওয়া	→ নদীর নাব্যতা হ্রাস	→ পানি উন্নয়ন বোর্ডের

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
আপদঃ নদী ভাঙ্গান লোহাগাড়া উপজেলায় বষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়নগুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনের কবলে প্রায় ৪৯৮০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গনে ক্ষতি হয়।	→ নদীতে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়া → নদীর পাড়ে গাছ না থাকা	পাওয়ায় → পলিমাটি পড়ে গভীরতা কমে যাওয়া	সহযোগীতার অভাব → সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ নদী ভাঙ্গান লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে। এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১২৫০০ টি পরিবারের প্রায় ১১৮০ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।	→ পুকুর গুলো নদী সংলগ্ন হওয়ার কারণ	→ বেড়ীবাঁধ মজবুত করে তৈরী না করা →মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া	→ মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টির অভাব → সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ না নেওয়া
খাতঃ অবকাঠামো আপদঃ নদী ভাঙ্গান লোহাগাড়া উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে ৪টি ইউনিয়নে প্রায় ১০২০টি নদী কূলীয় ঘরবাড়ি, ৭৫৫টি পায়খানা, ১৫টি মসজিদ, ৩২কি:মি: কাঁচা রাস্তা, ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	→অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান নদী পারে অবস্থান →নদীর পাড়ের ব্লক না থাকা	→ পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মান না করা →প্রতিষ্ঠানে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা	→ প্রতিষ্ঠান নির্মানে স্বচ্ছতা না থাকা →প্রতিষ্ঠানগুলি দূর্যোগ সহনশীল ভাবে তৈরি না করা
খাতঃ কৃষি আপদঃ খরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে। প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ৭৩০০ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে।	→জলবায়ু পরিবর্তণ হওয়ার কারণে। → সময়মত বৃষ্টি না হওয়া → পর্যাপ্ত বড় বড় গাছপালা না থাকা	→খাল ও ছড়াগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা না করা	→ কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি না থাকা →খরা সহনশীল ধান জাতের উদ্ধাবন না করা
খাতঃ গাছপালা আপদঃ খরা লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছরেই খরা হয়ে থাকে। লোহাগাড়া উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহের ফলে প্রায় ৫১০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৭ নার্সারী খরায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নদী ও খালের নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়ার ফলে খরার প্রখরতা বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান আরও বেড়ে যেতে পারে।	→ জলবায়ু পরিবর্তন → গভীর নলকুপ পর্যাপ্ত না থাকা → বেশী করে গাছ-পালা কেটে ফেলা	→ নার্সারীর পাশে পুকুর না থাকা → চারাগুলি রোদ থেকে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা না রাখা → বেশী বেশী গাছ না লাগানো	→ বন বিভাগের উদাসিনতা → বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের নজর না থাকা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
খাতঃ কৃষি আপদঃ জলাবদ্ধতা লোহাগাড়া উপজেলাটি টংগাবতী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ৫২০০ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. কৃষি জমি নীচু অঞ্চলে হওয়া ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না করা	১. দুর্যোগ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন না করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকা ২. দাতা গোষ্টির সহযোগীতা কম থাকা।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ জলাবদ্ধতা লোহাগাড়া উপজেলাটি চংগাবতী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ৫৩৩ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।	১. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন না হওয়া	১. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে পরামর্শ কেন্দ্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক না থাকা	১. জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের কোন পদক্ষেপ নেওয়া

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণঃ

ঝুঁকির বর্ননা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
খাতঃ কৃষি আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে। এই উপজেলায় প্রায় সকল ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতি করে থাকে । বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা বেড়ে যায় । বন্যা হলে লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় ১৫৪০০ একর ফসলি জমি প্লাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা ২.বন্যার সতকবার্তা সময়মত পৌঁছানো ৩. নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে।	১.জোয়ারের পানি বেশি পরিমানে হওয়ায় ২.প্রয়োজন মোতাবেক নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ২. চাহিদা অনুয়ায়ী দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বাড়াতে হবে ৩. এলাকার জনগন বেশী সচেতন হতে হবে
খাতঃ মৎস্য আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলায় ১৯৯১ সালের মত বন্যা হলে এই উপজেলায় প্রায় ৬৭৩টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় এবং এর সাথে জরিত প্রায় ১৪৫০ জন মৎস্যজীবি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে ।	→অধিকাংশ পুকুরগুলি নিচু এলাকায় না করা → পাড়গুলি উচু করা	→ উচু জমিতে পুকুর করা → চাষীদের সচেতন হওয়া → পাড়গুলিতে জালের ব্যবস্থা করা	→ পাড়গুলি উচু করা → সরকারী/বেসরকারী ভাবে মাছ চাষীদের প্রশিক্ষিত করা
খাতঃ অবকাঠামো আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলাতে বন্যায় বেশী পরিমানে ঘরবাড়ি ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে । এই উপজেলাতে মোট কাঁচা ঘরবাড়ির পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪০৯০৪ টি ও আধা পাকা পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৭২৪৯ টি । বন্যা হলে রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আংশিক ক্ষতি করে থাকে ।	→ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরী → গ্রামের ঘরবাড়ী গুলো বাঁশ দিয়েএমনভাবে তৈরীর করতে হবে যাতে খুব সহজেই ভেঙ্গে না যায় → রাস্তাঘাট শক্ত করে তৈরী করতে হবে → কালভার্ট শক্ত করে তৈরী করা	→ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁচা ও নীচু না রাখা	→ ঝুঁকি ও আপদ ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরীর বিধিমালা প্রনয়ন করা → ঘরের উপকরণ গুলো ঘূর্নিঝড় সহনশীল করা
খাতঃ গাছপালা আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছরেই বন্যা হয়ে থাকে । লোহাগাড়া উপজেলায় ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৭ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ১২৬০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৩১ নার্সারী বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । নদী ও খালের নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়ায় এবং	→ দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা → বন্যার সতর্ক বার্তা সময়মত পৌঁছানোর → হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে নার্সারীর জমি তলিয়ে না	→নদী ও খালগুলি করা → বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা থাকা। → পলি পড়ে এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা	→ সরকারিভাবে খাল ও নদী পূণ: খননের কোন উদ্যোগ নেয়া → সরকারী/বেসরকারীভাবে নার্সারি মালিকদের প্রশিক্ষিত

ঝুঁকির বর্ননা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
উপজেলা রক্ষা বাঁধ বা বেড়ি বাঁধ এর উচ্চতা কম হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যার ব্যাপকতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে । ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান আরও বেড়ে যেতে পারে ।	যাওয়ার জন্য নিস্কাশনেরব্যবস্থা করা → পরিকল্পিতভাবে নার্সারী তৈরী করা	বৃদ্ধি করা → গাছপালা বৃদ্ধি করা	করা
খাতঃ পয়ঃনিস্কাশন আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলায় একটি দুর্যোগ প্রবন উপজেলা হিসাবে পরিচিত । তাই এই উপজেলায় বন্যা হলে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা ৯৭৫০০টি এর মধ্যে পাকা পায়খানা ৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা পায়খানা ৫৬৫২৪ টি । কিন্তু বন্যার সময় কাঁচা পায়খানাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	→ নলকুপও পায়খানা গুলি নিচু এলাকায় না দেয়া →পায়খানাগুলি মেরামত করা	→ নিলকুপের গোঢ়ায় পাকা করা → পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা থাকা	→পায়খানাগুলি পাকা করা →সরকারী ভাবে গভীর নলকুপ স্থাপন করা
খাতঃ স্বাস্থ্য আপদঃ বন্যা লোহাগাড়া উপজেলায় বন্যা হলে পানি বাহিত রোগ হয়ে মানব দেহের ক্ষতি সাধন করে থাকে । বন্যা হলে প্রায় ৪ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় ।	→লোকজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া →নলকুপিগুলি অধিকাংশই নিচু এলাকায় স্থাপন না করা	→ আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলা →লোকজন রোব্যাধি সম্পর্কে সচেতন থাকা বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে জানা	→ স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি করা → পর্যাপ্ত সেবা কেন্দ্র ও ডাক্তাররের ব্যবস্থা করা
খাতঃ কৃষি আপদঃ পাহাড়ী ঢল লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে এই উপজেলায় কৃষি ফসলের ব্যাপক পরিমানে ক্ষতি হয়ে থাকে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ৮৯০০ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি হয়ে থাকে ।	→ পাহাড়ী ঢল সম্পকে এলাকাবসী সচেতন থাকা → পাহাড় ধ্বসে যাওয়া সম্পকে এলাকাবাসী সচেতন হওয়া → পাহাড় থেকে বেশী বেশী গাছ না কাটা।	→ পানি সহনশীল ফসলের চাষাবাদ থাকা → কৃষকদের প্রশিক্ষণ থাকা →পাহাড়ে সরকারী/বেসরকারীভাবে বেশী বেশী গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা ।	→ পানি সহনমীল ফসলের চাষাবাদ করা → কৃষকদের কে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা → পাহাড় কাটা সম্পকে সরকারী নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন ।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ পাহাড়ী ঢল লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে । পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২১২০ জন মৎস্যজীবি তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে থাকে ।	→ পুকুরগুলির পাড়গুলি উচু করা → জনগন সচেতন থাকা	→ জনগন সচেতন থাকা → নিচু পাড়েরর উপরে দিয়ে জালের ব্যবস্থা থাকা।	→ পুকুর গুলি পাহাড় থেকে নির্ধারিত দুরত্বে অবস্থান থাকা → পুকুরগুলির গভীরতা বৃদ্ধি করা

ঝুঁকির বর্ননা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
খাতঃ অবকাঠামো আপদঃ পাহাড়ী ঢল লোহাগাড়া উপজেলাতে প্রতি বছরই পাহাড়ী ঢলে অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে থাকে । বিশেষ করে কাঁচা ঘরবাড়িগুলো বেশী পরিমানে ক্ষতি করে থাকে এছাড়াও রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আংশিক ক্ষতি করে থাকে ।	→ঘরবাড়িগুলি পাহাড়েড় অতি নিকটে না করা →বেশীভাগ পাহাড়ীরের রাস্তা নিচু না রাখা	→ঘরগুলির ভিটি উচু করা → রাস্তাগুলি মেরামত করা	→ ঘরগুলি দুর্যোগ সহনশীল করে নির্মান করা → রাস্তা গুলি পাকা করা
খাতঃ কৃষি আপদঃ কাল বৈশাখী ঝড় লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতি করে থাকে । কাল বৈশাখী ঝড়ে এই উপজেলায় প্রায় ৬৫০০ একর জমির ফসল ক্ষয়-ক্ষতি করে থাকে ।	→ বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা ঠিকরাখতে বেশী করে গাছ লাগাতে হবে। → গ্রীন হাইজ ইফেক্টের → প্রাকৃতিক ভারসাম্য রাখা	→ পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা → সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা থাকা → কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার বন্ধকরতে ব্যবস্থা → কালবৈশাখীর পূর্বাভাস পাওয়ার ব্যবস্থা	→ কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি থাকা → কৃষি গবেষনা কেন্দ্র থাকা → কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। → সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার প্রনয়ণ
খাতঃ কৃষি আপদঃ নদী ভাঙ্গান লোহাগাড়া উপজেলায় বষা মৌসুমে কিছু ইউনিয়নগুলোতে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানের কবলে প্রায় ৪৯৮০ একর ফসলী জমি নদী ভাঙ্গানে ক্ষতি হয় ।	→ বেড়ীবাঁধ গুলো শক্ত করা → বাধগুলি মেরামত করা → নদীর পাড়ে বেশী বেশী লাগানো	→ নদীর নাব্যতা করা → গভীরতা বাড়ানো এবং পথ পরিস্কার রাখা	→ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতার বৃদ্ধি → সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে কোন উদ্যোগ নেওয়া ।
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ নদী ভাঙ্গান লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গন হয়ে থাকে । নদী ভাঙ্গন হলে মৎস্য খাতের ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে । এই উপজেলায় নদী ভাঙ্গানে প্রায় ১২৫০০ টি পরিবারের প্রায় ১১৮০ জন মৎস্যজীবি নদী ভাঙ্গানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ।	→ পুকুর গুলো নদী সংলগ্ন না করা	→ বেড়ীবাঁধ মজবুত করে তৈরী করা →মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া	→ মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টির দেয়া → সরকারীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধে উদ্যোগ নেওয়া
খাতঃ অবকাঠামো আপদঃ নদী ভাঙ্গান লোহাগাড়া উপজেলাতে বর্ষা মৌসুমে বেশী পরিমানে নদী ভাঙ্গন দেখা দেয় । নদী ভাঙ্গানের ফলে ঘরবাড়ির, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের আংশিক ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে থাকে ।	→অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান নদী তৈরি না করা →নদীর পাড়ের ব্লক থাকা	→ পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মান করা →প্রতিষ্ঠানে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা থাকা	→ প্রতিষ্ঠান নির্মানে স্বচ্ছতা থাকা →প্রতিষ্ঠানগুলি দূর্যোগ সহনশীল ভাবে তৈরি করা
খাতঃ কৃষি	→ নতুনভাবে চারা রোপন	→নদী ও ছড়াগুলোতে	→ কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি

ঝুঁকির বর্ননা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্প মেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীঘমেয়াদি
আপদঃ খরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় প্রায় প্রতি বছরই খরার কবলে পড়ে থাকে । প্রচন্ড খরার ফলে এই উপজেলায় প্রায় ৭৩০০ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করে থাকে ।	→ পর্যাপ্ত বড় বড় গাছপালা বৃদ্ধি করা	পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা	থাকা →খরা সহনশীল ধান জাতের উদ্ধাবন করা
খাতঃ গাছপালা আপদঃ খরা লোহাগাড়া উপজেলায় প্রতি বছরেই খরা হয়ে থাকে । লোহাগাড়া উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহের ফলে প্রায় ৫১০০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ এবং ৭ নার্সারী খরায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । নদী ও খালের নাব্যতা দিন দিন কমে যাওয়ার ফলে খরার প্রখরতা বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এভাবে চলতে থাকলে উপরে উল্লেখিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান আরও বেড়ে যেতে পারে ।	→ গভীর নলকুপ পর্যাপ্ত থাকা → বেশী করে গাছ-পালা কেটে নাফেলা	→ নার্সারীর পাশে পুকুর থাকা → চারাগুলি রোদ থেকে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা রাখা → বেশী বেশী গাছ লাগানো	→ বন বিভাগের আন্তরিক হওয়া → বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের নজর থাকা
খাতঃ কৃষি আপদঃ জলাবদ্ধতা লোহাগাড়া উপজেলাটি টংগাবতী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । ফলে এই উপজেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ৫২০০ একর জমির ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়ে থাকে ।	১. কৃষি জমি উঁচু করণ ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা	১. দুর্যোগ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা	১. পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করা ২. দাতা গোষ্টির সহযোগীতা বাড়ানো
খাতঃ মৎস্য সম্পদ আপদঃ জলাবদ্ধতা লোহাগাড়া উপজেলাটি চংগাবতী নদীর নিকটবতী হওয়ায় এবং বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে ব্যাপকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে প্রায় ৫৩৩ টি পুকুরের মাছ ভেসে যায় ফলে মৎস্যজীবি লোকেদের জীবন ধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে ।	১. মৎস্য চাষীরা এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ২. দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা	১. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা	১. জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সঠিক দায়িত্ব পালন করা

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

ক্র. নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১	পিপিএস	সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৪২৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
২	ওয়েব	স্বাস্থ্য , ক্ষুদ্র ঋণ	৪৫৬ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৩	গ্রামীন শক্তি	সৌর বিদুৎ , ক্ষুদ্র ঋণ	৪৩৮ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৪	মা ফাউন্ডেশন	ক্ষুদ্র ঋণ	৪৫৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৫	ওডেব	স্বাস্থ্য ,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩১৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৬	ব্ল্যাস্ট	আইনি সহায়তা,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৫২০ জন	৫ বছর মেয়াদী
৭	সিএমইএস	ক্ষুদ্র ঋণ	৬৫৯ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৮	কোডেক	শিক্ষা, আইনি সহায়তা,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৪৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
৯	আশা	শিক্ষা,ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৪১০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১০	ব্র্যাক	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা,ঝুকি হ্রাস, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৯৯৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১১	মমতা	স্বাস্থ,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১২	পল্লী প্রগতি	সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৭৫৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৩	পিসিএ	সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩১০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৪	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ	৬২০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৫	টিএমএসএস	ক্ষুদ্র ঋণ	৮৭৬ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৬	বুরো বাংলাদেশ	শিক্ষা, আইনি সহায়তা,সচেতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ	৪৯০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৭	ওয়ার্ল্ড ভিশন	শিক্ষা,ক্ষুদ্র ঋণ, সচেতনতা	৪১০ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৮	উদ্দিপন	নারী উন্নয়ন, শিক্ষা,সচেতনতা,ঝুকি হ্রাস, স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৯৯৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান
১৯	কারিতাস	স্বাস্থ,সচেতনতা,ক্ষুদ্র ঋণ	৩৮৫ জন	দীর্ঘ মেয়াদী/চলমান

৩. ৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাঃ

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	স্থানীয় বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৯৬ টি	৯৬,০০০/--	গ্রাম, ওয়ার্ড , ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	সমন্বয়ের মাধ্যমে				কার্যক্রম গুলো এলাকার জনগণকে সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	ওয়ার্ড পর্যায়ে দল গঠন	১০০ টি	৪,০০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৩	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ আপদের আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষ্যে পরিকল্পনা	৯৬ টি	২,৪৫,০০০/--	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৪	বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচার	৯৬ টি	৪৮,০০০/-	গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৫	স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা	১৪ টি	১৪,০০,০০০/-	গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৬	মহড়ার কাযক্রম পরিচালনা	১৮ টি	২,৭০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৭	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	৪ টি	৪০,০০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৮	দুর্যোগ, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৫ টি	৫০,০০০/-	পৌরসভা ও ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ					
৯	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ সহ প্রস্তত রাখা	শুকনো খাবার - ৪ টন চাল/ডাল-৫ টন	৫,৫০,০০০/-	গ্রাম,ওয়ার্ড , ইউপি,পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল					
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া	৮০ টি স্কুলে	১,৬০,০০০/-	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল					

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতিঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	শুকনো খাবার বিতরণ করা	শুকনা খাবার ৪ টন, চাল,ডাল ৫ টন	৫,৫০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দুর্যোগ কালীন সময়ে কার্যক্রমগুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	প্রায় ২৫,০০০ পরিবার	১,০০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৩	আক্রান্তদের আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	২০,০০০ পরিবার	১,৫০,০০০	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৪	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে ও উঁচু স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	৩৬ টি	১,২০,০০০/-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৫	আহত ব্যাক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	-	-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					
৬	সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	-	-	উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ার্ডে	দুর্যোগ চলাকালীন					

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতিঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৯৬ টি	৩,৮৪,০০০/-	উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
২	জরুরীভাবে ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	৯৬টি	৪,৮০,০০০/-	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে					
৩	দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	৯৬ টি	-	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	ঐ					
৪	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	১১০০০ টি পরিবার	৩,৫০,০০০/	দুর্যোগ সংঘঠিত এলাকায়	ঐ					
৫	সামাজিকভাবে নিরাপত্তার পুন:প্রতিষ্ঠা করা	-	-	উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে	ঐ					

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে / ঝুঁকি হ্রাস সময়ে

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপঃ প্রশাসন %	কমিউ নিটি %	ইউ পি %	এন জিও %	
১	বেড়ীবাঁধ মেরামত ও নির্মান	৭.৫কিঃ মিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ৩১ লক্ষ	১) আমিরাবাদ ইউনিয়নে ২টি বেড়ীবাঁধ রয়েছে। ৭ কিঃমিঃ(৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে) অবস্থিত । ২) চরম্বা ইউনিয়নে ১টি বেড়ীবাঁধ রয়েছে। ১ কিঃমিঃ ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ।	নভেঃ হতে জানুঃ	সমন্বয়ের মাধ্যমে				দ্রুত পুণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে। স্বাভাবিক সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
২	রাস্তাঘাট মেরামত ও সোলিং করা	কাঁচা রাস্তা ৫১ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা ৪৫ কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ১৫ লক্ষ	১) বড়হাতিয়া ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ১২ কিঃমিঃ ও এইচবিবি রাস্তা প্রায় ১৫ কিঃমিঃ (১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭ ও ৯) নং ওয়ার্ড) ২) কলাউজান ইউনিয়নে কাঁচা রাস্তা প্রায় ১০ ও এইচবিবি প্রায় ৮ কিঃমিঃ (১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮) নং ওয়ার্ড ৩) আমিরাবাদ ইউনিয়নে কাঁচা ৮ ও এইচবিবি রাস্তা ৯ কিঃমিঃ (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড ৪) আধুনগর ইউনিয়নে কাঁচা ১৩ ও এইচবিবি ১৫ কিঃমিঃ (১, ২, ৩, ৫,৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড ৫) পদুয়া ইউনিয়নে কাঁচা ৮ ও এইচবিবি রাস্তা ৯ কিঃমিঃ(১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড	নভেঃ হতে জানুঃ					

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপঃ প্রশাসন %	কমিউ নিটি %	ইউ পি %	এন জিও %	
				৬) পুটি বিলা ইউনিয়নে কাঁচা ১১ ও এইচবিবি রাস্তা ১০ কিঃমিঃ (১, ২,৩, ৫,৭ ও ৯) নং ওয়ার্ড ৭) চুনতি ইউনিয়নে কাঁচা ৮ ও এইচবিবি রাস্তা ৬ কিঃমিঃ (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯) নং ওয়ার্ড ৮) চরম্বা ইউনিয়নে কাঁচা ৫ ও এইচবিবি রাস্তা ৬ কিঃমিঃ (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮) নং ওয়ার্ড ৯) লোহাগাড়া ইউনিয়নে ৫ ও এইচবিবি রাস্তা ৩ কিঃমিঃ(১, ২, ৪,৭, ৮ ও ৯) নং ওয়ার্ড						
৩	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	-	-	উপজেলাই ইউনিয়ন	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
৪	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা	৪ টি	প্রতিটি ১.৫০ কোটি	বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ১ টি আমিরাবাদা ইউনিয়নে ১ টি চুনতি ইউনিয়নে ১ টি ও লোহাগাড়া ইউনিয়নে ১ টি	নভেঃ হতে জানুঃ					
৫	খাল খনন এর ব্যবস্থা করা	৯ টি খাল	প্রতিটি ২০ লক্ষ	১) বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ১টি খাল (৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে) ২) কলাউজান ইউনিয়নে ১ টি বোয়ালিয়া খাল (৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে) ৩) আমিরাবাদ ইউনিয়নে ১টি টংগাবতি খাল (৩,৪, ৫,৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে) ৪) আধুনগর ইউনিয়নে ১টি ডলু	নভেঃ হতে জানুঃ					

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপঃ প্রশাসন %	কমিউ নিটি %	ইউ পি %	এন জিও %	
				খাল (২, ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে) ৫) পদুয়া ইউনয়নে ১ টি হাঙ্গার খাল (১, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে) ৬) পুটিবিলা ইউনিয়নে ১ টি সুখছড়ি খাল (১, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে) ৭) চুনতি ইউনিয়নে ১টি খাল ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৮) চরম্বা ইউনিয়নে ১টি আতিয়া খাল (৪, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে) অবস্থিত ৮) লোহাগাড়া ইউনিয়নে ১টি খাল (২, ৪, ৭ নং ওয়ার্ডে) অবস্থিত						
৭	কালভার্ট নির্মান	১২৪ টি	প্রতিটি ১ লক্ষ ১৫ হাজার	১) বড়হাতিয়া ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ২২টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ২) কলাউজান ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ১১ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে ৩) আমিরাবাদ ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ১০টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ ৮ নং ওয়ার্ডে ৪) আধুনগর ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ৯ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৫) পদুয়া ইউনয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ২১ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৬) পুটিবিলা ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ১৩ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং	নভেঃ হতে জানুঃ					

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপঃ প্রশাসন %	কমিউ নিটি %	ইউ পি %	এন জিও %	
				ওয়ার্ডে অবস্থিত ৭) চুনতি ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ১৬ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৮) চরম্বা ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ১২ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৯) লোহাগাড়া ইউনিয়নে ঝুঁকিপূর্ণ ১০ টি কাল ভার্ট ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত						
৮	মাটির কিল্লা নির্মান	১৬ টি	প্রতিটি ৮০ লক্ষ	লোহাগাড়া উপজেলায় সকল ইউনিয়নে নির্মান করা জরুরী	নভেঃ হতে জানুঃ					
৯	স্যানিটেশন	১২০০ টি	প্রতিটি ২২ হাজার	লোহাগাড়া উপজেলায় সকল ইউনিয়নে স্যানিটেশনি এর ব্যবস্থা করা	নভেঃ হতে জানুঃ					
১০	রেইন ওয়াটার (হাঃ ফিল্টার)	২০০০ টি	প্রতিটি ৯০ হাজার	গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি	জুন হতে আগষ্ট					
১১	বৃক্ষ রোপন	১৫০ কিঃমিঃ	প্রতি কিঃমিঃ ১৫ হাজার	গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউপি	আগষ্ট হতে সেপ্টম্বর					
১২	দুর্যোগ সহনশীল ফসল	২০০০০ জন	মোট ৬০ লক্ষ	উপজেলায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					
১৩	দুর্যোগ ও আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বেচ্ছাসেবক)	৩০০ জন	৩ লক্ষ	উপজেলায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে					

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

লোহাগাড়া উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠন করা হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগ কালে সাড়া প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে । জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে ।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার কার্যালয়ে করা হয় । ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১ টি একটি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরের তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ

(ক) উপজেলা পর্যায়ঃ

লোহাগাড়া উপজেলার জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	এ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৮১১২৮
	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
২	উমা খান কাফি	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮
৩	ফরিদা আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৩৬-৪০২৯৮৭
৪	মাইনুদ্দিন সরকার	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১২-৩৯১৪৩০
৫	মোঃ নুরুল ইসলাম	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৮১৫-৪০৮১৮৪
৬	মোঃ রাসেল চৌধুরী	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭১৭-০২৩৭৬২
৭	মোঃ তানবীরুল হক	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-৭১৭৮০৮

(খ) ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

লোহাগাড়া ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	মোঃ জেয়াবুল হোসেন	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৩৫১৮৩৬
২	মোজাফর আহম্মদ	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮২৩-৬৯২৪২৪
৩	মিজানুর রহমান	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-১৭৯০৯৫
৪	মোঃ আঃ মালেক	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৭-২০০২৬৬
৫	রাসেল খান	মেম্বার	সদস্য	০১৯৩৫-১৫৪১৯৯

বড়হাতিয়া ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	মুহাম্মদ জুনাইদ	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৮-৪৪২৬১৯
২	মোঃ আবদুল মালেক	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৮-১৭৮৬৬১
৩	আবদুল মতলব	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৩৩৮১৫০
৪	সাদেকুর রহমান	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৫-৮১৮৩৭৭
৫	মরিয়ম বেগম	মেম্বার	সদস্য	০১৮৩০-১৫৯৩৬১

কলাউজান ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	আব্দুল ওয়াহেদ	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮৩০-৯২৪০৯২
২	মোজাফ্ফর আহম্মদ	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮২২-৫৬৪২০৩
৩	খোকন	মেম্বার	সদস্য	০১৭১৫-৯২২৫৪১
৪	সিরাজুল ইসলাম	মেম্বার	সদস্য	-
৫	আল-মামুন	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৬-৯০৮৮২১

আধুনগর ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	সিরাজুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮৩৪৩০৭৩৬০
২	মিন্টু তালুকদার	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৪-৪৮৫৯৮৮
৩	জান্নাতুল ফেরদৌস	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৭৮৩০৯২
৪	সিরাজ মিয়া	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৯৪১২৮৪
৫	শাহ আলম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৫-৪২১৫৭২

পুটিবিলা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	মোঃ ফরিদুল আলম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৬৩১১৯৮
২	মোঃ নাজিম উদ্দিন	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৮-৪৫৭২৩৪
৩	মোঃ নারগিস আক্তার	মেম্বার	সদস্য	-
৪	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৫-৫৭১৯৯১
৫	ফেরদৌস বেগম	মেম্বার	সদস্য	-

চুনতি ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	জয়নুল আবেদিন	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮৪৩-৫৩৩৬১৬
২	মোঃ ফারুক	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৪-০৯৩৩৬৭
৩	শফি আক্তার	মেম্বার	সদস্য	
৪	জাফর আহম্মদ	মেম্বার	সদস্য	০১৭১৫-৯৮৩৪৬৬
৫	মোঃ হাবীব	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-১৩২৫৮০

চরম্বা ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	মোঃ সাদাত উল্লাহ	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৩-১৯১৯০৯
২	মোঃ মোরশেদ	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮৩১-২২০০৯৯
৩	রেহেনা আক্তার	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৫-৯৪৫২৬৭
৪	মোঃ কামাল আহম্মদ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৩-৯১০৭৬৩
৫	আঃ হাফেজ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৭-৭৩৭১৭৯

পদুয়া ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	লিয়াকত আলী চৌধুরী	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৮১৯-৩৬২৯৬৭
২	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৮-৫৭৫৮৩৬
৩	ফাতেমা বেগম	মেম্বার	সদস্য	০১৮৪০-৭৩৯৪৩৪
৪	মোঃ লিয়াকত আলী	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৮-১১৭৭৪১
৫	সাব্বির আহম্মদ	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৮৩৩৯৮৯

আমিরাবাদ ইউনিয়নের জরুরী অপারেশন সেন্টারের কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
১	মোঃ এনামুল হক	চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৫৩৪১৮
২	মোঃ জসিম উদ্দিন	সেক্রেটারী	সদস্য সচিব	০১৮১৫-৬৯৫৯৪২
৩	শাওলি দাস	মেম্বার	সদস্য	০১৮২৩-৬০৬০৪৬
৪	শফিউল আজম	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৯৬৪০৪২
৫	মোঃ মাওলানা আজিজুল হক	মেম্বার	সদস্য	০১৮১৯-৬২৪৭৪৪

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

দুর্যোগ কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম গঠন করা হয়। যেখানে একটি রেজিষ্টার থাকে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব পালন / গ্রহন করবে তা উল্লেখ থাকে এবং দায়িত্ব সময়ে কি কি সংবাদ পাওয়া গেল ও কি কি সংবাদ কোথায়, কার নিকট প্রেরণ করা হলো তা লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুমে একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক (এল জি ই ডি) ম্যাপ থাকে। উক্ত ম্যাপে ইউনিয়নের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায়, যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে।

দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুমে পালাক্রমে ৩ জন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করে এবং সাথে উক্ত সেন্টারে একজন পুলিশ ও উপস্থিত থাকে। উপজেলায় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থেকে রুমে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবরিাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করে । যোগাযোগ রুম থেকে সার্বক্ষণিক জেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে ফোন মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগা করা হয়।

দুর্যোগের পরপরই ঐ ম্যাপে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা চিহ্নিত করা হয় । বিশেষ উল্লেখ্য যে, কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তেমন কোন সরঞ্জাম নাই । যেমনঃ- বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জেকেট ও রেইনকোট ইত্যাদি ।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা	জন	৯ টি ইউনিয়নে মোট ১৮০০	ফেব্রুয়ারী - মার্চ মাসে	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্ঠি	প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২	সতর্কবার্তা প্রচার	জন সংখ্যা	৯ টি ইউনিয়নে ১০০%	সতর্ক বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রাম পুলিশ ও গ্রামের লোকজন	সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩	নৌকা/গাড়ী/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	সংখ্যা	৯ টি ইউনিয়নে ৮০ টি	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৪	উদ্ধার কাজ পরিচলান করা	জন সংখ্যা	১৩৫ জন	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ ব্যবহার করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	সংখ্যা	৯ টি ইউনিয়নে ৯টি দল	সম্ভাব্য দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	ওষুধ	১৪৫০ জন	দুর্যোগের পূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির লোকজন	স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগযোগ রাখা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল, গৃহ নির্মান উপকরণ	শুকনা খাবার মোট ৯ টন		দুর্যোগের পূর্বে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ওযে সকল সংস্থা যারা খাবার দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৮	গবাদীপশুর চিকিৎসা/টিকা	ঔষধ (জন)	১২০০ টি	দুর্যোগের পূর্বে ও পরে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯	মহড়ার আয়োজন করা	সংখ্যা	১৮	দুর্যোগের পূর্বে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	যে সব এলাকায় বেশী দুর্যোগ সে সব এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল মহড়া করা	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	রুম	৯	দুর্যোগের পূর্বে			কন্ট্রোল রম্নমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্তাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখাঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্ক বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নাম্বার মহা বিপদ সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করার বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- দুর্যোগ প্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন কোন নিদিষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ড” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্র প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবরর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় রাখা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুর্নবাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী পুর্নবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঐষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।

৪.২.১০ গবাদি পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্ক বার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়ার আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং মে মাসে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অনসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্ম্ফণিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয় কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ লোহাগাড়া উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

দুর্যোগের সময় উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা

আশ্রয় কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা
স্কুল কাম শেল্টার	বড়হাতিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	বড়হাতিয়া	প্রায় ১০০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	বড়হাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বড়হাতিয়া	প্রায় ৮০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	আমিরাবাদ সঃপ্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	প্রায় ৯০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	সুখছড়ি সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	প্রায় ১১০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	দক্ষিণ আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	প্রায় ৯৫০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	মল্লিক ছোয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	আমিরাবাদ	প্রায় ১১৫০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	পদুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	পদুয়া	প্রায় ১২০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	ফরিয়াদি সরকারী প্রাঃবিঃ	পদুয়া	প্রায় ১০০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	পদুয়া সঃপ্রাঃবিঃ	পদুয়া	প্রায় ৮৫০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	ধলিবিল সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	প্রায়৯০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	চরম্বা সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	প্রায় ৮৫০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	মাইজবিল সরকারী প্রাঃবিঃ	চরম্বা	প্রায় ১০০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	মধ্যম কলাউজান সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	প্রায় ৯০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	আজাদ চর সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	প্রায় ২১০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	পশ্চিম কলাউজান সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	পায় ১৯৫০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	নিয়াজু সরকারী প্রাঃবিঃ	কলাউজান	প্রায় ১৬০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	আব্দুল হাকিম সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	প্রায় ১৩০০ জন

স্কুল কাম শেল্টার	চুনতি সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	প্রায় ৯০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	ফারিংগি সরকারী প্রাঃবিঃ	চুনতি	প্রায় ২১০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	পুটিবিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	পুটিবিলা	পায় ১৯৫০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	গোরস্থান সরকারী প্রাঃবিঃ	পুটিবিলা	প্রায় ১৬০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	আধুনগর সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	প্রায় ১০০০ জন
স্কুল কাম শেল্টার	উত্তর হরিনা সরকারী প্রাঃবিঃ	আধুনগর	প্রায় ৯০০ জন
ইউপি ভবন	বড়হাতিয়া পরিষদ ভবন	বড়হাতিয়া	প্রায় ৯০০ জন
ইউপি ভবন	কলাউজান পরিষদ ভবন	কলাউজান	প্রায় ১০০০ জন
ইউপি ভবন	আধুনগর পরিষদ ভবন	আধুনগর	প্রায় ১১০০ জন
ইউপি ভবন	চুনতি পরিষদ ভবন	চুনতি	প্রায় ২০০০ জন
ইউপি ভবন	পুটিবিলা পরিষদ ভবন	পুটিবিলা	প্রায় ৯৫০ জন

৪.৪ আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ।

আশ্রয় কেন্দ্র	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং
	চুনতি সরকারী প্রাঃবিঃ	অনা দাশ	০১৭১৫-০২৪৪০৫
	ফারিংগি সরকারী প্রাঃবিঃ	মোঃ আহসান উল্লাহ	০১৮১৩-১৪৭০০৭
	পুটিবিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	রহিমা আক্তার	০১৭৪৬-৯৬২৫০০
	গোরস্থান সরকারী প্রাঃবিঃ	মিলন দাস	০১৬১৯-৮২১৬৪৭
	আধুনগর সরকারী প্রাঃবিঃ	জয়া চক্রবর্তী	০১৭১৮-০০১৪৫৫
	উত্তর হরিনা সরকারী প্রাঃবিঃ	আলম বিশ্বাস	০১৮১৪-৮৯৫৫৪০
	চুনতি সরকারী প্রাঃবিঃ	হাসিনা খাতুন	০১৮১৩-৬৬৯৮১২
	ফারিংগি সরকারী প্রাঃবিঃ	মামুন সরকার	০১৬১৬-০১৮৫৪৫
	আমিরাবাদ সঃপ্রাঃবিঃ	মনিরুল ইসলাম	০১৯১৪-৭৭৪০১০
	সুখছড়ি সরকারী প্রাঃবিঃ	আল-আমীন	০১৭১৬-১১২০৪৫
	দক্ষিণ আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	সোলায়মান খন্দকার	০১৯১৪-৪৯১৪২০
	মল্লিক ছোয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	সাবিনা ইয়াসমিন	০১৯১৪-২৪৪৫৮০
	পদুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোহাম্মদ আলী	০১৮৩৫-৩১৯০০৩
	আমিরাবাদ সঃপ্রাঃবিঃ	নুরুল ইসলাম	০১৮১৯-৮০৮০৪৮
	সুখছড়ি সরকারী প্রাঃবিঃ	আহম্মদ সৈয়দ	০১৭৭০-২০৫০৬৩
	দক্ষিণ আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	আহম্মদ সৈয়দ	০১৭৭০-২০৫০৬৩
আশ্রয় কেন্দ্র	নেই	-	-
ইউ পি ভবন	বড়হাতিয়া পরিষদ ভবন	মোহাম্মদ জুনাইদ	০১৮১৮-৪৪২৬১৯
	কলাউজান পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	০১৯৪২-৭০৯০৫৪
	আধুনগর পরিষদ ভবন	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৮১৪-৩০৭৩৬০
	চুনতি পরিষদ ভবন	জয়নুল আবেদীন	০১৮১৯-৬৩১১৯৮

৪.৫ উপজেলা সম্পদের তালিকাঃ

অবকাঠামো / সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	নেই	তাৎক্ষণিক ভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়	অধিকাংশ ইউনিয়নে উক্ত জিনিসপত্র প্রায় সব জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে এবং অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে
গোডাউন	০২ টি		
ছোট মেগাফোন	১ সেট		
ওয়ারলেস	১ টি		
লাইফ জ্যাকট	নাই		
গামবুট	নাই		
সাইরেন	নেই		
হেলমেট	নাই		
বাই সাইকেল	নাই		
টর্চ লাইট	নাই		
এপ্রোন	নাই		
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড (পতাকাসহ)	নাই		
ইঞ্জিন চালিত নৌকা	নাই		
উদ্ধার টুল বক্স	নাই		
ওয়ারল্যাস সেট	১টি		
স্ট্রেচার	নাই		
মাইক	১ চি		
রেডিও (নষ্ট)	১টি		
ফাস্ট এইড বক্স	১ টি		
টেবিল	৩টি		
চেয়ার	৭টি		
আলমিরা	১টি		

৪.৬ অর্থায়নঃ

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন থেকে ১% কর ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন।

(ক) নিজস্ব উৎসঃ (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়								
	পদুয়া	বড়হাতিয়া	আমিরাবাদ	পুটিবিলা	চুনতি	আধুনগর	চরম্বা	লোহাগাড়া	কলাউজান
বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	১,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	৫০,০০০/=	১,০০,০০০/=	৩,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	৪৫,০০০/=	৮৪,০০০/=	৪০,০০০/=
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	-	১,০০,০০০/=	৩০,০০০/=	-	৯৫,০০০/=	১,০০,০০০/=	৭৫,০০০/=	২,৭৮,০০০/=	৮০,০০০/=
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	১,৪৪,৩০০/=	-	-	৪,৯৮,৮২০/=	-	-	-	-	-
সম্পত্তি হতে আয়	২,০০,০০০/=	২০,০০,০০০/=	-	-	-	-	-	-	-
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	-	-	-	১০,০০০/=	৮১,৯৩৬/=	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	১,৩০,০০০/=	৩,০০,০০০/=	-	-	-

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান উন্নয়ন খাতঃ

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়								
	পদুয়া	বড়হাতিয়া	আমিরাবাদ	পুটিবিলা	চুনতি	আধুনগর	চরম্বা	লোহাগাড়া	কলাউজান
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা	৪,৫৮,৫২০/=	৩,৩০,০০০/=	৫,৫৯,২০০/=	২,০৬,০০০/=	১,৭৪,৩০০/=	৩,৩০,০০০/=	১,৫৫,০০০/=	৩,৩০,০০০/=	৩,৫৯,৬০০/=
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	৫,৪০,০০০/=	৫,২৭,৩০০/=	৬,৪০,০০০/=	৫,০২,০০০/=	৩,৮১,৮৫২/=	৫,৪৭,০০০/=	৩,০০,৬০০/=	২,৩৭,৭৯২/=	৩,৭৮,৬০০/=
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল রাস্তাঘাটমেরামত/এল.জি.এস.পি	১,৫০,০০০/=	২০,০০,০০০/=	১৬,৫০,০০০/=	১,০০,০০০/=	৯,০০,০০০/=	৬,০০,০০০/=	১৯,০০,০০০/=	৭,০০,০০০/=	-
ভূমি হস্তান্তর কর 1%	২,০০০০০/=	৮.০০,০০০/=	৯,০০০০০/=	৪,০০০০০/=	২১,০০,০০০/=	৬,০০,০০০/=	৬,০০,০০০/=	২২,০০,০০০/=	৫,৬০,০০০/=
গৃহ নির্মান ও মেরামত, উন্নয়ন সহায়তা তহবিল	-	৩,০০,০০০/=	-	১,৫০,০০০/=	৩,০০,০০০/=	-	-	-	-

গ) স্থানীয় সরকারঃ

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক আয়								
	পদুয়া	বড়হাতিয়া	আমিরাবাদ	পুটিবিলা	চুনতি	আধুনগর	চরম্বা	লোহাগাড়া	কলাউজান
উপজেলা পরিষদ	-	-	৩০,০০০০০/=	-	২২,০০,০০০/=	৭,০০,০০০/=	-	-	-
জেলা পরিষদ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাঃ

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক আয়								
	পদুয়া	বড়হাতিয়া	আমিরাবাদ	পুটিবিলা	চুনতি	আধুনগর	চরম্বা	লোহাগাড়া	কলাউজান
সিডিএমপি	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এডিপি	-	-	৪,০০,০০০/=	-	৩,৫০,০০০/=	-	৪,৫০,০০০/=	২০,০০,০০০/=	৫,০০,০০০/=

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষাকরণ

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
১	এ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৮১১২৮
২	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
৩	উমা খান কাফি	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮
৪	ফরিদা আক্তার	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৩৬-৪০২৯৮৭
৫	মাইনুদ্দিন সরকার	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১২-৩৯১৪৩০
৬	মোঃ নুরুল ইসলাম	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৮১৫-৪০৮১৮৪
৭	মোঃ রাসেল চৌধুরী	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭১৭-০২৩৭৬২

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নঃ

খাত সমূহ	বর্ণনা
কৃষি	উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট কৃষি জমির পরিমান-৩৯৫৪৫ একর। এখানে প্রায় প্রতিনিয়তই পাহাড়ী ঢল হয়ে থাকে গত ২০০৭ ও ২০১০ সালের মত পাহাড়ী হলে ৩৭৫২৬ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায় ৩৭২২ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা,তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে, ১৯৮৮,১৯৯১ সালের মত বন্যা/জলোচ্ছাস হলে বা আঘত হানলে প্রায় ৩৯৫৪৫ একর ফসলী জমির মধ্যে প্রায় ১৩৩৯৫ একর ফসলী জমির আমন, বোরো, আউষ ধান ও রবিশস্যসহ পেয়ারা,তরিতরকারী চাষের ব্যাপকভাবে ক্ষতি হতে পারে, খাল/নদী ভাঙ্গনে ৩২৭৭ একর ফসলি জমি ক্ষতি হতে পারে ,কালবৈশাখী ঝড় হলে এলাকায় ৩৯৫৪৫ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১১২৫ একর ফসলী জমির ফসল ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ভবিষ্যতে বড় ধরণের খরা হলে ৩৯৫৪৫ একর ফসলি জমির মধ্যে প্রায় ১০৩০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে । বর্ষা মৌসমে অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় প্রতি বছরই জলাবদ্ধতায় প্রায় ৩২১০ একর ফসলী জমির ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।
মৎস্য	এই উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১২৭৩ টি । এখানে ২০০৭ ও ২০১০ সালের মত পাহাড়ী ঢল হলে প্রায় ২৫০ টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যেতে পারে, বন্যা হলে প্রায় ৫২২ টি পুকুরের মাছ বন্যায় ভেসে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে,নদী ভাঙ্গনে খাল/নদী সংলগ্ন প্রায় ৫০-৬০ টি পুকুরের ক্ষতি হয়ে থাকে , ঝড়/জলোচ্ছাস হলে প্রায় ৬০টি পুকুরের মাছ পানিতে ভেসে যেতে পারে,অনাবৃষ্টি/খরা হলে ১৯৮৯টি পুকুরের মধ্যে ৯০-৯৫ টি পুকুরের মাছের ক্ষতি হয়ে থাকে ।
পশুসম্পদ	লোহাগাড়া উপজেলায় বন্যা হলে প্রায় ৮৩০০ টি গরু, প্রায় ৯৪৫০ টি ছাগল, প্রায় ১৪ টি ভেড়া, প্রায় ৫৯৩১০ টি মুরগী, প্রায় ২০৭০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ১৯৯১ সালের মত জলচ্ছাস/কালবৈশাখী ঝড় হলে এলাকায় প্রায় ৪১০০ টি গরু, প্রায় ৪৩১০ টি ছাগল, প্রায় ১১ টি ভেড়া, প্রায় ৪০৭৬০ টি মুরগী, প্রায় ১২৭০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রায় ২৭২০০ টি পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
স্বাস্থ্য	লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ইউনিয়নেই বন্যা হয়ে থাকে। এ উপজেলায় বন্যা হলে এলাকায় আবর্জনা ও ডোবা/নিচু জমিতে কিছু পানি জমে থাকে এবং রোগ জীবানুর সৃস্টি হয়ে ৭৩২০৪টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১৭৬০০ টি পরিবারের লোকজনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, খরা হলে প্রায় ৯৬৪০টি পরিবারে বিভিন্ন রোগে আকান্ত এবং প্রায় ১৯২০০টি পরিবারের সুপেয় খাবার পানির সমস্যা সৃস্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
জীবিকা	লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে বন্যার কারনে প্রায় ৬৫৯০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে প্রায় ২৫৫০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । খরার কারণে প্রায় ১২৪০ জন মৎস্যজীবি ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয় । শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসের প্রচন্ড তাপদাহ অথাৎ খরায় প্রায় ২০৫৬০ কৃষিজীবি ও প্রায় ৫৯৯০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । কাল বৈশাখীর ঝড়ের কারণে প্রায় ১৯৩৫০ কৃষিজীবি ও প্রায় ২৩২০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয় । বন্যার কারণে প্রায় ১৭৬০০ কৃষিজীবি ও প্রায় ১৮৫০০ জন মজুরের কাজের অভাব দেখা দেয়। এলাকায় কাল বৈশাখী ঝড় হলে প্রায় ৫৪০০ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ।
গাছ পালা	লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে পাহাড়ী ঢলে এলাকায় প্রায় ৫৫ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্যায় প্রায় ১২৫০০ টি পরিবারের প্রায় ৫০৩০০ টি গাছ-পালা ভেসে যায় এবং প্রায় ৪৫ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছ ।, ১৯৯১ সালের মত ঝড় আঘাত হানলে প্রায় ৫০৮৮০ টি মাঝারী ধরনের গাছ-পালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছ। কাল বৈশাখী ঝড়ে এলাকায় প্রায় ৫২ টি নার্সারী চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।, প্রচন্ড খরায় প্রায় ৪৫ টি নার্সারীর চারা গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো	লোহাগাড়া উপজেলায় পাহাড়ী ঢল হলে ৪০৯ কি:মি: রাস্তার মধ্যে প্রায় ৬০ কি:মি: কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৫৪ কিঃমিঃ এবং প্রায় ৫৯০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত হয় । প্রায় ৮৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৯৯টি মসজিদের মধ্যে ৪৫টি, ৫৭ টি মন্দিরের মধ্যে প্রায় ১৬টি মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে মত কালবৈশাখী ঝড়/জলোচ্ছাস হলে ৪০৯ কিঃমিঃ রাস্তার মধ্যে প্রায় ৪৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, এইচবিবি ৪৬ কিঃমিঃ এবং প্রায় ১০৬০০ টি পরিবারের কাঁচা ঘরবাড়ি প্লাবিত, ৩৩৯ টি কাল ভার্ট এর মধ্যে প্রায় ৭৫টি

	কালভার্ট, ৮৫৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ২৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৯৯টি মসজিদের মধ্যে ৩৫টি, ৫৭ টি মন্দিরের মধ্যে প্রায় ৮টি মন্দির, প্রায় ৬টি হাটবাজার, প্রায় ৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
পয়ঃনিস্কাশন	লোহাগাড়া উপজেলায় ৯টি ইউনিয়নে মোট পায়খানা সংখ্যা ৬৮২৪৫টি। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা প্রায়-৫৫৩২০টি এবং কাঁচা পায়খানা প্রায়- ১২৯২৫টি এখানে বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল দেখা দিলে প্রায় সব ইউনিয়নে আনুমানিক প্রায় প্রায় ১২৪০০ টি পরিবারে ১১৯৮০টি কাঁচা পায়খানার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছ । বন্যা হলে সকল ইউনিয়নে প্রায় ১২৯২৫টি কাঁচা পায়খানার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ১৯৯১ সালের মত ঝড় হলে ১২৯২৫টি কাঁচা পায়খানার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধারঃ

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	এ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৮১১২৮
০২	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
০৩	উমা খান কাফি	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮
০৪	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	উপজেলা প্রা: শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪
০৫	প্রতিপদ দেওয়ান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩
০৬	গাজী মোঃ সোলাইমান	হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮-৩৩১২২৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	এ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৮১১২৮
০২	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
০৩	উমা খান কাফি	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮
০৪	প্রতিপদ দেওয়ান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩
০৫	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	উপজেলা প্রা: শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪
০৬	গাজী মোঃ সোলাইমান	হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮-৩৩১২২৮
০৭	মোঃ শাহজাহান	থানা ইনচার্জ	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৩৬৫০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	এ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৮১১২৮
০২	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
০৩	উমা খান কাফি	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮
০৪	প্রতিপদ দেওয়ান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩
০৫	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	উপজেলা প্রা: শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪
০৬	গাজী মোঃ সোলাইমান	হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮-৩৩১২২৮
০৭	মোঃ শাহজাহান	থানা ইনচার্জ	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৩৬৫০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তাঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী	মোবাইল নং
০১	এ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৮১১২৮
০২	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
০৩	উমা খান কাফি	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮
০৪	প্রতিপদ দেওয়ান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩
০৫	গাজী মোঃ সোলাইমান	হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮-৩৩১২২৮
০৬	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	উপজেলা প্রা: শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪
০৭	অনিল বিকাশ চাকমা	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৮১১-৫০৩২০১

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিস্ট

চেক লিস্টঃ

রেডিও, টিভি মারফত ৫ নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে নিম্নবর্নিত 'ছক' (চেক লিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্র. নং	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে বিপদ সম্বন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক জনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরী করা আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হইয়াছে	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছা সেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ত্রাণ গ্রদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭	অন্যান্য	

বিঃ দ্রঃ

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যেই ক্ষেত্রে নানারুপ ত্রুটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন ।

চেকলিস্ট

- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছকে চেক লিস্ট পূরণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন ।

ক্র. নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান মজুদ আছে।	হ্যাঁ
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	হ্যাঁ
৩	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	হ্যাঁ
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	হ্যাঁ
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	না
৬	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	না
৭	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	না
৮	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে নলকুপ আছে	না
৯	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	না
১০	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	হ্যাঁ
১১	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	না
১২	প্রতি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	না
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উচু স্থান বা কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	না
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৫	আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা আছে	না
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	হ্যাঁ
১৭	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৮	অন্যান্য	

তথ্য প্রাপ্তির উৎসঃ মোঃ উমা খান কাফি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, মোবাইল নং- ০১৭২১-১১২১৯৮

সংযুক্তি ২ লোহাগাড়া উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

ক্র. নং	নাম/পদবী	সদস্য	মেবাইল নং
১	এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খাঁন, উপজেলা চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান	০১৭১১-৩৮১১২৮
২	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কো: চেয়ারম্যান	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
৩	নুরুল আবছার, উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১১-৬৩০৭০৪
৪	গুলশান আর বেগম, উপজেলা ভাইস্ চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৮১৮-৪৪২৯৮৪
৫	ফরিদা আক্তার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৩৬-৪০২৯৮৭
৬	মো: বরকতুল আলম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৭-৪১০৫৩৮
৭	প্রতিপদ দেওয়ান, উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩
৮	মো: মাইনুদ্দিন সরকার, সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১২-৩৯১৪৩০
৯	মো: তানবীরুল হক, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২-৭১৭৮০৮
১০	মোঃ ইকবাল হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২০-২৩১১৯১
১১	অভিজিৎ ব্যানার্জি, উপজেলা পরিসংখ্যান কমকর্তা	সদস্য	০১৮১৫-৩৪৫৪৪৫
১২	মোঃ নুরুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৮১৫-৫০৮১৮৪
১৩	মোঃ আঃ কুদ্দুস, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪
১৪	গাজী মোঃ সোলায়মান, হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮-৩৩১২২৮
১৫	আব্দুল্লাহ আল বাকের, বিআরডিবি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১৪-৫৪৫২৩৪
১৬	মোঃ রাসেল চৌধুরী, সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭১৭-০২৩৭৬২
১৭	কাজী রফিকুজ্জামান, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬-২৯০২৮৮
১৮	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১১৯৪-০৭৭৪৫৯
১৯	অনিল বিকাশ চাকমা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১১-৫০৩২০১
২০	আল মামুন, নির্বাচন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৪-৬৬৯৩৯৩
২১	চেয়ারম্যান , পদুয়া ইউপি	সদস্য	০১৮১৯-৩৬২৯১৯
২২	চেয়ারম্যান , চরম্বা ইউপি	সদস্য	০১৮১৩-১৯১৯০৯
২৩	চেয়ারম্যান , আমিরাবাদ ইউপি	সদস্য	০১৭১১-৩৫৩৪১৮
২৪	চেয়ারম্যান , বডহাতিয়া ইউনিয়ন	সদস্য	০১৮১৮-৪৪২৬১৯
২৫	চেয়ারম্যান , চুনতি ইউনিয়ন	সদস্য	০১৮১৯১০৯৯৫৯
২৬	চেয়ারম্যান , আধুনগর ইউনিয়ন	সদস্য	০১৮১৪-৩০৭৩৬০
২৭	চেয়ারম্যান , কলাউজান ইউনিয়ন	সদস্য	০১৮৩০-৯২৪০৯২
২৮	চেয়ারম্যান , পুটিবিলা ইউনিয়ন	সদস্য	০১৮১৯-৬৩১১৯৮
২৯	চেয়ারম্যান, লোহাগাড়া ইউনিয়ন	সদস্য	০১৮১৯-৩৫১৮৩৬
৩০	মোঃ শাহজাহান, থানা ইনচার্জ	সদস্য	০১৭১৩-৩৭৩৬৫০
৩১	উমা খান কাফি, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

লোহাগাড়া ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	নাসরিন বেগম	০১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৮২৯-৮৬২৯০১
২	সেলিনা বেগম	০১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩২-৫৬৬৫৭০
৩	জুলুফা বেগম	০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৫২-৬৩৭৮৯০
৪	সামসুর রহমান	০২	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৩৬-২০৯৭০১
৫	সোহাগ শেখ	০৩	সতর্কবার্তা	০১৮১৫-৩৮৩২৫৬
৬	বিপুল চন্দ্র দে	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩-৭৮৪৫৬০
৭	মোহসেনা বেগম	০৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-৯৭১২৯০
৮	অসিত রায়	০৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২২-৭২৯৬০২
৯	জেসমিন আক্তার	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৫১-০৫৫৭৪৮
১০	মোঃ জাকারিয়া	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-১৪৯৬২০
১১	রহিমা বেগম	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৫-৭৮২৯৭০
১২	ময়না খাতুন	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-৮২৪৯০১
১৩	আল আমীন	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-৪৩২৯০৭
১৪	মহিদুল ইসলাম	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৪০-১৯৮২৪১
১৫	আসমা আক্তার	০৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-৭৭৯৬০২
১৬	হেনা আক্তার	০৮	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৫২-৬৭৬০৭০
১৭	রেশমা আক্তার	০৯	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৯-৯৭৮৮০২
১৮	খাদিজা বেগম	০৯	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৩-২৬৭২২০

কলাউজান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	সুধীর কান্তি দাস	১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৭১৫-৯২২৫৪১
২	সম্ভু নাথ	১	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৪-৪২২৯১৪
৩	অধীর দাস	২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৪-২৮২৭৯৩
৪	পারভীন আক্তার	২	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৪০-৪১১৩৭৫
৫	মোঃ ইউসুফ আলী	৩	সতর্কবার্তা	০১৮১৪-১৮৬৪১৬
৬	মোঃ জামাল উদ্দিন	৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৫-০২৪৯৪২
৭	মোঃ আইয়ুব আলী	৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৩০-১১৮২৫৩
৮	আজিজুর রহমান	৫	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭১৬-৭৩৫৩৯২
৯	রায় মোহন নাথ	৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩-৮১৪২৭৮
১০	মোঃ নূর আহম্মদ	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৭-৭৬০২৩৪
১১	বীরেন্দ্র নাথ	৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২২-৯০৬২০৩
১২	সন্তোষ কুমার বড়ুয়া	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১২-৯১০২৯৬
১৩	আব্দুস শুক্কুর	৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৫-৩৮০১৬৩
১৪	জেসমিন আক্তার	৮	সতর্কবার্তা	০১৮১৮-৪১৫৫০৩
১৫	হাবিবুর রহমান	৮	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৪-২৮১৮৭৫
১৬	মোকবুল হোসাইন	৯	সতর্কবার্তা	০১৮২৪-৪৫৭৭৯৩
১৭	অঞ্জন বড়ুয়া	৯	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৩৯-২২৭১৬৮

বড়হাতিয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	জানে আলম	০১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৮১২-৬৮৪১৬৩
২	জাফর আহমদ	০১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩০-৩১৫৬০৪
৩	জহির উদ্দিন	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৪	মো: রফিক	০৩	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৭-২৩৭৬৯১
৫	মুহাম্মদ ছাইফুদ্দিন	০৫	সতর্কবার্তা	০১৮১৯-১১৫৮৩২
৬	এরশাদুল হক	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮-০৯২৩৪৪
৭	মোহাম্মদ খোরশেদ	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৮	আশরাফ আলী	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৭১৫-০৬৪৬০৭
৯	জাহাংগীর	০৭	সতর্কবার্তা	০১৮১২-০৯৩৩২১
১০	নুরুল আলম	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১১	আবছার উদ্দিন	০৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১২	মোহাম্মদ ইউসুপ	০৮	সতর্কবার্তা	০১৮১৯-০৯৩২৮৬
১৩	নুরুচ্ছফা	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৬-৯০৭৬২৩
১৪	নাছির উদ্দিন	০৯	সতর্কবার্তা	-
১৫	মুহাম্মদ ইসমাইল	০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-০২৩৪২১

চুনতি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	সারমিনা আক্তার	০১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৮২৫-৯৬৭৩০২
২	জুলিয়া জাহান	০১	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৯-০৩৮৯৮০
৩	মাহফুজা খাতুন	০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-২৬৭২৯১
৪	জাহিদুল ইসলাম	০২	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৩-৭৬৪২০৩
৫	পারভিন সুলতানা	০৩	সতর্কবার্তা	০১৮৩৭-৩৭৮০৩০
৬	তাসলিমা বেগম	০৩	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১১-৮৪১৮৫৩
৭	মোঃ ফরিদ	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৫-৫৯৬৮০৩
৮	মিলন সরকার	০৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২২-৯৮৭৩৩১
৯	মৌসুমী বেগম	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৫-৫৫১০৭৪
১০	বেবী বেগম	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৯-৬২৬৭৩০
১১	আলাউদ্দিন	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৭-৮৪২৬৭০
১২	মোঃ হোসেন	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৯-৫৮৮০২৭
১৩	শিরিন আক্তার	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৭-৭১৬৫৬০
১৪	অরুন দাস	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-৫৯৬৪০২
১৫	সাজিদ খান	০৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩২-৩১৫১২৪
১৬	ফাতেমা আক্তার	০৮	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৩২-৭০৯৬২০
১৭	সেলিনা আক্তার	০৯	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৭-২০২৬৯০
১৮	সজল	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩২-৮৭৭৯৮৩

পুটিবিলা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	একরামুল হক	০১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৫৫৬-৫৩৪০৪০
২	লাভলী দাস	০১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-৬০৬০৪৪
৩	মো: রিদুয়ান	০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
৪	মো: ইউনুচ	০২	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৫-১১৪৭১১
৫	মাষ্টার মোজাফ্ফর	০৩	সতর্কবার্তা	০১১৯০-১৮০১১২
৬	মো: বুলবুল	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮-১৯৫৬৮৩
৭	আবদুল মালেক	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৪-৩২০৭৭৫
৮	তাজুল ইসলাম	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৮-৫৫৩০৫২
৯	ক্যা: কামাল উদ্দিন	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৪-০৮১৫৯২
১০	শামীমা আক্তার	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮০৩-১০৮৮৬১
১১	হাজী আবুল হাশেম	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১২	মুহাম্মদ কাইছার	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-০৯৩৩৪৫
১৩	শামসুল ইসলাম	০৭	সতর্কবার্তা	-
১৪	নাছির উদ্দিন	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২১-০৯৩২১৭
১৫	জাহেদ হোসাইন	০৮	সতর্কবার্তা	-

চরম্বা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	আবুল হোসেন	০১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৮২৪-৩৫২৭৩৫
২	মিনা চৌধুরী	০১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২২-৭৭১৮৪০
৩	মেহেদী হাসান	০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১১-৬৪৮০৬৬
৪	মনিরা বেগম	০২	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৫-১১০৯৪৩
৫	নুরুল আবছার	০৩	সতর্কবার্তা	০১৮৩২-৫৯২৬৩৭
৬	রোকসানা আক্তার	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৫২-৯৩৭৯৭০
৭	মমতাজ বেগম	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২০-৭৯১৮০২
৮	আবুল হাসান	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৮-৮৯৩৭১২
৯	খাদিজা বেগম	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৯-৬৭৮০২২
১০	মনির হোসনে	০৫	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৩-৩৭৮২৩০
১১	ফারুক হোসেন	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩২-৫২৯৭০৭
১২	সোবহান সরকার	০৬	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৬-২৫৮৭৭৭
১৩	মাসুমা বেগম	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩-২৫৭৮৩৭
১৪	জোসনা আক্তার	০৭	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১২-৩৭৮৩৮২
১৫	রিনা পারভীন	০৮	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২৫-৭৭৩২৮০
১৬	মোঃ মনির খান	০৮	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৩৩-৯৬৭০২১
১৭	রিনা আক্তার	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৭-৩৯৬২০৩
১৮	সুজন দাস	০৯	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৮-৩৭৩৯৬০

আধুনগর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	সিরাজুল ইসলাম	০১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৮২৭-৪৪৭৯০১
২	জয়নাল আবেদীন	০১	প্রাথমিক চিকিৎসা	
৩	আহমদ কবির	০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮-২৩৫৫৭১
৪	জাহাংগীর আলম	০২	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭১৩-০২৩৫৭৭
৫	মুকুন্দ কর্মকার	০৩	সতর্কবার্তা	
৬	শফিকুর রহমান	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৩-০৯৩২১২
৭	মো: আবু বক্কর	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৫-০৯৩২৫১
৮	মো: ইসমাইল	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৯	মো: ইলিয়াস	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৭-০৯২১৫৪
১০	মো: মনজুর আলম	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৯১৩-০৯৩২৬৫
১১	মো: নুরুল ইসলাম	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	
১২	মো: আশরফ মিয়া	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮-০৯২১৪৪
১৩	মো: জকরিয়া	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-৮১৬৯০২
১৪	নজরুল ইসলাম	০৭	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৫	নুরুল ইসলাম	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	

আমিরাবাদ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

ক্র. নং	নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল নং
১	মোঃ আজিজুল হক	০১	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৮১৯-৬২৪৭৪৪
২	সিরাজুল ইসলাম	০১	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-৩৯৪৪০১
৩	আবুল হাসেম	০২	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৯-৯৬৪০৪২
৪	শফিউল আলম	০২	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৬-৭৬২৭০৯
৫	আবুল হাসেম	০৩	সতর্কবার্তা	০১৮১৮-০২৭৯০৪
৬	নিজাম উদ্দিন	০৩	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮২১-৮১৯৭৯৮
৭	আব্দুল আউয়াল	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৩-৬৭৬৯২১
৮	মোঃ রিদুয়ান	০৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৬৮৩-৭৩৩০২২
৯	মোঃ ইউসুফ	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৫-১১৪৭১১
১০	মোঃ তাজুল ইসলাম	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮১৮-৫৫৩০৫২
১১	শামীমা আক্তার	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩১-০৮৮৬১৫
১২	নেজামুল হক	০৯	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৩৩-৪৮০৯৯৯
১৩	মোঃ জহির	০৭	সন্ধান ও উদ্ধার কাজ	০১৮১৩-২৬৭১৪০
১৪	মোঃ মহিউদ্দিন	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	-
১৫	আব্দুল মালেক	০৭	সতর্কবার্তা	০১৮৫৯-৪০৮৮৮২
১৬	শাহ আলম	০৭	প্রাথমিক চিকিৎসা	০১৮৫৮-৩৭৮৬২১

সংযুক্তি ৪

আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকাঃ

মাটির কিল্লাঃ এই উপজেলায় কোন মাটির কিল্লা নেই ।

স্কুল কাম শেল্টারঃ

আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নং
চুনতি সরকারী প্রাঃবিঃ	অনা দাশ	০১৭১৫-০২৪৪০৫
ফারিংগি সরকারী প্রাঃবিঃ	মোঃ আহসান উল্লাহ	০১৮১৩-১৪৭০০৭
পুটিবিলা সরকারী প্রাঃবিঃ	রহিমা আক্তার	০১৭৪৬-৯৬২৫০০
গোরস্থান সরকারী প্রাঃবিঃ	মিলন দাস	০১৬১৯-৮২১৬৪৭
আধুনগর সরকারী প্রাঃবিঃ	জয়া চক্রবর্তী	০১৭১৮-০০১৪৫৫
উত্তর হরিনা সরকারী প্রাঃবিঃ	আলম বিশ্বাস	০১৮১৪-৮৯৫৫৪০
চুনতি সরকারী প্রাঃবিঃ	হাসিনা খাতুন	০১৮১৩-৬৬৯৮১২
ফারিংগি সরকারী প্রাঃবিঃ	মামুন সরকার	০১৬১৬-০১৮৫৪৫
আমিরাবাদ সঃপ্রাঃবিঃ	মনিরুল ইসলাম	০১৯১৪-৭৭৪০১০
সুখছড়ি সরকারী প্রাঃবিঃ	আল-আমীন	০১৭১৬-১১২০৪৫
দক্ষিণ আমিরাবাদ সরকারী প্রাঃবিঃ	সোলায়মান খন্দকার	০১৯১৪-৪৯১৪২০
মল্লিক ছোয়া সরকারী প্রাঃবিঃ	সাবিনা ইয়াসমিন	০১৯১৪-২৪৪৫৮০
চুনতি সরকারী প্রাঃবিঃ	অনা দাশ	০১৭১৫-০২৪৪০৫

উচু রাস্তা বা বাঁধঃ

লোহাগাড়া উপজেলায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য কোন উঁচু রাস্তা বা বাঁধ নেই তবে রোডে দুর্যোগের সময় মানুষ আশ্রয় নেয়।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

উপজেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

ক্র. নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল নং
০১	এ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১১-৩৮১১২৮
০২	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
০৩	উমা খান কাফি	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২১-১১২১৯৮
০৪	ডাঃ শাহ কিবরিয়া	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান	সদস্য	-
০৫	প্রতিপদ দেওয়ান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩
০৬	গাজী মোঃ সোলাইমান	হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮-৩৩১২২৮
০৭	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	উপজেলা প্রা: শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪
০৮	অনিল বিকাশ চাকমা	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৮১১-৫০৩২০১

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটিঃ

লো+হাগাড়া উপজেলায় অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নং
লোহাগাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	এ্যাড. ফরিদ উদ্দিন, উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১১-৩৮১১২৮
	মোহাম্মদ ফিজনুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৮৫১-৮২৬১৫৩
	উমা খান কাফি, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭২১-১১২১৯৮
	মোঃ শাহাদাত হোসেন, ফায়ার স্টেশন অফিসার, লোহাগাড়া	০১৮২৬-১০৮৯৭৭
	মোঃ সেলিম উদ্দিন	০১৮২০-১৭৭৩৮৩
	মোঃ নুরুল ইসলাম	০১৮১৩-৩০২০৫৬

ইঞ্জিন চালিত নৌকাঃ

ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নং
বড়হাতিয়া ইউনিয়ন	মোঃ জামাল	০১৮৩৯-১৫১০৮১
কলাউজান ইউনিয়ন	আলমগীর	০১৭১৫-৭১১১০১
আধুনগর ইউনিয়ন	মোঃ করিম	০১৮১৭-৩১৭৬২২
চুনতি ইউনিয়ন	আবুল ফজল	০১৮১৮-২০১৩১১
চরম্বা ইউনিয়ন	নাছির উদ্দিন	০১৮১২-১১৫৩০৯
আমিরাবাদ ইউনিয়ন	অসীম কুমার নাথ	০১৮৩২-৩৩০২০৫
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	সুজন হাওলাদার	০১৮১১-৬৫৩১০৩
পদুয়া ইউনিয়ন	আনোয়ার হোসনে	০১৯৩০-১২৬৫০০
পুটিবিলা ইউনিয়ন	লিয়াকত আলী	০১৮৩১-৭৪৫০৩৩

স্থানীয় ব্যবসায়ীঃ

ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল নং
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মোঃ এমরান	০১৮২১-৯৩৮৯০০
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মোঃ শফিক	০১৮১৬-০০০৭২৯
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মোঃ জসিম উদ্দিন	০১৮১৯-৯৫৬১৪৪
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মোঃ কামাল	০১৬৮৪-৬৭১৭১২
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মোঃ নাজিম	০১৮১৮-৩৮৬৫১
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মোঃ হান্নান	০১৮২৪-৪৫৭৬৭৬
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মোঃ কুতুব উদ্দিন	০১৮১৩-১৩১২৫১
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	ডা: কাজি মো: মহিউদ্দিন	০১৮১৯-৬২৪০৯৪
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মো: ফয়সাল	০১৮২৯-০৫৭১৭৬
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মো: আজম	০১৮২৩-৯০৭৩৫৬
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মো: আব্দুল হাদী	০১৮৩৫-৯৫৯৪৭৫
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	পরিতোষ চৌধুরী	০১৮২২-৭৩৩৪০৭
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মো: সোহেল	০১৮২৩-৯০৭৩৫৬
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	মো: মফিজুর রহমান	০১৮১৬-১৫৪৭৩৬
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	বিনয়	০১৮১৪-৪৭১৬৮৪
লোহাগাড়া ইউনিয়ন	দিলীপ শিল	০১৮২৯-০৫৭১৭৬

সংযুক্তি ৫

এক নজরে লোহাগাড়া উপজেলার তথ্যাবলী নিম্নে দেখানো হলঃ

ক্রঃ নং	আয়তন	২৫৮.৮৭ বঃকিঃ	ক্রঃ নং	কালভার্ট	৩৩৯ টি
১	ইউনিয়ন/উপজেলা	০৯ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা	২১	ঈদগাঁহ	৫ টি
২	মৌজা	৪০ টি	২২	ব্যাংক	১৯ টি
৩	গ্রাম	৪৩ টি	২৩	পোস্ট অফিস	১২ টি
৪	পরিবার	৭৩২০৪ টি	২৪	ক্লাব	২৫ টি
৫	মোট জনসংখ্যা	৩৭২৩২৫ জন	২৫	হাট বাজার	২৬ টি
৬	পুরুষ	১,৮৫,০৬৫ জন	২৬	কবর স্থান	৩১৯ টি
৭	মহিলা	১,৮৭,৭৬০ জন	২৭	শ্মশান ঘাট	২৫ টি
৮	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১২২ টি	২৮	গভীর নলকুপ	২০৩ টি
৯	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৩ টি	২৯	অগভীর নলকুপ	৬৮২৪৫ টি
১০	রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৩ টি	৩০	হস্তচালিত নলকুপ	২২ টি
১১	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩ টি	৩১	শ্যালোচালিত নলকুপ	নেই
১২	কলেজ	০৩ টি	৩২	নদী	৩ টি
১৩	মন্দির	৫৭ টি	৩৩	খাল	৩১ টি
১৪	মাদ্রাসা, দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী	১৯ টি	৩৪	বিল	নেই
১৫	শিক্ষার হার	৫৭.৬০%	৩৫	হাওড়	নেই
১৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	৫ টি	৩৬	পুকুর	১২৭৩ টি
১৭	বাঁধ	৩ টি	৩৭	কাঁচা রাস্তা	১৫২.৫ কিঃমিঃ
১৮	সুইচ গেইট	২ টি	৩৮	পাকা রাস্তা	১০৯ কিঃমিঃ
১৯	ব্রীজ	৭৮ টি	৩৯	এইচবিবি রাস্তা	১৪৮ কিঃমিঃ
২০	মসজিদ	২৯৯ টি		খেলার মাঠ	৩২ টি

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারের প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	প্রচারিত অনুষ্ঠানের নাম	প্রচারের সময়	বারের নাম
ঢাকা-ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যেই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০- ৭.০০	প্রতিদিন
চট্টগ্রাম	কৃষি কথা	সকাল ৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৬.৫৫-০৮.৩০	প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.১০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৩০	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৫.২৫	শনি, সোম ও বুধ
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.২৫	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের কথা	দুপুর ০১.৪০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

উপজেলা পরিষদ, উপজেলার সকল সরকারী অফিস, সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিব, এলাকার প্রবীন ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী।

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- লোহাগাড়া, জেলা- চট্টগ্রাম

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

সমন্বয়ে

ঘরনী

GHARONI

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগীতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি -২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian Aid

UNDP Empowered lives. Resilient nations.